অক্টোবর, ২০২৪

৭৪

রোজকার অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

POWERED BY

Shalimar's®

॥ পুজোর পাঁচালী ॥

উৎসবের সুচিপত্র ২০২৪

এছাড়াও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন

www.rojkarananya.com

সম্পাদকীয়

পিতৃপক্ষের অবসান, দেবীপক্ষের সূচনা। দেবী দুর্গা আসছেন। বাঙালি বাড়িতে উমা আসছেন। আমাদের ঘরের মেয়ে উমা। তাই বনেদি বাড়িগুলোতে দেবী দুর্গাকে দেখি ঘরের মেয়ে উমার সাজে। তাঁর টানাটানা চোখ দুটিতে কাজল, মাথার চুল লালফিতেয় বাঁধা। আসলে দেবীকে আমরা উমা হিসেবেই দেখতে ভালবাসি, পছন্দ করি। তাই তো কৈলাসে চলে যাওয়ার আগে কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলি, আবার আসবি তো মা, নাকি উমা। নিজের কন্যাকে বাড়ির বড়রা বা মায়েরা 'মা' বলেই সম্বোধন করেন বা ডাকেন। তাই উমা হয়ে যান মা। এ হল আদরের ডাক, ভালবাসার ডাক। বাঙালির অন্তরের ডাক, আহবানে সাড়া না-দিয়ে থাকতে পারেন না উমা। ঠিক সময়মতো পৌঁছে যান পিত্রালয়ে। এবারও তার অন্যথা হয়নি। আসছেন তিনি।

অসুরবিনাশিনী দেবী দুর্গা কিংবা বাঙালির ঘরের মেয়ে উমা আসছেন তাই প্রকৃতি সেজে উঠেছে। নীল মেঘের গায়ে সাদা মেঘের ভেলা ঘুরে বেড়ায় আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। ভাল করে চোখ মেললেই দেখবেন যেন দেবী আসছেন মেঘের ডানায় ভর করে। আবার কখনও মনে হয়, উমা আসছেন গ্রামের মেয়ের মতো পদব্রজে। আলতা পায়ে উমা আলতো ছোঁয়ায় কাশবনের ভিতর দিয়ে আল বেয়ে। সোনা ঝরা রোদ উমা আর তাঁর সন্তানসন্ততিদের গায়ে লেগে পিছলে যাচ্ছে। মানুষ আর প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার শরতে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত আর শীত-- এই ছয় ঋতুর মধ্যে শরৎ কেমন যেন ভিন্ন! চলে যাওয়া বর্ষা আর শরতের আগমনে চারিদিকের সবুজ আরও ঝকঝকে আরও বেশি চোখের আরাম! তারই মাঝে শরত-বাতাসে কাশবনে কাঁপন যেন কাছে ডাকে, মাকে ডাকে। মা-ও প্রকৃতির ডাকে ভক্তদের ডাকে, মর্তে তাঁর অগণিত সন্তানের ডাকে। যে-সন্তানেরা ফি-বছরই শ্বশুরালয়ে ফেরবার সময় কানে কানে বলে দেয়, আবার এসো মা। সন্তানদের সেই ডাক কি উপেক্ষা করতে পারেন মা! মা যেমন দিন গোনেন বাপেরবাড়ি আসবার জন্য, তেমনই আমরাও মায়ের আগমনের অপেক্ষায়। এবছর মর্তবাসীর অপেক্ষার দিন শেষ, তিনি আসছেন। মা-ও খুশিমনে রওনা দিয়েছেন স্বামীর কৈলাসধাম থেকে। আমরা যেমন নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে কৈলাসে খবর পাঠাই মায়ের শ্বশুরালয়ে ফেরার কথা, ঠিক তেমনই কৈলাস থেকে উমার রওনার কথা শরতের আকাশে সাদা মেঘের চিঠিতে! তবে সবশেষে বলে রাখি, সন্তানহারা সকল মা-এর উপর সমবেদনা আছে ও থাকবে এবং যেসব মানুষ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তাঁদেরও যেন ভুলে না যাই, তাদের রুটি রোজকার প্রতিটি পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাঁদের প্রত্যেকের ঘরেও যেন আনন্দের দীপ জ্বলে থাকে। সবাই ভাল থাকুন। বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক-- সকলকেই শারদ শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। সকলের পুজো ভাল কাটুক।

ধন্যবাদান্তে

সম্পাদক

As Pure as Mother's Love...

100% Pure
Edible
Coconut Oil

100% Vegetarian

Shalimar's®
COCONUT OIL

রোজকার অনন্যা পরিবার

সম্পাদক

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ

সম্পাদকীয় প্রধান
কমলেন্দু সরকার

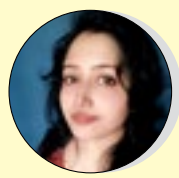

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুস্মিতা মিত্র

সাহিত্য
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদন
তৃষা নন্দী

স্বাস্থ্য
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্যাশন এবং অন্দরসজ্জা
এলিজা

গ্রাফিক্স ও অলংকরণ
সৌরভ ঘোষ

ডিজিটাল হেড
সন্দীপ জানা

বিজ্ঞাপন বিভাগীয় প্রধান
অভিষেক কর্মকার

একটি দেবী প্রণাম প্রকাশনা

যোগাযোগ
সম্পাদকীয় বিভাগ: ৬২৯০৪৩০৪৯৬ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
বিজ্ঞাপন বিভাগ: ৭৯৮০৫৬৮৩৭২ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
EMAIL: rojkarananya@gmail.com

দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
RNI: WBBIL/2015/64960
স্বত্বাধিকারী: অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

সূচীপত্র

অক্টোবর ২০২৪

প্রবন্ধ

অসুরের খণ্ডিত মাথা পড়েছিল সরস্বতী নদীর জলে ৬
কমলেন্দু সরকার

রান্না

নিশি রাত ভরা পাত (পেট পুজোর ৬ রকম) ১৩
স্বাগতা সাহা

গল্প

ভগবদ্ গীতা ২৭
নির্মাল্য বিশ্বাস

বার্ষিক সাধারণ ৩৩
সভা অর্জুন সরকার

দুই পুরুষ ৪০
অসীম বিশ্বাস

অন্তর্যামী ৪৮
পত্রলেখা নাথ

ভূপেদা জিন্দাবা ৫৪
ভগীরথ মিশ্র

আশালতা ৬১
গৌতম মুখোপাধ্যায়

কবিতা ৬৮ - ৭০

সন্ধ্যের এনভেলাপে
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধু তুমি রহো সাথে
দেবযানী ঘোষ

অর্ধনারীশ্বর
তীর্থ মিত্র

ক্লোরোফিল
সপ্তক মুখার্জী

মেনকা আসে
বীরেশচন্দ্র ঘোষ

সময়ের সাতকাহন
রিতা পাকরাশী

পুজোর পাঁচালী ৭১ - ১১৭
(কলকাতার সেরা পুজোর সূচিপত্র)

*Google Map-এর লিংকটি কেবলমাত্র মোবাইলের Adobe PDF Reader এর মাধ্যমেই কাজ করবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রবন্ধ

অসুরের খণ্ডিত মাথা পড়েছিল সরস্বতী নদীর জলে এবং মহিষমর্দিনী

কমলেন্দু সরকার

বছর কুড়ি-বাইশ আগের কথা। ত্রিযুগী নারায়ণ হয়ে কালীমঠের দিকে এগোচ্ছি। ত্রিযুগী নারায়ণে শিব-পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। সেই বিয়ের সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং নারায়ণ। শিব-পার্বতীর বিয়ের পিঁড়ি দুটি আজও আছে। নকশা-কাটা পাথরের পিঁড়ি। এবং ওঁদের বিয়ের হোমের অনির্বাণ শিখা আজও প্রজ্বলিত। এখানে যাঁরাই যান তাঁরাই এক-দু টুকরো কাঠ দিয়ে আসেন সেই হোমে। শোনা যায়, গ্রামের

ধারী দেবী মন্দির

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Graceful Festive Range

FROM

Mrignayani

HANDLOOM • HANDICRAFTS

20% DISCOUNT

mrignayanikolkata
www.mrignayanikolkata.com

M.P. GOVT. EMPORIUM

Mrignayani® | **Avanti**

Dakshinapan, Dhakuria Ph.: 24236715

Uttarapan, Uttadanga Ph.: 23550666

Video Call:
7439612704

সরস্বতী নদী পেরিয়ে মন্দিরে যাওয়ার পথে ঘণ্টা বাঁধেন ভক্তেরা

মানুষেরাও দেন। কাছেই কালীমঠ। যেখানে অসুরের সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল দেবীর।

গাড়োয়ালে স্থানীয়দের কাছেই শুনেছিলাম, এই কালীমঠেই হয়েছিল দেবী দুর্গার সঙ্গে অসুরের ভয়ংকর যুদ্ধ। আবার অনেকেই বলেছিলেন, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় মা কালীর। যুদ্ধ-শেষে দেবী বিশ্রাম নিয়েছিলেন তিন কিমি দূরে পাহাড়ের ওপর। স্থানীয়দের কাছে যার পরিচিতি কালীশিলা নামে। সেই শিলায় মায়ের পদচিহ্ন আজও বর্তমান! আবার অনেকের কাছে শুনেছি, যুদ্ধ এখানে হলেও দেবী দুর্গা বিশ্রাম নিয়েছিলেন হরিদ্বারের চণ্ডী পাহাড়ে। দেবী কোথায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন সেসব নিয়ে তর্কবিতর্ক থাকতেই পারে। সেসব থাকুক। ওসব পণ্ডিতদের ভাবনা।

প্রচলিত কিংবদন্তি রক্তবীজকে নিধন করেছিলেন মা কালী। শুম্ভু-নিশুম্ভুকেও নিধন করেন তিনি। এবার দেখা যাক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর 'দুর্গাপূজার তাৎপর্য প্রবন্ধে 'দুর্গা কে'র অংশবিশেষে কী লিখছেন, 'দুর্গা কে? মার্কেণ্ডয় পুরাণে আর এক উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে দেবী শুম্ভ নিশুম্ভ নামক দুই অসুরকে বধ করেছিলেন। অসুরদ্বয় নিহত হ'লে দেবতারা তাঁর স্তব করেছিলেন। এই স্তব মন দিয়ে পাঠ করলে দুর্গাদেবীর যৎকিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়। 'যা দেবী সর্বভূতেষু সৃষ্টিরূপেণ সংস্থিতা/

কালীমঠ মন্দির

নমস্তস্যে, নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নম:।।
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি যেমন লিখছেন দেবী দুর্গার হাতেই নিধন হয় শুম্ভু নিশুম্ভু দুই অসুর। তেমনই কালিমঠ মন্দিরের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এক কিংবদন্তি দেবী কালী এবং ভয়ংকর অসুর রক্তবীজ, শুম্ভ নিশুম্ভর মধ্যে যুদ্ধের কথা। অসুরকে পরাজিত করে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করার পরে, দেবী কালীমঠে আশ্রয় নেন। যার জন্য কালীমঠ হল পবিত্র ভূমি। তিনি যেখানে পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিলেন অর্থাৎ পাতালে আশ্রয় নেন সেই স্থানটি অত্যন্ত পবিত্র তাই সারা বছর জায়গাটি একটি রুপোর প্লেট দিয়ে আবৃত থাকে। কেবলমাত্র বছরে একদিন নবরাত্রি উৎসবের সময় উন্মোচন করা হয়।
আরও একটি প্রচলিত কিংবদন্তি হল, দক্ষ প্রজাপতি তাঁর যজ্ঞে অনাহূত শিবকে অপমান করলে দেবী সতী আত্মহনন করলে ক্রুদ্ধ শিব সতীর দগ্ধ দেহ নিয়ে ধ্বংসের মহাজাগতিক তাণ্ডব নৃত্য করেন। সতীর দেহের অংশগুলি যেখানে পড়েছিল সেগুলি সিদ্ধপীঠ হিসাবে পূজিত এবং কালীমঠ সেগুলোর একটি। তা নয়, কালীমঠ হল শক্তিপীঠ। তাই কালীমঠ মন্দির নিছক উপাসনার জায়গা নয়, এখানকার একটি সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের ভাণ্ডারও। রুদ্রপ্রয়াগ জেলার সরস্বতী নদীর ধারে ৬০০০ ফুট উঁচুতে কালীমঠ ১০৮টি শক্তিপীঠের একটি।

MENS

77756488840
₹399

52608952690
₹399

77756588840
₹449

52608052630
₹499

29437729440
₹499

11479511430
₹599

47317447391
₹699

33618033630
₹899

72365572340
₹999

60311360390
₹899

60311260310
₹899

48004548040
₹1699

WOMENS

52608752660
₹349

47314988851
₹399

94667594650
₹499

50927450950
₹499

57303157380
₹599

51914051951
₹599

53208153250
₹699

65113965180
₹699

65113565160
₹899

53007353050
₹999

29437429451
₹649

51914651950
₹1299

KIDS

47220347230
₹299

72820072850
₹499

29438229400
₹449

36036036050
₹499

56110456190
₹499

51915951970
₹649

52608252690
₹399

67001467070
₹499

29438929420
₹499

28326128391
₹899

BAGS

76900334800
₹499

45150745140
₹599

76900550970
₹799

45152045150
₹799

76900734850
₹899

34844334890
₹999

34844834890
₹1099

10501810540
₹1499

ধারী দেবী মন্দিরের প্রবেশপথ

কিংবদন্তি বলে, কালীমঠ এমন একটি স্থান যেখানে মা শক্তি অর্থাৎ কালী অসুর রক্তবীজ, শুম্ভ নিশুম্ভকে নিধন করার পর শিব যখন মায়ের পায়ের নিচে শুয়েছিলেন, তখন তিনি পৃথিবীতে চলে যান অর্থাৎ পাতাল প্রবেশ করেন।

আবার অন্য একটি কিংবদন্তি বলছে, মা কালীর নীচের অংশটি কালীমঠে পূজা করা হয়, শ্রীনগরে (গাড়োয়াল) ধারী দেবীর মন্দিরে উপরের অংশটি পূজা করা হয়। এই কিংবদন্তি অনুযায়ী বিশ্বাস যে, যখন ধারী দেবী ভাইয়েরা তাকে দুই টুকরো করে নদীতে ফেলে দেন, তখন শরীরের উপরের অংশটি ধারী দেবী মন্দিরে অবস্থান করে আর নীচের অংশটি এখানে অর্থাৎ কালীমঠে উপস্থিত হয়। ধারী দেবী হলেন দুর্গা। তাই দুর্গাপুজোর সপ্তমী থেকে দশমী তাঁর ভিন্ন ভিন্ন রূপ। শুধু তাই নয়, নবরাত্রির দিন ধারী দেবী এক একসময় অর্থাৎ সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন বয়সে বিরাজমানা হন। কালীমঠে মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী মূর্তি আছে। ভৈরবনাথও আছেন। আছেন কার্তিক, গণেশও।

কালীমঠের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব! পাহাড় আর অরণ্যে ঘেরা। কাছেই মহাকবি কালিদাসের গ্রাম। যেখানে তিনি থাকতেন সেখান থেকে কেদারনাথের দর্শন মেলে। কালিদাসের বাড়ির বারান্দায় বসে কেদারের মনোরম রূপসৌন্দর্য চোখে পড়ে। যাইহোক সবমিলিয়ে শক্তিপীঠ কালীমঠের অবস্থান ভীষণই সুন্দর।

প্রথমবার কালীমঠ যে মানসিক আনন্দ পেয়েছিলাম বছর দুই আগে দ্বিতীয়বারের যাত্রায় তেমন মনকাড়া সৌন্দর্য আর খুঁজে পাইনি। যেমন খুঁজে পাইনি অসুর শুম্ভু নিশুম্ভুর খণ্ডিত মস্তক কিংবা রক্তবীজের। আগেরবার আমাকে স্থানীয় এক পূজারি বলেছিলেন, "ওই দেখুন, দেবীর হাতে খণ্ডিত শুম্ভ নিশুম্ভুর মাথা।" তিনি দেখালেন মানুষ মাথার মতো একটি বিশাল গোলাকার পাথর। যে-পাথিরটি পড়েছিল সরস্বতী নদীর এককোণে। এবার গিয়ে আর সেটি আর চোখে পড়েনি। স্থানীয় কেউ কিছু বলতেও পারলেন না, কোথায় গেল অসুরের সেই মস্তক! হয়তো রুদ্রপ্রয়াগের সেই নারদশিলার মতো ভেসে গেছে ২০১৩-র জুনে গাড়োয়ালের ভয়ংকর বিপর্যয়ে, তেমনই হয়তো অসুরের মাথাও ভেসে গেছে কালীমঠ থেকে!

যাইহোক, এবার আসা যাক 'মহিষমর্দিনী' নিয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কি লিখেছেন, 'দুর্গা ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তির সম্মিলন। এইভাবে স্মরণ করবার নিমিত্ত মার্কেণ্ডয় পুরাণে এক উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। মনে রাখবেন, উপাখ্যান, আখ্যান নয়। একদা দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম হয়েছিল। অসুরেরা পরাক্রান্ত, তারা নানা আকার ধরতে পারত। এক অসুর বন্য মহিষের আকার ধরে' দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে। এক এক দেবতা যুদ্ধ করতে যান, পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন। ইন্দ্র গেলেন, পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন। বরুণ গেলেন, তাঁরও ঐ দশা। যিনি যান, তিনিই পরাজিত হন। দেবতারা ব্রহ্মাকে পুর:সর করে' যেখানে বিষ্ণু ও মহেশ্বর ছিলেন, সেখানে গিয়ে তাঁদের দুর্দশা বর্ণনা করলেন। বিষ্ণু ও মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁদের তেজ বহির্গত হল। প্রত্যেক দেবতার তেজ বহির্গত হয়ে মিলিত হল। এক বিশাল তেজোরাশি সমোদ্ভুত হল। তা হতে এক নারী আবির্ভূত হলেন-- তাঁর নাম চণ্ডী। তিনি মহিষাসুরকে অক্লেশে বধ করলেন। আমরা যে দুর্গার পূজা করি, তিনি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্মিলিত শক্তি, ইহা স্মরণ করার জন্য মহিষমর্দিনী রূপ কল্পিত হয়েছে'।

ছবি:লেখক

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

8POURE®
Pioneer of Indian
saree selling store
9830906302
9674678024
9830424928
P8 TAGORE PARK, R.N TAGORE ROAD KOLKATA 700056
(NEAR BARANAGAR METRO STATION)
/POURE8
/8POURE

রান্না

নিশি রাত ভরা পাত

(পেটপুজোর ছ'রকম)

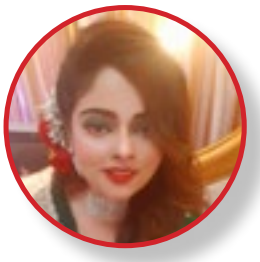

স্বাগতা সাহা

গুচ্ছের শপিং, প্রিয়জনদের সঙ্গে উপহার আদান প্রদান, পার্লারে গিয়ে নিজেকে একটু প্যাম্পার করার পাশাপাশি পুজোর ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট খাওয়া-দাওয়া। বাইরে তো খাবেন ই, তবে পুজোর সময় প্রতিটি বাড়ির কিছু আলাদা নিয়মকানুন থাকে। সারাবছর সম্ভব না হলেও এই দিনগুলোতে বেশিরভাগ মানুষই চেষ্টা করেন সেগুলো মেনে চলতে। আর সেই নিয়ম আচারের অনেকটা জুড়ে থাকে পুজো স্পেশ্যাল রান্না। এবারের সংকলনে রইলো পুজোর ৬ দিনের, রাতের রান্নার বিশেষ ৬টি পদের পাক প্রনালী। রেঁধে চমকে দিতেই পারেন সব্বাইকে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মহাপঞ্চমী

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

scan me

Mera Pyar Shalimar...

100% Vegetarian

Shalimar's®

COCONUT OIL • MUSTARD OIL • SUNFLOWER OIL • SHALIMAR'S AYURVEDIC JASMINE COCONUT OIL • AMLA OIL
MOISTURIZING BODY OIL • CHEF SPICES • MEAT MASALA • CHICKEN MASALA • GARAM MASALA • KASHMIRI MIRCH MASALA

হিসেবমতো ছুটির শুরু আজ থেকেই। অফিস ফেরতা পথে টুকটাক এদিক ওদিক ঘুরে রাতে বাড়ি ফিরে জমিয়ে পরোটা মাংস।

কোলকাতা স্টাইল চিকেন রেজালা

কী কী লাগবে

মুরগীর মাংস ৫০০ গ্রাম, টকদই ২ টেবিল চামচ, আদা রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চা চামচ, জায়ফল জয়িত্রী গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, নুন স্বাদ মতো, Shalimar's সরষের তেল পরিমাণ মতো, কাজুবাদাম ৮-১০টা, পোস্ত ২ টেবিল চামচ, গোটা গরমমশলা(এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি), শুকনো লঙ্কা ২ টি, গোলাপ জল ১ চা চামচ, কেওরা জল ১ চা চামচ, বেরেস্তা পরিমাণ মতো।

কীভাবে বানাবেন

মাংস, টকদই, আদা রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, নুন, সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো, কাঁচালঙ্কা বাটা, জায়ফল জয়িত্রী গুঁড়ো আর অল্প সরষের তেল একসঙ্গে মেখে ২-৩ ঘন্টা রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে শুকনো লঙ্কা আর গোট গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে মেখে রাখা মাংস দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হলে পোস্ত আর কাজুবাদাম বাটা মেশান। নামানোর আগে গোলাপ জল আর কেওরা জল দিন। ওপরে বেরেস্তা ছড়িয়ে ইচ্ছে মতো সাজিয়ে পোলাও, নান বা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মহাষষ্ঠী

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ষষ্ঠীতে সারাদিন উপোস-শেষে পাটভাঙা লালপেড়ে শাড়ি পরে বেলতলায় পুজো দিতে যাওয়া। আর বাড়ি ফিরে ময়দা। সারাবছর যাঁরা ষষ্ঠী মানেন তাঁদের লুচি খেলেই চলে যায়, তবে পুজো বলে কথা, তাই আজ হয়েছে কড়াইশুঁটির কচুরি আর ঝাল ঝাল শুকনো আলুর দম।

কড়াইশুঁটির কচুরি

কী কী লাগবে

ময়দা ১ কাপ, Shalimar's তেল ১ টেবিল চামচ, গরম জল ১/৪ কাপ, নুন ১/৪ চামচ

পুরের জন্য: কড়াইশুঁটি ১ কাপ, Shalimar's লাল লঙ্কাগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, Shalimar's হলুদগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, Shalimar's ধনেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, মৌরিগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, চাট মশলা ১/২ চা-চামচ, আমচুরগুঁড়ো ১/২ চা*চামচ, কাঁচালঙ্কা ২টো, আদা আধ ইঞ্চি, গোটা জিরে ১/৪ চ- চামচ, তেল ২ টেবিল চামচ, নুন পরিমাণমতো, ভাজার জন্য পরিমাণমতো Shalimar's সাদা তেল

কীভাবে বানাবেন

ময়দা, তেল ও নুন দিয়ে প্রথমে মেখে নিন। এরপর জল দিয়ে ভালো করে ঠেসে মেখে নিয়ে ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট চাপা দিয়ে রাখুন। গ্রাইন্ডারে প্রথমে কাঁচালঙ্কা ও আদা রাখুন। এরপর কড়াইশুঁটি দিয়ে একসঙ্গে ভালো করে বেটে নিন। জল দেবেন না। এবারে একটা ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করে গোটা জিরে ফোড়ন দিন। কিছুক্ষণ পর বাটা কড়াইশুঁটি দিয়ে দিন। নুন মিশিয়ে ভালো করে নেড়ে ঝুরঝুরে করে নিন। এর মধ্যে অল্প গুঁড়ো মশলা ও বেসন দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন। কড়াইশুঁটি থেকে হাতের চাপে গোল গোল বল তৈরি করে নিন। ময়দা মাখা থেকে ছোট ছোট লেচি গড়ে নিয়ে হাতের চাপে চ্যাপ্টা করে ভেতরে কড়াইশুঁটির পুর দিয়ে লেচির মুখ বন্ধ করে নিন। ছোট ছোট কচুরি বেলে নিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে তুলুন। শুকনো আলুর দমের সঙ্গে পরিবেশন করুন গরম গরম কড়াইশুঁটির কচুরি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মহাসপ্তমী

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সকাল থেকেই ঢাক বাজতে শুরু করেছে। ভোর ভোর উঠে কলাবউ গঙ্গা স্নান সেরে নতুন লাল সাদা শাড়ি পড়ে দিব্যি বসে পড়েছে গণেশের পাশে। বাকি ভাই বোনদেরও মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। আজকের পাত সাজানো হয়েছে ডাল, ভাজা, তরকারি আর কাতলার তেল-ঝালে।

কাতলা মাছের তেল-ঝাল

কী কী লাগবে

কাতলা মাছের টুকরো ৪টে, ১ চামচ সর্ষেবাটা, ১/২ চামচ রসুনবাটা, ৩টে কাঁচালঙ্কাবাটা, ১টা টোম্যাটোকুচি, ১/৪ চামচ Shalimar's ধনেগুঁড়ো, ১/৪ চামচ Shalimar's জিরেগুঁড়ো, ১/৪ চামচ Shalimar's হলুদগুঁড়ো, ১/২ চামচ কাশ্মীরি লংকার গুঁড়ো, Shalimar's সর্ষের তেল ৪-৫ চামচ, এক চিমটি কালোজিরে ফোড়নের জন্য

কীভাবে বানাবেন

মাছগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন। এবার নুন আর হলুদগুঁড়ো মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এবার কড়াইতে তেল গরম করে নিয়ে মাছগুলো ভালো করে ভেজে নিন। তেল কমিয়ে নিন এবার ওই তেলেই কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে তাতে রসুনবাটা দিয়ে দিন এবং ভালো করে ভেজে নিন। এবার টোম্যাটোকুচি দিয়ে নেড়ে নিন। একটা বাটিতে একটু জল দিয়ে তাতে নুন বাদে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে নিন। এবার ওই পেস্ট ভালো করে মিশিয়ে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখুন। এবার তেল বেরোলে সর্ষে ও কাঁচালঙ্কাবাটা দিন। এবং নুন দিয়ে দিন। ১ কাপ জল দিয়ে চাপা দিয়ে রাখুন ৫ মিনিট।ফুটে উঠলে মাছগুলো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন মশলার সঙ্গে। বেশি নাড়াচাড়া করবেন না। বেশ শুকনো হয়ে এলে ওপর দিয়ে ১ চামচ সর্ষের তেল আর গোটা কাঁচালঙ্কা দিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নতুন পাঞ্জাবি আর অনভ্যাসে পড়া শাড়িতে পুষ্পাঞ্জলির সঙ্গে চারিদিকে কর্পূর আর ধূপ-ধূনোর গন্ধ। প্রিয়জনকে প্রথমবার শাড়িতে দেখা। এ এক অন্য অনুভূতি! পুজোর পর্ব মিটতেই পেটে টান। আর তারপর পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে জমিয়ে পাতপেড়ে খিচুড়ি ভোগ। বেশিরভাগ বাড়িতেই এইদিন নিরামিষ রান্না হয়। তাতে কি! রাতের মেনুতে, মুগডাল, ঝুরি আলু ভাজা, বেগুন ভাজার সঙ্গে নিরামিষ ধোকার ডালনা রাখলেই বাজিমাত!

নিরামিষ ধোঁকার ডালনা

কী কী লাগবে

ধোঁকার জন্য: ২০০ গ্রাম ছোলার ডাল, ২ চামচ আদার রস, ১ চামচ কাঁচালঙ্কাবাটা, ৩ চামচ ঘি, ২-৩ চামচ তেল আর স্বাদমতো নুন

ঝোলের জন্য: গোটা গরমমশলা ৪টি লবঙ্গ, ৪টি এলাচ, ৪ টুকরো দারুচিনি, ২টি তেজপাতা, আদাবাটা ১ চামচ, টোম্যাটোবাটা ১টা, কাঁচালঙ্কা ৬-৭টা, Shalimar's জিরাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাজুবাদামবাটা ৩ চামচ, Shalimar's ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's হলুদগুঁড়ো আধ চা-চামচ, Shalimar's গরমমশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ঘি ৩ চামচ, Shalimar's সাদা তেল ২ চামচ, নুন স্বাদমতো

কীভাবে বানাবেন

ছোলার ডাল সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকালে মিহি করে বেটে নিন। ডাল বাটার সঙ্গে আদার রস, কাঁচালঙ্কাবাটা ও নুন ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বারে কড়াইতে ঘি ও তেল গরম করে ডালবাটা ভাজুন যতক্ষণ না কড়াই থেকে ছেড়ে আসছে ততক্ষণ। এ বারে ছড়ানো বড় থালায় ডাল ভাজা হাতের চাপে সমান করে পেতে দিয়ে ঠান্ডা হলে বরফির আকারে কেটে নিন।
এবার কড়াইতে ঘি ও তেল দিন। তেল-ঘি গরম হলে প্রথমে ধোঁকার টুকরোগুলো ভেজে তুলুন। ওই তেলেই গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিয়ে, আদাবাটা, টোম্যাটোবাটা ও গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। এরপর কাজুবাদামবাটা দিয়ে দিন মশলা কষানো হলে ধোঁকা, নুন অল্প জল দিয়ে ঢেকে দিন। ঝোল ঘন হয়ে এলে কাঁচালঙ্কা ও গরমমশলা দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা খুলে গরম গরম পরিবেশন করুন জিভে জল আনা ধোঁকার ডালনা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সন্ধি পুজোতে বলি আর কুমারী পুজো। জমকালো শাড়ি গয়নায় সেজে মহিলারা পুজো মণ্ডপে আড্ডা দিতে ব্যস্ত। ‘ওরে নবমী নিশি, না হইওরে অবসান...’ তবুও আজই পুজোর শেষদিন। তাই আজকের মেনুতে কিন্তু মাংস থাকা মাস্ট। স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ মাটন এড়িয়ে চলতে চাইলে, চিকেনই হোক!

কলকাতা স্টাইল চিকেন বিরিয়ানি

কী কী লাগবে

১ কেজি দেরাদুন চাল, ১ কেজি ২০০ গ্রাম চিকেন, ৪টি মাঝারি আলু (অর্ধেক করে কাটা), ৩টি মাঝারি থেকে বড় পেঁয়াজ ও পরিমাণমতো কাঁচালঙ্কা, ২ চা-চামচ রসুনবাটা, দেড় চা-চামচ আদা পেস্ট, ১/২ লেবুর রস, ১/২ কাপ টকদই, ১ চা-চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ৩ চা-চামচ বিরিয়ানি মশলা, ৩ ফোঁটা রোজ এসেন্স, ১ চা-চামচ কেওড়া জল, ৮-৯ ফোঁটা মিঠা আতর, ১ চিমটি জাফরান স্ট্র্যান্ড, ৪ টেবিল চামচ দুধ, ৫টি তেজপাতা, ২-৩ ইঞ্চি দারুচিনি কাঠি, ৮-১০ লবঙ্গ, ১০টি সবুজ এলাচ, Shalimar’s হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ১০-১২ টেবিল চামচ ঘি, ১/২ কাপ Shalimar’s সাদা তেল, লবণ, ৬-৭টি শক্ত সিদ্ধ ডিম, ৫০ গ্রাম তেজপাতা

বিরিয়ানি মশলার জন্য: ১ চা-চামচ শা জিরা, ১ চা-চামচ সাদা গোলমরিচ, ২৫টি সবুজ এলাচ, দেড় টুকরো জয়ত্রি, দেড় ইঞ্চি দারুচিনি, ১/৪ জায়ফল, ১ চা-চামচ কাবাব চিনি, ৫টি লবঙ্গ (এই মশলাগুলো শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে রাখতে হবে)

কীভাবে বানাবেন

অল্প ঘি, লবণ, আদার পেস্ট, রসুনের পেস্ট, সাধারণ দই, বিরিয়ানি মশলা এবং লাল লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে মুরগির পা ও উরুর টুকরো দিয়ে ভালো করে মেশান এবং ৩০ মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করার জন্য আলাদা করে রাখুন। একটি পাত্রে রান্নার তেল দিন এবং অর্ধেক পাতলা করে কাটা পেঁয়াজ যোগ করুন পেঁয়াজ সোনালি বাদামি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এবং তুলে নিন। এরপর আলু অর্ধেক করে কেটে নিন এবং পাত্রে লবণ, হলুদ এবং লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ২ মিনিট ভাজুন এবং নামিয়ে নিন এরপর পাত্রে তেল ও ঘি মিশিয়ে অর্ধেক লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, বাকি কাটা পেঁয়াজ দিয়ে নাড়ুন এবং ম্যারিনেট করা মুরগির টুকরো ৩ মিনিটের জন্য ভাজুন উপরে গরম জল ঢেলে আলুগুলিকে পাত্রে দিন ১ চামচ কেওড়া জল যোগ করুন, এবং বিরিয়ানি মশলা মেশান এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ২০ মিনিটের জন্য কম আঁচে রান্না করুন।

এরপর একটি পাত্রে পরিমাণ মতন জল দিয়ে বাকি গোটা গরমমশলাগুলো দিয়ে দিন। মশলাগুলি প্রায় ৩ মিনিটের জন্য রান্না হতে দিন তারপর জল থেকে ছেঁকে নিন এরপর বাসমতী চাল যোগ করুন যা ৩০ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ১০ মিনিটের জন্য উচ্চ তাপে রান্না করুন এবং জল ঝরিয়ে এক পাশে রাখুন এরপর একটি বড় পাত্রে নিচে তেজপাতা ছড়িয়ে একটি হাতা ভরে ভাজা পেঁয়াজ-সহ মুরগির টুকরো রান্না করা, দুধ এবং কাঁচালঙ্কা সঙ্গে মুরগির উপরে রান্না করা ভাত যোগ করুন ভাতের উপর কেওড়া জল, গোলাপ জল এবং জাফরান জল ঢেলে দিন, ঘি এবং ভাজা পেঁয়াজ যোগ করুন এবং এইভাবে কয়েকটি স্তর সাজান ফয়েল পেপার দিয়ে সিল করুন তারপর ঢেকে দিন একটি ঢাকনা স্বল্প তাপে ৩৫ মিনিট রান্না করুন তাপ থেকে সরান এবং পরিবেশন করুন কলকাতা স্টাইল চিকেন বিরিয়ানি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বিজয়া দশমী

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সিঁদুরে রাঙা হয়ে মা ফিরবেন কৈলাসে। সেই বার্তা নিয়ে আকাশে নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যাবে। এত আলো, এত উৎসব সবশেষে মণ্ডপ জুড়ে এক অন্তহীন নীরবতা। একইসঙ্গে আনন্দ এবং বিষাদ। প্রিয় খাবারই একমাত্র পারে মন ভালো করতে। তাই আজকের মেনুতে পনিরের ডাল, বোঁটা-সহ বেগুনভাজার সঙ্গে থাক গলদা চিংড়ির দোপেঁয়াজা।

গলদা চিংড়ির দোপেঁয়াজা

কী কী লাগবে

৫-৬টা গলদা চিংড়ি, পরিমাণমতো Shalimar's হলুদগুঁড়ো, স্বাদমতো নুন, পরিমাণমতো Shalimar's সাদা তেল, গোটা গরমমশলা, হাফ কাপ পেঁয়াজকুচি, এক চা-চামচ আদা-রসুন পেস্ট, এক চা-চামচ Shalimar's জিরেগুঁড়ো, এক চা-চামচ Shalimar's লঙ্কাগুঁড়ো, দুই টেবিল চামচ টকদই, একটা বড় পেঁয়াজ লম্বা করে কাটা

কীভাবে বানাবেন

চিংড়ি মাছগুলো ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে নিন। মাছগুলো হালকা করে ভেজে নিন। ওই কড়াইতেই আরও একটু তেল দিয়ে গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিন। একটু ভেজে নিয়ে পেঁয়াজকুচি সবটা দিয়ে দিন। পেঁয়াজ ভাজা হলে আদা-রসুন পেস্ট দিয়ে আরও একটু ভাজুন। তারপর হলুদগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো আর সামান্য জল দিয়ে মশলাটা কষুন ভাল করে। দুই মিনিট পর ফেটানো টকদই দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। তারপর স্বাদমতো নুন ও চিনি দিয়ে নাড়ুন। এবার পরিমাণমতো জল দিয়ে ফুটিয়ে নিন। গ্রেভি ফুটে এলে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে ১০ মিনিট ঢাকা দিন।

ঢাকা খুলে তরকারিটা একটু নেড়ে নিয়ে লম্বা করে কাটা পেঁয়াজগুলো দিয়ে মিশিয়ে দিন। আরও দুই মিনিট ঢাকা দিয়ে রান্না হতে দিন। এরপর ঢাকা খুলে আবার একটু নেড়ে দিন। ব্যস, তৈরি চিংড়ির দোপেঁয়াজা! গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গল্প ১

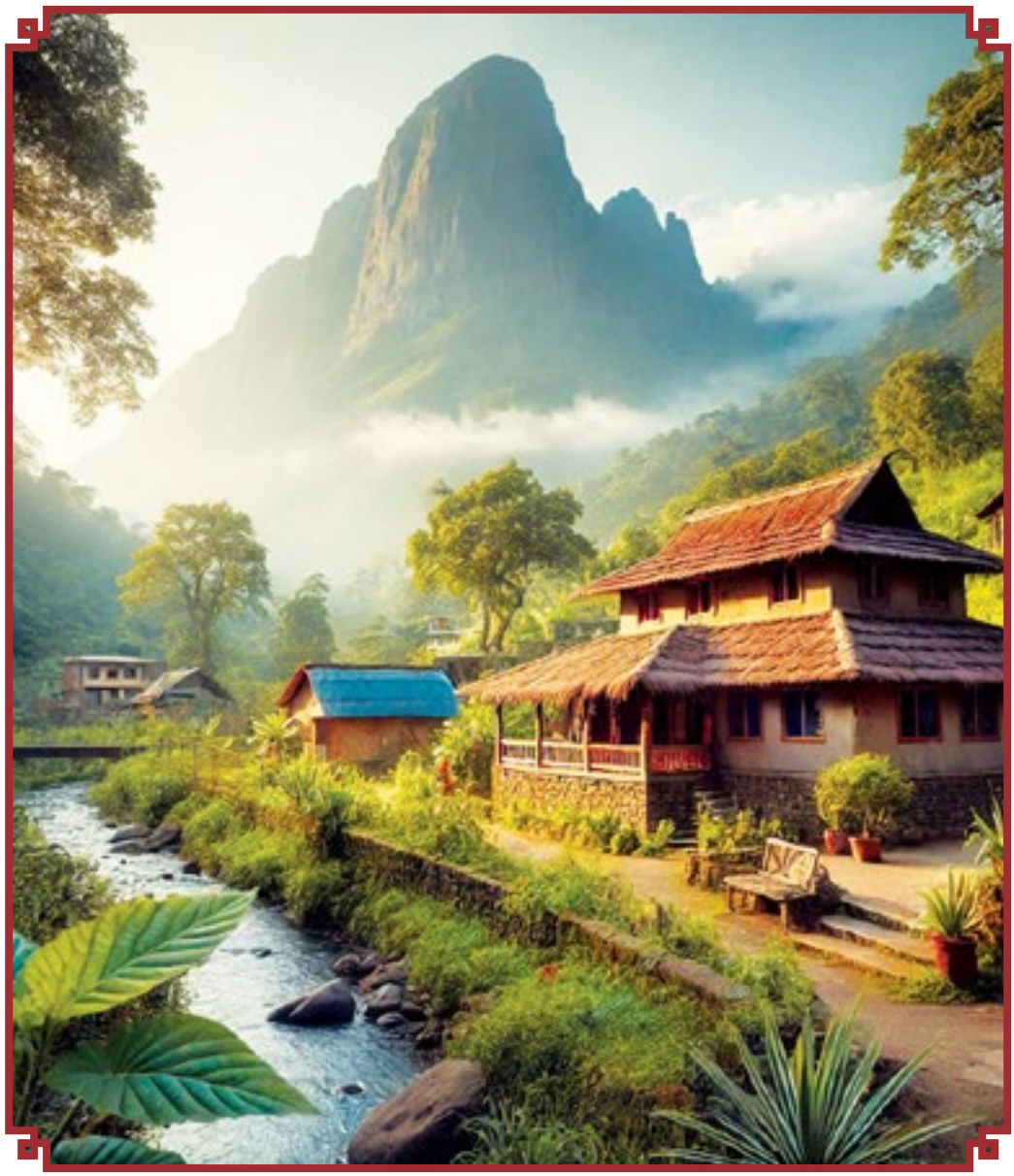

ভগবদ্‌গীতা

নির্মাল্য বিশ্বাস

হরিদ্বার থেকে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম ঋষিকেশ। চন্দ্রভাগা আর গঙ্গার সঙ্গমস্থলে এমন এক আধ্যাত্মিক শহরে এত বছর পর অর্ণবের দেখা পেয়ে যাব ভাবতে পারিনি। ঠিক কত বছর পর দেখা হল, হিসেব না করে বলতেও পারব না। প্রথমটায় চিনতে পারিনি। অবশ্য চেনার কথাও নয়। বেশভূষা, আচার-আচরণ সবকিছুই কোনও এক জাদুমন্ত্রে বদলে ফেলেছে ছেলেটা। কলেজে পড়া সেই ছেলেটার যে মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠত তার সঙ্গে এই ছেলের কোনও মিল নেই। অর্ণবই চিনতে পেরে আমাকে ডাকল। - স্যর আপনি এখানে?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আদি রেডিমেড সেন্টার প্রাঃ লিঃ

সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন

স্টেশন রোড, সোদপুর • Ph : 2583-6149 / 2523-5588

E-mail : adircpl@gmail.com

Shop online at : www.adireadymadecentre.net Or Call at : 9038768571 / 7003384398

আমি অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, অর্ণব!
- যাক চিনতে পেরেছেন তাহলে?
- কিন্তু তুই এখানে কি ব্যাপার?
- আমি তো এখন এখানেই থাকি স্যর। এই তো সামনেই আমার আশ্রম। চলুন ঘুরিয়ে আনি আশ্রমটা।
- তুই আশ্রমবাসী হলি কেন হঠাৎ?
অর্ণব হাসে। বড় স্নিগ্ধ, মায়াময় সেই হাসি। - জীবন কখন যে কাকে কোথায় নিয়ে যায় কে বলতে পারে? তবে এটুকু বলতে পারি এখানে খুব ভালো আছি।
বিজয়ের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল একবার। সেও প্রায় বছর পাঁচেক আগে। ওর মুখে শুনেছিলাম অর্ণবের ঠিকানা নাকি এখন অ্যাসাইলাম। বিজয় আর অর্ণব একই ক্লাসের স্টুডেন্ট। আমার কাছে নাইন থেকে টুয়েলভ অবধি প্রাইভেটে পড়েছিল দু'জনেই। আমার বাড়িতে শেষবার এসেছিল প্রায় বছর সাতেক আগে। তারপরও একবছর ফোনে যোগাযোগ ছিল। তারপর কোথায় যে হারিয়ে গেল ছেলেটা! অবশ্য পাশ করে যাওয়ার পর কেইবা আর মাস্টারকে মনে রাখে? এই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিই। তবে আমাকে ভুলে গেলেও অর্ণবকে না-ভোলার অনেকগুলো কারণ ছিল। শুধু আমি কেন ওই ব্যাচের কেউই অর্ণবকে ভুলতে পারবে না, একথা হলফ করে বলতে পারি। হাসিখুশি স্বভাবের এই ছেলেটা কি করে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল সেটা মাঝেমধ্যেই মনে হত আমার।
ছেলেটার সাজপোশাক, চালচলন সবকিছুর মধ্যেই ছিল একটা আভিজাত্যের ছোঁয়া। টুয়েলভে পড়ার সময় তো বাইক নিয়ে আসত। যে সে বাইক নয়। একেবারে ঝাঁ-চকচকে কেতাদুরস্ত হাল ফ্যাশনের বাইক। সেই বাইকের সওয়ারির পিছনে বসার জন্য মেয়েদের আগ্রহের সীমা থাকত না। অর্ণব অবশ্য কাউকেই হতাশ করেনি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সবাইকেই ওর বাইকে চাপিয়েছে। বাতাস কেটে গাঁক গাঁক শব্দ করে যখন ওর বাইক কলকাতার রাস্তা দিয়ে ছুটত তখন আশপাশের লোক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাত।
আরও একটা ব্যাপারে অর্ণবকে ভোলা কখনও সম্ভব ছিল না; সেটা হল ওর উদারমনস্কতার কারণে। ব্যাচের কেউ একবার খাওয়ানোর ধুয়ো তুললেই হল। অর্ণব এক পায়ে খাড়া। চপ-মুড়ি খাওয়াতে বললে ডিমের ডেভিল নিয়ে আসত। রোল কিংবা চাউমিন খেতে চাইলে একেবারে বিরিয়ানি নিয়ে হাজির হত ছেলেটা। ওর কাণ্ডকারখানা দেখতাম আর ভাবতাম টাকা কি গাছে ফলে নাকি? নিজে রোজগার করবে যেদিন টাকার মর্ম ঠিক বুঝবে। বাপের টাকা যতদিন আছে উড়িয়ে নাও।
বাপের সঙ্গেই অবশ্য টাকা দেওয়া নিয়ে মনোমালিন্যের সূত্রপাত। এসব আমার জানার কথা নয়, কারণ অর্ণব তখন উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে আমার কোচিং ছেড়ে চলে গেছে। বিজয়ের সঙ্গে দেখা হল বলে জানতে পারলাম। বাপের কাছে টাকা অবশ্য চায়নি, চেয়েছিল একটা গাড়ি। ছেলেকে গাড়ি কিনে দেওয়ার সামর্থ্য অবশ্যই ছিল বাবার। বিশেষ করে, ধনাঢ্য পরিবারের একমাত্র ছেলে যখন তার জন্মদিনে একটা গাড়ি কিনে দেওয়ার আবদার করে তখন পুত্রবৎসল বাবার সেই আবদার মেনে নেওয়াই স্বাভাবিক। তবু বাবা কেন ছেলের সেই আবদার রাখল না সেটাই রহস্য। কারণ হিসাবে বলা হল- "এখন টাকাপয়সার একটু অসুবিধা আছে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করো, তারপর দেখছি।" ছেলে হতবাক! এর আগে বাবা কোনওদিন অপেক্ষা করার কথা বলেনি, বা বললেও দু-তিন দিনের মধ্যেই তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি হাতে তুলে দিয়েছে। এবার সাত দিন গেল, মাস পেরোলো, তবু নতুন গাড়ির দেখা নেই। ছেলের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। বাপ-ছেলের দূরত্ব বাড়ছে। দেখতে দেখতে বছর ঘুরতে চলল। বাপ-ছেলের মধ্যে একবার স্পষ্টাস্পষ্টি হয়েও গেছে।

ওর কাণ্ডকারখানা দেখতাম আর ভাবতাম টাকা কি গাছে ফলে নাকি? নিজে রোজগার করবে যেদিন টাকার মর্ম ঠিক বুঝবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কেউ কারওর সঙ্গে কথা বলে না, বা বললেও প্রয়োজনের কথা ছাড়া আর একটাও বাড়তি কথা নয়। তেলের অভাবে যেভাবে মাটির প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলতে জ্বলতে নিভে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়, ঠিক তেমনি দু'জনের সম্পর্কের সলতেটাও ফুরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

এরই মাঝে যখন অর্ণবের আরও একটা জন্মদিন এসে উপস্থিত তখন মা আচমকাই জানাল- ছেলের মনোবাঞ্ছা এবার পূর্ণ হতে চলেছে। বাবা একুশ বছরের জন্মদিনেই ছেলের হাতে তুলে দেবে তার কাঙ্ক্ষিত ধন। ছেলের আনন্দ আর ধরে না। মনে মনে ভাবছে বাবা তাহলে জন্মদিনে উপহারটা দেবে বলেই এতদিন চুপ করে ছিল। বাবার ওপর অকারণে রাগ দেখানোর জন্য মনে মনে অনুতপ্ত। যদিও মুখে তার প্রকাশ নেই। তবু জন্মদিনের দিন একটু দোনামোনা করেই বাবার ঘরে ঢুকল অর্ণব। প্রণাম করল। বাবা আশীর্বাদ করল হাত তুলে। ছেলের হাতে একটা রঙিন কাগজের মোড়ক জড়ানো কিছু একটা তুলে দিল। ছেলে অবাক। - কি এটা?

- র‍্যাপিং পেপার খুলেই দেখো। তোমার জন্মদিনের উপহার।

ছেলের তর সইছে না। দ্রুত হাতে র‍্যাপিং পেপার খুলেই যে জিনিসটা দেখল সেটা দেখার জন্য একদমই প্রস্তুত ছিল না সে। জন্মদিনের উপহার স্বরূপ বাবা তাকে দিয়েছে ভাগবদ্গীতা। নিজেকে আর সামলাতে পারল না অর্ণব। তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করল- এটা কি হবে?

- পড়ো বইটা। এটা পড়া তোমার খুব দরকার।

- তুমি কি আমার সাথে মশকরা করছ?

- একদমই নয়। বইটা খুলে একটু দেখো। জীবনের অনেক শিক্ষা পাবে এই বইটা পড়লে।

- শিক্ষা আমার যথেষ্ট হয়েছে। তোমার কথা বিশ্বাস করাটাই আমার সবথেকে বড় ভুল হয়েছে। আমি ভাবতে পারিনি তুমি এই ভাবে আমার ইমোশন নিয়ে খেলা করবে!

- বইয়ের পাতাগুলো উল্টে একবার দেখো, তোমার সব রাগ কেটে যাবে।

তীব্র আক্রোশে বইটা টেবিলের ওপর রাখল অর্ণব। বইয়ের পাতাগুলো ছিঁড়ে কুচিকুচি করে দিতে পারলে যেন ওর বুকের জ্বালা জুড়োয়। তবে অর্ণব এসব কিছুই করল না। ঠান্ডা চোখে শুধু একবার তাকাল বাবার দিকে। তারপর রুক্ষ অথচ কঠিন স্বরে বলল, রাখো তোমার গীতা। ওই সব ছাইভস্ম পড়ার এতটুকু ইচ্ছা নেই, আগ্রহও নেই আমার। নিজে সারাদিন এইসব পড়ছ পড়ো। আমাকে পড়াতে এসো না।

কথাগুলো বলেই বাড়ি থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেল অর্ণব। বাবা কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গলা দিয়ে বোধহয় কোনও স্বর বের হল না; কিংবা এতই অস্পষ্ট সেই স্বর যে অর্ণবের কানে পৌঁছল না।

সেই যে বাড়ি থেকে বেরোলো অর্ণব ফিরল মাস ছয় পর। এই মাস ছয়েক বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় রাখেনি বললেই চলে।

সেই যে বাড়ি থেকে বেরোলো অর্ণব ফিরল মাস ছয় পর। এই মাস ছয়েক বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় রাখেনি বললেই চলে। নিজের মোবাইল নাম্বার বদলে ফেলেছে। মাকে শুধু ফোন করত মাসে একবার করে, তাও অন্য নাম্বার থেকে। কোথায় আছে, কি করছে সেসব কিছুই বলত না। মা-ও প্রথম প্রথম বেশ আগ্রহের সঙ্গেই কথা বলত, কিন্তু শেষের দিকে ভীষণ দায়সারা ভাবে কথা বলত মা। অর্ণব যেটুকু প্রশ্ন করত শুধু সেটুকুরই জবাব দিত, বাড়তি একটা কথাও নয়। মা'র এই বদলে যাওয়াটা ভীষণরকমই অবাক করেছিল অর্ণবকে। কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটেছে কি বাড়িতে? ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অস্থিরতা অনুভব করত অর্ণব। শেষবার থাকতে না পেরে বলেই ফেলল - বাবা কেমন আছে?

শান্ত নির্লিপ্ত স্বরে মা জবাব দিয়েছিল- তোর বাবা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আর নেই। অনেকদিন হল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

পরদিনই বাড়ি ফিরেছে অর্ণব। মনের ভিতর অনেকগুলো প্রশ্ন আকুলিবিকুলি করছে। সেগুলো না জানা অবধি শান্তি নেই। বাবার এই করুণ পরিণতি তো সে চায়নি। তবে ঈশ্বর কেন তাকে এত কঠিন শাস্তি দিল? অসহায়ের মত মা'র কাছে জবাবদিহি চেয়েছে- আমাকে কি একবারও খবরটা জানানো গেল না মা?

মা নিশ্চুপ। অর্ণবের আকুতি আরও তীব্রতর হয়েছে।

- বলো মা, আমাকে কেন জানালে না? বলো।

বারংবার পীড়াপীড়িতে মা মুখ খুলেছে। - তোর বাবা চায়নি এই খবরটা জানাতে।

- কিন্তু কেন? - বাবা বলেছিল, তোর যেদিন রাগ কমবে সেদিন তুই নিজেই ফিরে আসবি।

অর্ণব ধীর পায়ে এগিয়ে যায় বাবার ছবিটার দিকে। বাবা যেন ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। মনে মনে যেন বলছে, এত রাগ ভালো নয়। অর্ণবের চোখ দুটো জলে ভরে আসছে। একটা উদগত কান্না গলার কাছে দলা পাকিয়ে আছে। বাবার ছবির পাশেই চোখ পড়ল গীতা রাখা আছে। এই গীতাটাই জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল বাবা। অথচ বাবার দেওয়া সেই উপহার সেদিন ছুঁয়েও দেখেনি সে। উল্টে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। বাবা খুব কষ্ট পেয়েছিল নিশ্চয়ই। বাবার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না, কখন বাবা কষ্ট পায় আর কখন আনন্দ পায়! খেয়ালবশেই গীতাটা হাতে নিল অর্ণব। বাবার দেওয়া শেষ উপহার বলেই হয়তো। পাতা ওল্টাতেই নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। পলক পড়ছে না। বুকের ভিতর যেন কেউ হাতুড়ির বাড়ি মারছে। দেখছে, দেখছে। দু'চোখের সমস্ত দৃষ্টি ঢেলে দেখছে। গীতার ভিতরে পাতার মধ্যে একটা গর্ত করা। তার ভিতরে রয়েছে একটা চাবি। দ্রুত হাতে চাবিটা তুলল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। এ কিসের চাবি? এক অন্ধকার কক্ষে এতদিন পথ খুঁজে বেড়িয়েছে অর্ণব। কেউ তাকে দেয়নি আলোর ঠিকানা। এটাই কি তবে আলোর পথে উত্তরণের চাবিকাঠি?

অর্ণব খেয়াল করে না, কখন মা এসে দাঁড়িয়েছে ওর পিছনে। আলতো করে ছেলের কাঁধে হাত রাখে মা।

- তোর গাড়ির চাবি এটা। বাবা জন্মদিনেই তোকে দিয়েছিল, কিন্তু তুই তো হাতে নিয়ে দেখলিই না। উল্টে রাগ দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলি!

অভিমানে মায়ের গলা বুজে আসছে। তবু আপন খেয়ালেই বলে চলেছে মা, তুই চলে যাওয়ার পর অনেকবার তোর বাবাকে বলেছিলাম গাড়ির কথাটা তোকে বলে দিই। তোর বাবা-ই বারণ করেছে। বলেছে, 'তুমি বলে দিলে ও নিজের ভুল বুঝতে পারবে না। জীবনে কোনও কিছু পেতে গেলে ধৈর্য ধরতে হয়। এটাই ওর শেখা দরকার।'

তবু আপন খেয়ালেই বলে চলেছে মা, তুই চলে যাওয়ার পর অনেকবার তোর বাবাকে বলেছিলাম গাড়ির কথাটা তোকে বলে দিই।

বুকের ভেতরটা দুমড়েমুচড়ে ভাঙছে অর্ণবের। বাবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে একটা অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসকে প্রতিহত করতে করতে তীব্র কণ্ঠে ভেঙে পড়ল। - 'বাবা, তুমি এভাবে আমার পরীক্ষা নিলে? আমাকে একবারও বুঝতে দিলে না! কেন? বলো, উত্তর দাও।'

পাঁচ বছর আগে বিজয়ের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তখনই শুনেছিলাম অর্ণবের এই পরিণতি। আজ এত বছর পর আবার অর্ণবের সঙ্গে দেখা। অর্ণবের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কখন আশ্রমের গেটের কাছে চলে এসেছি খেয়াল করিনি। আশ্রমের ভিতরটা অদ্ভুত শান্ত আর তেমনই মনোরম পরিবেশ। একদিকে পাহাড় আর অন্যদিকে কুলকুল করে বয়ে চলেছে গঙ্গা। আশ্রমের মাঝে সবুজ লনে ফুটে আছে রংবেরঙের ফুল। একপাশে ছোট্ট মন্দির। মন্দির থেকে ভেসে আসছে গীতার মন্ত্র। 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।'

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Trusted Since
1864

RIGHT CHOICE PRICE

Introducing
Vivaaha
Bridal Edit 2024

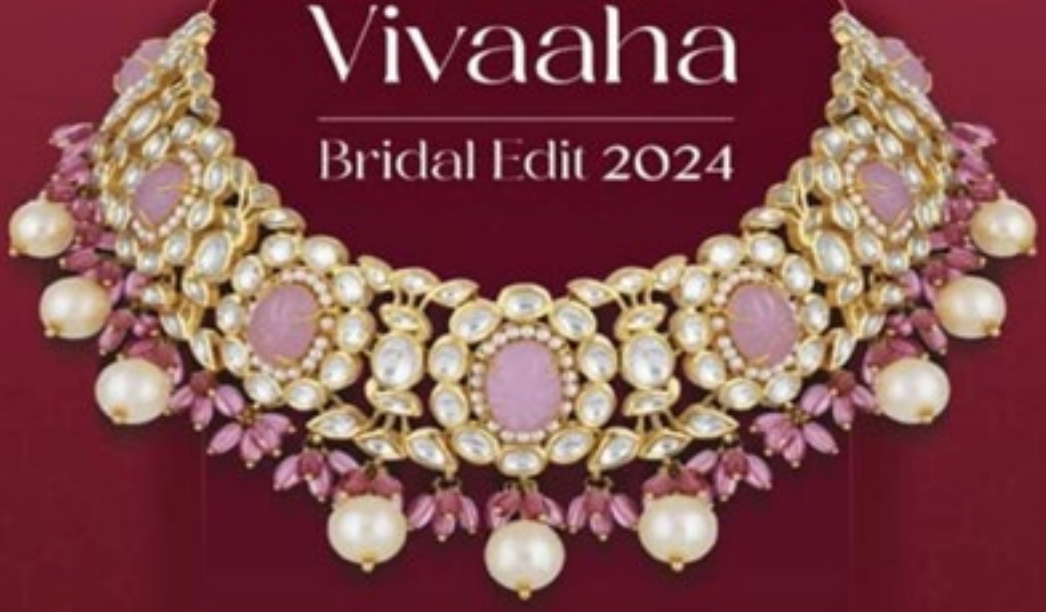

FLAT 100%* OFF
on Making Charges of Diamond Jewellery*

Free Gold Coin on
Diamond Jewellery purchase*

FLAT ₹499 Per GM*
Making Charges on Gold Jewellery*

₹ 699 Per GM* Designer Gold Jewellery* & ₹ 899 Per GM* Studded Gold Jewellery*

GET 100%
value on exchange of any old gold bought from any jeweller*

Conditions Apply*

KOLKATA:

5, CAMAC STREET, NEAR THEATRE ROAD (033 40064905)
NEAR PANTALOONS, KANKURGACHI (033 40052214/15/16)

For franchise inquiry, please call on 9158635000 or send email on franchisee@tbzoriginal.com

tbz®
The original since 1864

গল্প ২

বার্ষিক সাধারণ সভা

অর্জুন সরকার

কি ব্যাপার সকাল সকাল কোথায় চললে, গিন্নির মুখে এরকম মুখঝামটা খেয়ে প্রবীরবাবু কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। তারপর নিজেকে কোনওমতে সামলে নিয়ে একটু নিচু স্বরে বললেন অফিসে যাচ্ছি।

- অফিস যাচ্ছি মানে!
- অফিসে কাজ আছে।
- আজকে ছুটির দিন কিসের কাজ!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

- না, আজকেও যেতে হবে অফিসে।
- ছুটির দিন কি অফিসে যেতে হচ্ছে নাকি সে তো দেখতাম মার্চ মাসে হয় ইয়ার-এন্ডিংয়ে, সে তো পেরিয়ে গেছে। এখন আবার কিসের কাজ!
- তুমি জানো না আমাদের ২৪ ঘণ্টা ডিউটি যে-কোনও সময় ডাকতে হতে পারে।
না ! স্ত্রীর চোখে সন্দেহের চাউনি;
- সত্যি করে বলো তো! কোথায় যাচ্ছ? অফিসের নাম করে অন্য কোথাও না তো!
প্রবীরবাবু বুঝলেন, এবারে যদি সত্যি কথাটা না বলি তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে। অন্যরকম কিছু ভেবে বসতে পারে।
- অফিসেই যাচ্ছি; তবে ঠিক অফিসের কাজে নই।আজ সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা তাই।
কথাটা শুনেই গিন্নির মুখ দিয়ে অজস্র বাক্যবাণ নির্গত হয়ে তিরের গতিতে তার দিকে ধেয়ে আসতে লাগল।
- ও বুঝেছি, ইউনিয়নের মিটিং আছে। তা ইউনিয়নের মিটিং তুমি ওখানে গিয়ে কি করবে? তুমি কি কোনও নেতা? এক কাজ করো সংসারধর্ম ছেড়ে নেতার দলে নাম লেখাও গিয়ে। সপ্তাহে তো একটা দিন ছুটি পাও, তাতেও আবার ইউনিয়ন। কাজের দিনেই তো এই মিটিং-মিছিলগুলো করতে পারে।
বোঝো ঠ্যালা কে বোঝাবে কাকে?
আবার গিন্নি বলে উঠল, অফিস তো যাবে বলছ তা মামণির নাচের ক্লাসে নিয়ে যাওয়া, ছেলের আঁকার ক্লাসে নিয়ে যাওয়া আর বিকেলে ছেলেকে অঙ্ক নিয়ে বসা এগুলো কে করবে শুনি।
কঁকিয়ে ওঠে প্রবীর বাবু, প্লিজ আজকের দিনটা ম্যানেজ করে নাও।
- না, আমি পারব না অসম্ভব। আমার একার পক্ষে সংসারের দায়-দায়িত্ব সামলে এগুলো করা সম্ভব নয়।
প্রবীরবাবু বুঝলেন এইভাবে নরম গলায় কাজ হবে না। সুর একটু চড়াতে হবে।
বলল, তাই বলে কি বছরে এই একটা দিন অফিসের সংগঠনের কাজে আসব না? চাকরি করতে গেলে এগুলোর প্রয়োজন। ওসব তুমি বুঝবে না।
- না আমি বুঝব না। তুমিই সব বোঝো, তা এক কাজ করো রাজনৈতিক দলে ফিরে যাও সংসারে মন দিতে হবে না।
বুঝল তর্ক করা বৃথা, ওদিকে অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। কথা না বাড়িয়ে হাঁটা লাগালো। মনে মনে ভাবছে আজকে আমাকে যেতেই হবে। চার বছর পর কোভিডের অতিমারীর পরিস্থিতি কাটিয়ে আজ বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন হচ্ছে। মিস করার চান্সই নেই। কত পুরনো বন্ধুবান্ধব আসবে, অফিসের কলিগ পরিচিত-অর্ধ পরিচিত-অপরিচিত সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হবে। দুপুরে জম্পেশ খাওয়া হবে, জমিয়ে আড্ডা হবে এগুলো কি ছাড়া যায়!

বুঝল তর্ক করা বৃথা, ওদিকে অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। কথা না বাড়িয়ে হাঁটা লাগালো। মনে মনে ভাবছে আজকে আমাকে যেতেই হবে।

প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ অফিসে পৌঁছে দেখলো অফিসের যে সভাগৃহে অনুষ্ঠান হবে তার পাশে থাকা লম্বা করিডোরে থিক-থিকে ভিড়।প্রায় সকলের হাতেই চায়ের কাপ। করিডরের একদিকে টেবিল পেতে সুবসনা এক যুবতী বার্ষিক চাঁদা নিতে ব্যস্ত। তার পাশের যুবক টি-টেবিলে রাখা একটা রেজিস্টারে একাগ্রভাবে সদস্যদের নাম লেখাতেই ব্যস্ত। সদস্যরা লাইন দিয়ে সেই খাতায় হস্তাক্ষর করছে। এটাই হচ্ছে সেদিনের সভায় উপস্থিতির অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার এককথায় প্রবেশপত্র। আর করিডরের একটু দূরে অস্থায়ী চায়ের স্টল। ভিড়টা ওখানেই মনে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

MENSWEAR | WOMENSWEAR
KIDSWEAR | TEENSWEAR
SUITING SHIRTING | RUBIA
DRESS MATERIAL & BED SHEETS

Bhaskar Sriniketan

STORE ▸ BEHALA

+(91)-89103 75304/89103 86709 www.bhaskarsriniketan.com bhaskarsriniketanbehala

হয় বেশি।প্রবীরবাবু একটু দেরি করে ঢুকেছে মুখে একটু লজ্জার ভাব। সভার প্রাথমিক অনুষ্ঠান হয়ে গেছে।এখন মঞ্চে সদস্যদের বক্তব্যের পালা চলছে। একজনের বক্তব্য শেষ হচ্ছে তো অন্য সদস্যের বক্তব্য শুরু, তারই মাঝে থেকে থেকেই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বারবার বলছে আপনারা সবাই ভেতরে এসে নিজেদের আসন গ্রহণ করুন। বাইরে ভিড় জমাবে না। কে শুনে কার কথা। প্রবীরবাবু লক্ষ করেছেন সভাগৃহের ভেতরে যতটা না ভিড় তার থেকে ঢের বেশি ভিড় বাইরের করিডরে। সবার মনে বেশ একটা খুশি খুশি ভাব গল্প, আড্ডাই নিজেদের মধ্যে মশগুল।

প্রবীরবাবু কোনওমতে সভাপতি ও সম্পাদককে দূর থেকে মুখটা দেখিয়ে হাত নাড়িয়ে হাসিমুখে নিজের উপস্থিতির জানান দিল। তারাও মঞ্চে বসে প্রবীরবাবুর দিকে তাঁকিয়ে স্মিত হেসে উত্তর ফেরত দিল। যাক নিশ্চিন্ত উপস্থিতি গ্রান্টেড। সে জানে শুধু অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার ভরাট করা যথেষ্ট নয়, সে যে এসেছে তার চাক্ষুষ প্রমাণ রাখা চাই। আস্তে আস্তে সভাগৃহ ছেড়ে করিডরের দিকে এগিয়ে চলল এখন প্রবীরবাবুর অনেক কাজ বাকি।প্রথমে জম্পেশ করে চা খেতে হবে। তারপর ভালো করে খুঁজে দেখতে হবে চেনা-পরিচিত কেউ এল কিনা তারপরই তো জমবে আসল মজা, জমিয়ে আড্ডা। যতবার খুশি চা খাও একদম ফ্রি, তবে লাঞ্চ আসবে দুপুরে।

টি স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে সবে চায়ের কাপ হাতে নেবে পিঠে আলতো টোকা। কেমন আছিস বল। ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকিয়ে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল আরে সুবীর। কবে এলি!

- এই আজকেই সকালে ট্রেন থেকে নামলাম। তারপর হোটেলে গিয়ে চেঞ্জ করে সোজা এখানে এসে হাজির।আমার কথা বাদ দে, তোর বাড়ি তো কলকাতাতেই, এত দেরিতে আসলি কেন?

- আমি সেই সকাল দশটা থেকে এখানে এসে উপস্থিত। হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়েই হাঁটা লাগালাম, আমি যখন এখানে আসি তখন কেউ ছিল না, তারপর সবাই একে একে এসে হাজির হল।

প্রবীরবাবু উদাসীন হয়ে বললেন, আর বলিস না, বাড়ি থেকে গিন্নি কোনওমতে আসতে দিচ্ছিল না। কোনওরকমে ম্যানেজ করে এলাম।

- বলিসনি, অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং আছে।

- হ্যাঁ বললাম তো, সেটা বলেই তো কাল হল; হাজার কৈফিয়ত।

- ছাড় বাদ দে, তোর খবর বল, কেমন আছিস? মেয়ে তো এবার মাধ্যমিক দিল। কি ভাবছিস ডাক্তারি না ইঞ্জিনিয়ারিং, কতদিন পর দেখা তোর সঙ্গে, প্রায় বছর পাঁচেক তো হবেই। দেখে কি যে ভালো লাগছে না কী বলব! রায়গঞ্জের খবর কি বল। একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে থামল প্রবীরবাবু। কথা যেন ফুরাচ্ছেই না। আনন্দ আর উৎসাহ একসঙ্গে কথা হয়ে যেন ঝড়ে পড়ছে, এ এক অদ্ভুত প্রসন্নতা।

কথা যেন ফুরাচ্ছেই না। আনন্দ আর উৎসাহ একসঙ্গে কথা হয়ে যেন ঝড়ে পড়ছে, এ এক অদ্ভুত প্রসন্নতা।

ওদের পাশে আরও দুজন হাসতে হাসতে এসে হাজির হল। পুরুলিয়া থেকে অনির্বাণ আর বাঁকুড়া থেকে গৌতম। ওরা সব একই ব্যাচের। কি যে ভালো লাগছে তোদের দেখে! বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন তো নয় যেন মিলন মেলা।

সুবীরবাবু বললেন - তোকে আর কি বলব আমারও একই অবস্থা।

-কেন?

-আর বলিস না আমাকেও কোনওমতেই আসতে দিচ্ছিল না।

মিটিংয়ের কথা বলাতেই গিন্নি বলছে 'তুমি আছ রায়গঞ্জে আর এখন যাবে কলকাতায় তাও এই

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সিজিন টাইমে। ট্রেনের টিকিটই তো নেই। আমার বন্ধুরা কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে আসতে চাইছিল, ট্রেনের টিকিট পাইনি বলে ট্রিপ ক্যানসেল করতে হল। আর তুমি যাবে কিনা কলকাতাই।

প্রবীরবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, তুই কি বললি?

হেসে উত্তর দিল সুবীরবাবু, আমি আর কি বলব, ম্যানেজ করে নিলাম। বললাম - বোঝার চেষ্টা করো, এটা হচ্ছে সিজিন টাইম উত্তরের জন্য কিন্তু উত্তরবঙ্গের লোকেদের সাউথের জন্য অফ সিজিন। এইসময় গরমে শনিবারের দিন উইকএন্ড। উত্তরবঙ্গের দিকে যাওয়ার ভিড় থাকে, কিন্তু দক্ষিণের গাড়ি খালি থাকবে।

গিন্নি কিন্তু সে যুক্তি মেনে নিলেও বলল, তা না হয় হল আর যাওয়ার টিকিট না হয় পেলে কিন্তু রবিবার রাতে যেদিন তুমি উত্তর দিকে ফিরবে তখন। সেদিন?

উত্তর ও বাতলে দিলাম, বললাম রবিবার উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতার ট্রেনে ভিড় থাকবে বেশি, সোমবার যে অফিস। সোমবারে অফিস না করতে পারলে কতগুলো সিএল-এর ধাক্কা বলো তো। তাই নর্থ থেকে সাউথের ট্রেনে ভিড় হবে সাউথ থেকে নর্থের নয়।

প্রবীরবাবু হো হো করে হেসে উঠে বলল, অকাট্য যুক্তি। ভাবতে অবাক লাগছে শুধু সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে হাজির হবি বলে উত্তরবঙ্গ থেকে ট্রেনে চেপে হাজির হলি। আর আমি ঘরের সামনে থেকেও ভাবছিলাম যে, আসব কি আসব না।

সুবীরবাবু বলল, বলছিস কিরে এটা বার্ষিক সম্মেলন শুধু তো নয়, এটা আমাদের বন্ধুত্বের মেলা। ওরা ওদের মতো সংগঠন করুক সে নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের কল্যাণে একটা দিন অন্তত আসতে পারি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, এটা কী কম! দেখবি এই ভাবেই আমাদের চাকরিজীবনটা আনন্দে কেটে যাবে।

প্রবীরবাবু সহমত দিয়ে বলে উঠল, ঠিক বলেছিস, সংসারের বাইরে বেরিয়ে পাখির ডানায় মুক্ত আকাশে রঙিন স্বপ্নগুলো খুঁজে নেওয়া।

গমগম করছে সভাগৃহ। নেতারা তাদের জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছে। কোথায় কি আন্দোলন করতে হবে, কোথায় কি প্রতিবাদে বেরোতে হবে, কোথায় সাংগাঠনিক দোষ-ত্রুটি, সেখান থেকে শুরু করে সমাজের অবমূল্যায়ন, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব সমস্ত কিছু যেন আগুন হয়ে ঝরে পড়ছে।

করিডরে অনেকক্ষণ আড্ডার পর এবার দুই বন্ধু মিলে সভাগৃহে ঢুকল। বেশ কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনে প্রবীরবাবু বললেন, চল আর একবার চা হয়ে যাক। দুই বন্ধু মিলে সভাগৃহের বাইরে গিয়ে করিডরে দাঁড়িয়ে সিগারেটে সুখটান দিতে ব্যস্ত। সত্যিই আজকের দিনটা বড় মিস করতাম যদি না আসতাম। তা মেনু কি আছে জানিস ?

প্রবীরবাবু সহমত দিয়ে বলে উঠল, ঠিক বলেছিস, সংসারের বাইরে বেরিয়ে পাখির ডানায় মুক্ত আকাশে রঙিন স্বপ্নগুলো খুঁজে নেওয়া।

প্রবীরবাবুর প্রশ্নটা শুনে সুবীরবাবু বলল, শুনলাম মটন থালি।

- বাঃ, খুব ভালো।

- এই থালি নিয়েও নাকি নেতাদের মধ্যে বিস্তর ঝামেলা হয়েছিল। অনেকে বলেছিল বিরিয়ানি, আবার অনেকে বলেছিল, না বিরিয়ানি চলবে না ভরদুপুরে ওই বিরিয়ানি খেয়ে পেট বোঝায় করতে পারব না। আবার কেউ কেউ বলেছিল চিলি চিকেন ফ্রাইড রাইস। কিন্তু সম্পাদক বলল তার থেকে পাতপেড়ে খাওয়ানো হোক মাটন থালি। অনেকে সেই শুনে বলেছিল পাতপেড়ে খাওয়ানো সে তো এলাহি ব্যাপার, অফিসে সেগুলো অ্যালাউ করবে না। তার পরে দীর্ঘ তর্কবিতর্কর পর মাটন থালিই ঠিক হল। গরম ভাতের সঙ্গে খাসির মাংসের ঝোল, সঙ্গে ঝুরঝুরে আলুভাজা মিক্সড ভেজ ডাল একটা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সবজি, চাটনি পাঁপড়, তবে সবই থাকবে কম্পাক্ট প্যাক করা। খাও আর ডিসপোজাল করো।
কথাগুলো শুনে প্রবীরবাবুর খিদের চোটে পেটের ভেতরটা যেন আরও বেশি মোচড় দিয়ে উঠল।বললেন, তুই কি করে এত কথা জানলি কি করে?
হেসে সুবীরবাবু জবাব দিল, ওই যে সকাল থেকে এসে ধর্না দিয়ে বসেছিলাম, আর নেতাদের সঙ্গে খেজুরে গল্প করছিল, তখন শুনলাম।
কথার মাঝখানেই মঞ্চ থেকে কাঙ্ক্ষিত লাঞ্চব্রেকের ঘোষণা।
বন্ধুর সঙ্গে রসনার তৃপ্তি করতে করতে দুপুরের আহার সারলেন প্রবীরবাবু। খাওয়ার শেষে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু। তিনি লক্ষ করছেন ঠিক দুপুরের লাঞ্চব্রেকের পর থেকে সভার ভিড়গুলো কেমন যেন আস্তে আস্তে পাতলা হতে

সুবীর হেসে বলল, যারা দাঁড়িয়ে আছে দেখছিস, এরাই আগেরবারের নির্বাচিত সদস্য বা বিরোধী পক্ষ। চল বাইরে চল।

চলেছে। সকালের দিকে যেরকম একটা গমগম ভাব ছিল, দুপুরের পর ভিড়টা আর নেই। লাঞ্চের আগে তার সামনের সিটে বসা লোকটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো অনেককেই পাওয়া যাচ্ছে না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়, তবুও সদস্যদের বক্তব্য আর শেষ হয় না। একটার পর একটা বক্তা মঞ্চে উঠছে এবং আগুনের ফুলকি ধরিয়ে দিচ্ছে। এবারে নাকি নতুন কমিটি আসবে ভোটাভুটি হবে। কানাঘুষোই শুনেছে বেশ কয়েকটা প্যানেলও নাকি জমা পড়েছে।
প্রবীরবাবু বুঝতে পারছে না, যদি ভোটাভুটি হয় সে কোন প্যানেলে হাত তুলবে। ডান দিকে তাকালে; সেও আপন আবার বাম দিকে তাকলে সেও আপন। সে কোনদিকে যাবে। সামনের আসনে বসে রয়েছেন দফতরের বেশকিছু বড়কর্তা তাদের নামও নাকি প্যানেলে আছে। প্রবীরবাবু বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল তুই কোন প্যানেলকে ভোট দিবি?
সুবীরবাবু প্রশ্ন শুনে অস্ফুট স্বরে বলল -পাগল নাকি ভোট দেব। আমার পক্ষে ভোট দেওয়া সম্ভব নয়।সবাই আপন কাকে ছেড়ে কাকে দেব। আর সবার সামনে কারওর পক্ষ নিয়ে হাতও তুলতে পারব না।তার চেয়ে বরং বাকি বুদ্ধিমান প্রাণীদের মতো চল, কেটে পড়ি।
আর সংগঠনের ভবিষ্যৎ?
সে ল ভাগ্য ওদের উপরই ছেড়ে দে।
অস্ফুট স্বরে প্রবীরবাবু বলে ওঠে, ঠিকই বলেছিস। তারপর হালকা করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল ভিড়ের মধ্যে অনেকে হালকা হয়ে গেছে। মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাকুল্যে তিরিশজন। সুবীর হেসে বলল, যারা দাঁড়িয়ে আছে দেখছিস, এরাই আগেরবারের নির্বাচিত সদস্য বা বিরোধী পক্ষ। চল বাইরে চল। করিডর ধরে দুজনে ওয়াশরুমের দিকে হাঁটা লাগালো। ওয়াশরুমের সামনেও তাদের মতো বেশকিছু বুদ্ধিজীবীদের ভিড়। গোটা দুয়েক সিগেরেটে সুখটানের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মেরে আধাঘণ্টার মতো কাটিয়ে ওয়াশরুম থেকে বেরোনোর সময় কানে এল ভোটাভুটি কমপ্লিট। এখন নাম ঘোষণা হচ্ছে বিজয়ী প্যানেলের মুখপাত্র প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী। আর বিরোধী দলের মুখপাত্র! সে কী হেরে গেল নাকি! না, সে প্রেসিডেন্ট পদে হেরেছে বটে তবে সে হচ্ছে, জয়ী প্যানেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট। কিন্তু! ভাইস প্রেসিডেন্ট কি করে হল? সে তো তাঁর প্রেসিডেন্ট পদে জিততে পারেনি।
প্রেসিডেন্ট পদে জিততে পারেনি তো ভাইস প্রেসিডেন্টে বাধা কোথায়?
পোডিয়ামের বরিষ্ঠ নির্বাচক মণ্ডলীর এই সিদ্ধান্ত। সবাইকে নিয়ে সংগঠন চালাতে হবে তবে হবে উন্নয়ন। কিছুক্ষণ পরপর ঘোষণা হচ্ছে বিরোধী

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্যানেলের পরাজিত সভাপতি পদপ্রার্থীকে ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হয়েছে। মনে মনে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল প্রবীর, যাক বাবা বাঁচা গেছে।

মিটিং শেষ এবার ফেরার পালা। মঞ্চের সামনে থেকে হাসিমুখে ছুটে আসছে সদ্য নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। সামনে এসে একগাল হেসে সুবীরবাবুকে বলল, তুমি তো আজ রাতে ফিরে যাবে?

- হ্যাঁ দাদা রাতের টিকিট কাটা আছে।

- কয়েকটা প্যাকেট বেঁচে গেছে তুমি বরং একটা নিয়ে যাও, রাতে তোমাকে আর খাবার কিনতে হবে না, ট্রেনে খাবে। এই বলে একজনকে ইশারা করে বলল ৭০৫ থেকে গোটা চারেক প্যাকেট নিয়ে আয়।

প্রবীরবাবু জানেন ৭০৫ নং, ওটা অফিসার রুম, করিডর ধরে ওয়াশরুমের দিকে যেতে ডান দিকে পড়ে সিঁড়ির পরে তিনটে ঘর বাদে।

ওটায় সংগঠনের আজকের মতো টেম্পোরারি অফিস তথা ওয়াররুম অ্যান্ড স্টোররুম। প্যাকেটগুলো এসে পৌঁছলে একটা সুবীরের হাতে ধরিয়ে তিনটে প্রবীরবাবুর হাতে ধরিয়ে দিল। প্যাকেটগুলো হাতে নিয়ে সলজ্জে বলে উঠলেন প্রবীরবাবু, আমার লাগবে না। আপনি বরং অন্যদের দিন।

গম্ভীর স্বরে সদ্য নির্বাচিত সম্পাদক মহাশয় বললেন, বাড়িতে ফ্যামিলি আছে নিয়ে যাও।

প্রবীরবাবু হিসাব করে দেখলেন, একদম পাক্কা হিসেব তিনজনের জন্য ঠিক গুনেগুনে তিনটে প্যাকেট। একটা কমও নয়, একটা বেশিও নয়।

সুবীরবাবু বলল, দেখলি একেই বলে নেতা, কিছু বলতেও হল না। আমি ট্রেনে একা মানুষ অন্তত রাত্রে একা। তাই একটা। আর তুই রাত্রে বাড়ি ফিরবি সারা পরিবারে আছে মোটে আরও দুইজন, গিন্নি আর মেয়ে, মোট তিন। আসলে ওরা জানে, আমরা এই যে চুপ থাকি, এটাই ওদের নেতা হওয়ার কৌশল। আমরাই সংগঠনের আসল সম্পদ। আর এখানেই সাধারণ সদস্যদের জয়। প্রবীরবাবুও তারস্বরে বলে উঠলেন সাধু, সাধু, জয় সাধারণ সভার জয়।

গল্প ৩

দুই পুরুষ

অসীম বিশ্বাস

অমিত ও শোভন দুজনেই সবে দ্বিতীয় পেগটা নিয়ে প্রথম চুমুক দিয়েছে, অমিতের মোবাইলটা বেজে উঠল!

অমিত হ্যালো বলতেই ওপার থেকে সুজাতা বলল - সেই পৌঁছে ফোন করেছ, বললে স্নানটান সেরে ফোন করবে, আর ফোন করলে না তো?

অমিত বলল- হুম ডার্লিং, ভেবেছিলাম তোমাকে ফোন করব কিন্তু আগামীকাল মিটিংয়ের বিষয়ে বসের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বলতেই দেরি হয়ে গেল। তারপর এক বন্ধু এসেছে তাই ওর

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সঙ্গে কথা বলছি। কি করছ তুমি?
সুজাতা - আমি তোমার সঙ্গে কথা বলে মাকে ফোন করেছিলাম। তারপর একটু টিভি দেখে এইমাত্র ডিনার করলাম।
অমিত- খুব ভালো করেছ, আমি এখন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে ড্রিংকস করছি। পরে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।
সুজাতা- আচ্ছা ঠিক আছে। বেশি খেয়ো না কিন্তু।
অমিত- আরে না না। বাই।
সুজাতা - আচ্ছা শোনো তোমার আগামী কাল ক'টায় ফ্লাইট?
অমিত - রাত পৌনে এগারোটায়। কেন?
সুজাতা- তুমি যখন দিল্লি গেছ আমার জন্য দুটো ফুলকারি কাজের সালোয়ার কামিজ নিয়ে এসো প্লিজ!
অমিত- আরে ওইসব মুম্বইয়েও পাওয়া যায়।
সুজাতা- না গো আমি খুঁজেছি, এখানে পাওয়া যায় না।
অমিত- আচ্ছা ঠিক আছে আগামী কাল মিটিং শেষ হওয়ার পর দেখব।
সুজাতা- আচ্ছা, বাই।
অমিত শোভনকে বলল- সরি, বউয়ের ফোন এসে গেছিল।
শোভন - বুঝতে পেরেছি। তুই তোর বউয়ের সঙ্গে কথা বলছিলি আমি এই ফাঁকে দুটো পেগ মেরে দিয়েছি! হা হা হা।
অমিত - ভালো করেছিস, আমি আবার তিন পেগের বেশি নিতে পারি না।
শোভন- তোদের কতদিন হল বিয়ে হয়েছে?
অমিত- বছর পাঁচেক হল। তুই কবে বিয়ে করছিস?
শোভন - আমি বিয়েই করব না!
অমিত - দূর! তোর নেশা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে!
শোভন - সত্যি বলছি মাইরি। নারী জাতিটার প্রতি আমার ঘেন্না ধরে গেছে!

অমিতের মনে পড়ে গেল ওরা ছোটবেলায় বর্ধমানের টাউন স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ত তখন। একদিন স্কুলে গিয়ে জানতে পেরেছিল শোভনের মা এক বিহারি কয়লা ব্যাবসায়ী সঙ্গে ধানবাদে বা ওইদিকেই কোথাও পালিয়ে গেছে। শোভনের বাবা রেলওয়েতে চাকরি করত এবং রেলওয়ে কোয়ার্টারে থাকত। বিহারি লোকটা নাকি লায়ন্স ক্লাবের আশপাশে কোথাও ঘর ভাড়া করে থাকত। শোভন ও সুমন দুই ভাইকে ওদের বিধবা পিসিমা মানুষ করতেন তারপর।
অমিত তাই বিষয়টা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি না করে বলল - চল শেষ কর, আমি ফোনে ডিনারের অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি।
শোভন বলল - যখন দুর্গাপুরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে থার্ড ইয়ারে পড়তাম একটা মেয়ের প্রেমে পড়লাম। ওরা থাকতো সিটি সেন্টারে।

শোভন বলল - যখন দুর্গাপুরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে থার্ড ইয়ারে পড়তাম একটা মেয়ের প্রেমে পড়লাম। ওরা থাকতো সিটি সেন্টারে।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পর জামশেদপুরে চাকরি পেয়েছিলাম কিন্তু প্রেম করব বলে দুর্গাপুরেই একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে থেকে গেলাম।
অমিত হেসে বলল- শুধু প্রেমই করেছিলি নাকি মধুও খেয়েছিলি?
শোভনের তখন বেশ নেশা হয়ে গেছে।
শোভন বলল- গুরু তুই শোন না, মাঝে মাঝেই প্রেমিকাকে নিয়ে শান্তিনিকেতন চলে যেতাম। গিয়ে একটা রিসোর্টে উঠতাম, বিয়ার খেতাম আর দু'জনে মিলে চারদেওয়ালের মাঝখানে চুটিয়ে প্রেম করতাম। ওর কেনাকাটায় খুব শখ ছিল। রোদ কমলে সোনাঝুরির হাট থেকে নানারকম পোশাক শাড়ি ইত্যাদি কিনত, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। বিকেলে রওনা দিতাম আর সাড়ে ছটা/সাতটায় ওকে সিটি সেন্টারে নামিয়ে আমার বাসায় চলে আসতাম। দুটো বছর বেশ ভালোই চলছিল, ভেবেছিলাম ওকে বিয়ে করব কিন্তু হঠাৎ ও আমার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

করে দিলো। আমি ফোন করলে কেটে দেওয়া শুরু করল। আমি একদিন বাধ্য হয়ে ওর কলেজে গেলাম দেখা করতে। কলেজ ছুটির সময় কলেজের গেট থেকে একটু দূরে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ও ওর কয়েজন বান্ধবীকে নিয়ে গেট থেকে বেরিয়েই আমাকে দেখতে পেয়েছিল, আমাকে দেখে ও বান্ধবীদের চলে যেতে বলে। আমার কাছে এসে বলে গান্ধী মোড়ে নিয়ে যেতে।

গান্ধী মোড়ে আমাদের নির্দিষ্ট একটা চায়ের দোকানে এসে দুটো চায়ের অর্ডার দিয়ে দুজনেই বসলাম। চায়ে চুমুক দিতে দিতে দিতে আমি ওকে বললাম- কি ব্যাপার, তোমার কোনও পাত্তাই পাচ্ছি না মাসখানেক হল!

ও পরিষ্কার বলল - তুমি আমাকে ভুলে যাও শোভন, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

আমি বললাম - মানে!

ও চা খেয়ে উঠতে উঠতে বলল- হুম এটাই সত্যি, ছেলে মুম্বইয়ে চাকরি করে একটা তেল কোম্পানিতে, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। আমি তোমার কথা বলেছিলাম বাড়িতে, বাবা বেল্ট দিয়ে আমাকে প্রচণ্ড মেরেছিল সেদিন। মা না থাকলে কী হত কে জানে!

ওর কথা শুনতে শুনতে চায়ের পয়সা দিয়ে দোকানের বাইরে বেরিয়ে এসে বাইকের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ও বলল - এটাই আমাদের শেষদেখা।

অমিত বলল- তুই ওকে কিছু বোঝালি না?

শোভন বলল - আমার তখন ওর কথা শুনে রাগে সারা শরীরে রি রি করছে। তাই ও যখন আমাকে বাই বলে একটা রিকশা ডাকল আমি বললাম এদিকে শোনো!

ও পিছন ফিরে আমার কাছে আসতেই টেনে ওর গালে চড় মারলাম। ওর মুখের এক কোনা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল এবং জ্ঞান হারিয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল।

অমিত বলল - তারপর?

শোভন বলল - আমি ওকে তুলে নিয়ে বেঞ্চে শুইয়ে দিলাম, চাওয়ালা এক জগ জল নিয়ে এলে আমি জগটা নিয়ে ওর চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিলাম, ওর রুমাল দিয়ে ঠোঁটের কোনায় রক্তটা মুছিয়ে দিলাম। ওর জ্ঞান ফিরে আসতেই উঠে বসল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে থাকা রিকশায় উঠে বলল- সিটি সেন্টার চলো।

অমিত বলল - তুই কি করলি?

শোভন - আমি চায়ের দোকানে বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকলাম, চাওয়ালা আর এক গ্লাস চা দিয়ে গেল। চা খেয়ে নিজের বাসায় চলে এলাম। সেদিন আর ডিনার করা হল না। আমি ঠিক করলাম

শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে থাকা রিকশায় উঠে বলল- সিটি সেন্টার চলো।

দুর্গাপুরে আর থাকব না। চাকরিতে রিজাইন করে দিলাম এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই বর্ধমান চলে এলাম।

অমিত বলল- তারপর তুই চাকরি পেয়ে গেলি আমাদের তেল কোম্পানিতে আর পোস্টিং হল চেন্নাইতে, কি ঠিক বললাম তো?

শোভন বলল - একদম ঠিক, আর সেই কারণেই স্কুল জীবনের পর আবার তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দিল্লিতে এসে মিটিংয়ের দৌলতে।

অমিত বলল - চল ডিনার এসে গেছে, খেয়ে নিই। দু'জন ডিনার খেতে খেতে কথা হবে।

শোভন বলল - আমি একটু ওয়াশরুম থেকে আসি।

অমিত বলল- যা ঘুরে আয়।

অমিত ততক্ষণে খাবারগুলো দুই প্লেটে ভাগ করে নিলো।

শোভন ওয়াশরুম থেকে ফিরে এসে ডিনারের প্লেটটা নিয়ে বসল।

অমিত বলল - তারপর আর প্রেমিকার সঙ্গে যোগাযোগ করিসনি?

শোভন বলল - না, তুই কোথায় বিয়ে করেছিস?

অমিত বলল- আমার শ্বশুরবাড়ি দুর্গাপুরেই।

শোভন বলল - দুর্গাপুরে কোথায়?

অমিত বলল - বিধাননগর। ওরাও আগে সিটি সেন্টারে থাকত।

শোভন বলল - বিধাননগর খুব ভালো জায়গা।

অমিত ওর মানিব্যাগ থেকে একটা ছবি বের করে শোভনের সামনে ধরে বলল - এটা আমার বউয়ের ছবি।

শোভন দেখে বলল - বাহ, খুব সুন্দর! দেখি দেখি আমার হাতে দে তো!

অমিত ছবিটা শোভনের হাতে দিল।

শোভন হাতে নিয়ে ছবিটা ভালো করে দেখে আবার ফিরিয়ে দিল।

ডিনার করে শোভন ফিরে গেল নিজের রুমে।

অমিত ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এবং ব্রাশ করে এসে বিছানায় শুয়ে লাইট নিভিয়ে শুতে যাওয়ার

আগে দেখলো কার্পেটের ওপর কিছু একটা পড়ে আছে।
অমিত ঝুঁকে হাতে তুলে নিল, ওটা একটা ওয়ালেট, নিশ্চয় শোভনের। মদের নেশায় প্যান্টের পকেট থেকে কখন পড়ে গেছে বুঝতে পারেনি।
কি খেয়াল হল ওয়ালেটটা টেবিলে রাখতে গিয়েও অমিত খুলে দেখল এবং সুজাতার কলেজে পড়ার সময়কার একটা দুই বিনুনি করা ছবি দেখতে পেল শোভনের সঙ্গে। শোভন সুজাতার কাঁধে হাত রেখে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে আর সুজাতা ওর মাথাটা শোভনের ডানবুকে আলতো করে রেখে হাসছে।
ওয়ালেটটা টেবিলে রেখে অমিত আরও একটা পেগ বানিয়ে বারান্দায় এলো, গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে গ্লাসটা রেলিঙে রেখে একটা সিগারেট ধরাল।
অমিতের মনে পড়ে গেল ওদের বাচ্চা না হওয়ার জন্য সুজাতাকে একবার গাইনেকোলজিস্টকে দিয়ে চেকআপ করিয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন ওকে আলাদা করে যে সুজাতা খুব সম্ভবত বেশ কয়েকবার অ্যাবোরশন করানোর জন্য এবং অ্যাবোরশনগুলো ঠিকমতো না-হওয়ার জন্য ওর সিস্টেমে প্রবলেম হয়ে গেছে। যার জন্য সুজাতা কোনওদিন মা হতে পারবে না।
অমিত ডাক্তারের কথায় তখন একদম গুরুত্ব দেয়নি।আসলে বিয়ের পর এমন কোনও পরিস্থিতি আসেইনি যে সুজাতাকে অ্যাবোরশন করানোর প্রয়োজন হয়েছে! ভেবেছিল অন্য কোনও গাইনোকোলজিস্টকে দিয়ে চেকআপ করাবে কিন্তু তারপর আর সময় হয়ে ওঠেনি আর সুজাতাও সেরকম ইচ্ছে প্রকাশ করেনি।
অমিত বারান্দায় আরামকেদারায় বসে আরও একটা পেগ নিলো। তারপর কখন যে ওখানেই ঘুমিয়ে গেছে বুঝতে পারেনি। ভোরবেলা ওয়াশরুম যাওয়ার তাগিদে ঘুম ভাঙতেই ও বুঝতে পারল বারান্দায় আরামকেদারায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। অমিত এবার ফ্রেশ হয়ে বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়ল।

অমিত সকালে তৈরি হয়ে আয়নার সামনে টাই পরছিল, তখন কলিংবেলটা বেজে উঠল। অমিত টাই বেঁধে দরজাটা খুলতেই দেখল শোভন দাঁড়িয়ে।
শোভন বলল - গুড মর্নিং
অমিত উত্তর দিলো - গুড মর্নিং, ভেতরে আয়।
শোভন রুমের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল - অমিত আমার ওয়ালেটটা কি এখানে ফেলে গেছিলাম কাল রাতে?
অমিত জুতোয় সাইনিং লাগাতে লাগাতে বলল- হুম, কার্পেটে পড়েছিল, দেখ আমি কর্নার টেবিলে তুলে রেখে দিয়েছি।
শোভন বলল - হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি, থ্যাংকস গড আমি ভাবলাম গতকাল বিকেলে গাড়ি থেকে নামার সময় পড়ে গেল কিনা কে জানে!
শোভন ওয়ালেটটা প্যান্টের পকেটে রেখে বলল - তুই রেডি? অমিত বলল - হুম, চল কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট করে আসি।
দুজনা মিলে হোটেলের ডাইনিং হলে চলে গেল। ব্রেকফাস্টের পর হোটেলের কনফারেন্সরুমেই মিটিং শুরু হল ঠিক সকাল দশটায়। এগারোটায় টি ব্রেক, দেড়টায় লাঞ্চ। লাঞ্চে ডাইরেক্টর ইশারায় ডাকলেন অমিতকে।
অমিত কাছে যেতেই ডাইরেক্টর বললেন - তোমার প্রোজেক্ট মে মাসের মধ্যে শেষ করে ফেলো। কোনও এক্সটেনশন হয় না যেন।
অমিত বলল- স্যর, আমি মিটিংয়ে বলেছি আশি পার্সেন্ট হয়ে গিয়েছে কাজ বাকিটুকু এপ্রিলেই শেষ করব। আপনি চিন্তা করবেন না।

শোভন ওয়ালেটটা প্যান্টের পকেটে রেখে বলল - তুই রেডি? অমিত বলল - হুম, চল কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট করে আসি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

।। ঠিক যেন স্বপ্নের প্যালেস ।।
বেনারসী প্যালেস
শ্যামবাজার ট্রামডিপোর ঠিক বিপরীতে
৮১০০৩ ৮১৪২৭
১০৩ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০ ০০৪

ডাইরেক্টর - অমিত আমি হয়তো চেয়ারম্যান হয়ে বিদেশ লিমিটেডে জয়েন করব অক্টোবরে, আমি তোমাকেও চাই বিদেশ লিমিটেডে। কি তোমার আপত্তি নেই তো?
অমিত - না স্যর আমার কোনও আপত্তি নেই।
ডাইরেক্টর - ঠিক আছে তাহলে ওই কথাই রইল।
অমিত- সিওর স্যর।
মিটিং শেষ হল ঠিক সাড়ে চারটায়।
অমিত রুমে এসে ব্যাগ গুছিয়ে নিলো। তারপর এক কাপ চা বানিয়ে খেয়ে কনট প্লেসে যাওয়ার জন্য গাড়ি বুক করল।
ঠিক সেইসময় কলিং বেল বাজলো, দরজা খুলতেই শোভন ঘরে ঢুকল।
শোভন বলল - কোথাও বেরচ্ছিস নাকি?
অমিত বলল- হুম মিসেসের জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাই।
শোভন বলল - সাড়ে এগারোটায়। তোর ক'টায়?
অমিত বলল - দশটা পঁয়তাল্লিশে।
শোভন বলল- এখন সাড়ে ছ'টা বাজে, তার মানে তোকে হোটেলে গিয়েই আবার আধা ঘণ্টার মধ্যেই রওনা দিতে হবে।
অমিত বলল- হুম তাই তো, আমার লাগেজ রেডি করে এসেছি, হোটেলের বিলে সাইন করেই বেরিয়ে যাব।
শোভন বলল - তোর সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি।
অমিত - দেখা হয়ে ভালই হয়েছে, কি বলিস?
শোভন বলল - জানি না এটা ভালো হল না মন্দ হল!
শোভনের কথা শেষ না হতে হতেই ওরা পৌঁছে গেল হোটেলে।
লিফটে উঠতে উঠতে অমিত বলল- আমি তোর কথা সুজাতাকে বলব। তোর ওয়ালেটের মধ্যে তোদের

অমিত - দেখা হয়ে ভালই হয়েছে, কি বলিস? শোভন বলল - জানি না এটা ভালো হল না মন্দ হল! শোভনের কথা শেষ না হতে হতেই ওরা পৌঁছে গেল হোটেলে।

যাবি তো চল, গাড়ি বুক করেছি, এক্ষুণি এসে যাবে।
শোভন বলল - হুম, চল ঘুরে আসি, কাছেই তো।
পনেরো মিনিটেই ওরা দুজন কনট প্লেসে পৌঁছে গেল।
অমিত ফুলকারি কাজ করা দুটো সুন্দর সালোয়ার কামিজ কিনল দোকান থেকে তারপর শোভন ধোসা খাওয়ালো। দুজনে মিলে একটু মার্কেটটা ঘুরল অবশেষে একটা চায়ের দোকানে অমিত চায়ের অর্ডার দিলো।
চা খেয়ে, অমিত গাড়ি বুক করতে যেতেই শোভন বলল- এই আমি বুক করছি গাড়ি।
অমিত বলল - করবি? কর তাহলে।
শোভন গাড়ি বুক করার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গাড়ি এসে গেল।
গাড়ি হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল।
অমিত জিজ্ঞেস করল - তোর ফ্লাইট ক'টায়?
দুজনার ছবিটা আমি দেখেছি।
শোভন কোনও উত্তর দিল না।
অমিত চারতলায় নেমে গেল। রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্য গাড়ি বুক করল এবং হোটেলের বিলিং বিষয়ক কাগজপত্রে সই করে দিলো। পনেরো মিনিটের মধ্যেই অমিত নীচে নেমে এলো এবং গাড়িতে বসল। অমিত হঠাৎ হোটেলের লবির দিকে তাকিয়ে দেখল শোভন দৌড়ে আসছে এবং হাতের ইশারায় অমিতকে দাঁড়াতে বলছে।
অমিত ড্রাইভারকে ওয়েট করতে বলল।
শোভন কাছে আসতেই অমিত জানালার কাচ নামিয়ে বলল- কি ব্যাপার?
শোভন বলল- ওয়ালেটের ছবিটা এই খামে রয়েছে, পারলে সুজাতাকে দিয়ে দিস।
অমিত- সুজাতাকে এখনও ভালোবাসিস?
শোভন বলল - পৌঁছে ফোন করিস।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অমিত হেসে বলল - কথা বলিয়ে দেবো।
শোভন পিছন ফিরে হোটেলের দিকে রওনা দিল।
অমিত ড্রাইভারকে বলল- চলো।

অমিতের ফ্লাইট ঠিক সময়েই ছাড়ল। অমিত ভিতরে ভিতরে সুজাতাকে নিয়ে চিন্তিত হল। সুজাতা কখনওই বিয়ের আগে শোভনের সঙ্গে প্রেমের কথাটা বলেনি। অথচ ওদের দুজনের প্রেমটা শারীরিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছিল এবং অ্যাবোর্শন পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

অমিত ফ্লাইটে একটা কফি আর দুটো কুকিস্ খেয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করল।
ঠিক সাড়ে বারোটায় মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজির দুই নম্বর টার্মিনালে প্লেনটা ল্যান্ড করল।
শুধু হ্যান্ড লাগেজ থাকায় সোজা বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়ি বুক করল। পনেরো মিনিটের মধ্যে বান্দ্রায় নিজের ফ্লাটে এসে পৌঁছল।
কলিং বেল দাবাতেই সুজাতা দরজা খুলে দিলো।
অমিত ঘরে ঢুকে জুতো-মোজা খুলে বাথরুমে ঢুকে গেল।
সুজাতা অমিতের ব্যাগ খুলতেই একটা খাম চোখে পড়ল এবং ফুলকারি কাজ করা দুটো সালোয়ার কামিজ দেখতে পেল। সালোয়ার-কামিজ দুটো নিয়ে সুজাতা বেডরুমে গিয়ে একটা একটা করে ওর গায়ের ওপর ধরে আয়নায় দেখল। দুটোতেই ওকে দারুণ লাগল। একটা সাদার ওপর লালের ফুলকারি কাজ আর একটা লাইট গোলাপির ওপর বেগুনি রঙের ফুলকারি কাজ।
ভীষণ পছন্দ হল সুজাতার।
সুজাতা ডাইনিং টেবিলে ডিনার সাজিয়ে বসেছিল, অমিত স্নান সেরে এসেই ডিনারে যোগ দিলো।
সুজাতা ডিনার করতে করতে বলল - সালোয়ার কামিজ দুটো ভীষণ পছন্দ হয়েছে।
অমিত বলল- হুম।
ডিনার শেষ করে অমিত টিভিটা অন করে নিউজ শুনতে লাগল, সুজাতা রান্নাঘর গুছিয়ে পাশে এসে বসল।
কিছুক্ষণ বসে সুজাতা অমিতকে বলল - অনেক রাত হয়েছে চলো ঘুমিয়ে পড়ি।
অমিত টিভিটা বন্ধ করে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাশ করল তারপর আলো নিভিয়ে বিছানায় এসে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।
সুজাতা আগেই বিছানায় অপেক্ষা করছিল এবং অমিত ওকে কখন কাছে টেনে নেবে সেই আশায় ছিল কিন্তু তেমন কিছু না হওয়ায় আশ্চর্য হয়ে গেল।
সুজাতা কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর নিজেই অমিতের দিকে এগিয়ে গেল, অমিত কোনও রেসপন্স করল না।

অমিত চমকে গিয়ে বলল - তুমি কি করে জানলে! বাই দ্য ওয়ে শোভন তোমার জন্য একটা উপহার পাঠিয়েছে খামে, দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি।

সুজাতা অমিতকে বলল - শোভনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?
অমিত চমকে গিয়ে বলল - তুমি কি করে জানলে! বাই দ্য ওয়ে শোভন তোমার জন্য একটা উপহার পাঠিয়েছে খামে, দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি।
সুজাতা বলল- নিয়ে আসতে হবে না, আমি দেখেছি।
অমিত বলল - ও আচ্ছা, যত্ন করে রেখে দিও।
সুজাতা বলল- ওটা আর নেই!
অমিত বলল- মানে?
সুজাতা বলল- গ্যাসের আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছি।
অমিত দুহাত বাড়িয়ে সুজাতাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই অমিতের পাগল করা আদর সুজাতার দেহ-মনে উত্তাল ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তে লাগল...।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গল্প ৪

অন্তর্যামী

পত্রলেখা নাথ

তিনবছর কোমায় থাকার পর হসপিটাল থেকে ফিরে আজ বহুদিন পর পাড়ার রবীনদের তাসের আড্ডায় যাচ্ছে অজিত। আগে নিয়মিত ওই ঠেকে দেখা যেত অজিতকে। অফিস থেকে ফিরে কোনওমতে ব্যাগটা বাড়িতে ফেলে চলে যেত ওই আড্ডায়। তাস পিটিয়ে বাড়িতে ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা। অনেকদিন পর সেইসব কথাই মনে পড়ছে। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর স্ট্রিট এলাকায় অজিত মুখার্জিদের একশো বছরের পুরনো বাড়ি। বাড়ি থেকে একটু এগিয়ে একটা কালীমন্দির, তার ঠিক পাশে বসাকদের বাড়ির বিস্তীর্ণ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রকে রবীনদের তাসের আড্ডা। এই তিন বছরে কয়েকটা ফাস্টফুডের দোকান হয়েছে রাস্তার ওপর। মিলিদের বাড়িটা বোধ হয় শরিকি ভাগাভাগি হয়েছে, এক দিকটায় নতুন রং করা দেওয়াল অন্যদিক অমেরামত অবস্থায় পড়ে আছে। এসব দেখতে দেখতে এগিয়ে চলে অজিত। তিনবছর কোমায় থাকার পর কেউ যে এভাবে হেঁটে চলতে পারে, তা পাড়ার লোক কেন, নিজের জীবনে না-ঘটলেও বিশ্বাস করতে পারত না।

'আরে আয় আয় অজিত, কতদিন পর তোকে দেখলাম, চেহারাটা একটু ভেঙে গেছে, কিন্তু তার হাসিটা, সেই আগের মতোই আছে। এখানে বোস।' গৌর মালিক অজিতের হাত ধরে পাশে বসায়। দিলীপ বলে, 'রবীন, গৌর, অনিমেষকে তো তুই চিনতিস, এই ছেলেটা আমাদের নতুন সদস্য তুষার।' তুষার এবার সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে, 'আপনার কথা দাদাদের মুখে অনেক শুনেছি অজিতদা। আজ আপনাকে দেখে বেশ ভালো লাগছে। আসুন একদান হয়ে যাক।'

সন্ধে নেমেছে কলকাতার বুকে। একে একে স্ট্রিট লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে। তুষার একটা কাপড় পেতে ফেলে। কাপড়ের চারিদিকে গোল হয়ে বসে পাঁচজন। দিলীপ তাসটাকে ফটাফট ফাটিয়ে সকলের মধ্যে বেটে দেয়। প্রথম চাল দেয় অজিত। তারপর একে একে সবাই। তাসের আড্ডা এগিয়ে চলে। ফিস খেলায় একের পর এক তাস টেনে হাতের কার্ডের সঙ্গে মেলাতে হয়। ভালই খেলা জমে ওঠে। দু'রাউন্ডের খেলায় তুষারই বার বার এগিয়ে যায়, তৃতীয় রাউন্ডের শুরুতে অজিত হাসতে হাসতে বলে, 'না এইবার তুষারকে হারাতেই হবে।' আবার তাস বাটা হয়। এর মধ্যে যোগেনদার দোকান থেকে তিনবার চা হয়ে গেছে। তুষার বলে, 'অজিত দা, এবারও যদি আমি জিতি, তবে কিন্তু আপনাকে ভবতারিণীর গাওয়া ঘিয়ের শিঙাড়া খাওয়াতে হবে।' অজিত বলে, 'ঠিক আছে ভাই তাই হবে।' দিলীপ নিশ্চিন্ত মুখে হাতের কার্ডে চোখ বোলায়। ফিচকে গৌর নিজের কার্ড দেখে আশপাশের কার্ডে উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করে। অজিত দেখে তুষার মন দিয়ে কার্ডটাই দেখছে। অজিত তুষারের এক্সপ্রেশনটা বোঝার চেষ্টা করে। হঠাৎ তুষার চোখ তুলে অজিতের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কি দেখছেন দাদা আমার মুখে?' অজিত বলে, 'ধ্যানমগ্ন তুষারকে দেখছি।' অজিতের দানের সময় আসলে অজিত যে-কার্ডটা দেবে বলে এতক্ষণ ঠিক করেছিল, হঠাৎ সেটা না দিয়ে অন্য একটা কার্ড দেয়। কেন দেয় ও নিজেও বুঝতে পারে না। কেন জানি না অজিতের মনে হয় তুষার হরতনের টেক্কাই ফেলবে। অজিতের দান দেখে বাকিরা ছ্যা ছ্যা করে ওঠে। কিন্তু তুষার কার্ডটা মাটিতে ফেলতেই অজিত দেখে এই রাউন্ডেও জিতে গেছে। 'যা শিঙাড়াটা মার গেল।' অজিত হাসতে হাসতে বলে, 'না ভাই, এই নাও একশো টাকা, শিঙাড়া নিয়ে এসো।'

তাসের আড্ডা শেষ হতে প্রায় রাত ন'টা বেজে যায়। পৌষালি জীবনকে দিয়ে দু'বার খবর পাঠিয়েছে আর দেরি না-করতে। কিন্তু তাসের পর একথা-সেকথা বলতে বলতে অজিত দেখে ঘড়ির কাঁটা প্রায় দশটা ছুঁই ছুঁই। আর দেরি না-করে অজিত বলে, 'আজ উঠি আবার কাল দেখা হবে।' খাবার

মা' দের হাতের রান্নার বাহার
পুজোয় এবার জমবে আহার

#MaaKaHaatKaKhana

ORDER NOW

CALL US AT
6289961646 or 6289909399

VISIT US AT
www.nanighar.com

KOLKATA
GURGAON
DELHI

FOLLOW US ON

DOWNLOAD OUR APP FROM

টেবিলে বসে অজিত মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মা, এই শনিবারই আমরা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে যাব, তুমি ভেবো না।' সুনন্দা দেবী ডালটা মাইক্রোওয়েভে গরম করে ডাইনিং টেবিলে রাখছিলেন। অজিতের কথা শুনে বলেন, 'মায়ের মন ছেলেরাই বুঝতে পারে বাবা, এক্ষুনি এই কথাটাই আমি তোকে বলব ভাবছিলাম।' মা যে ঠিক এই কথাটাই ভাবছে তা কি করে অজিতের মনে এলো জানে না অজিত। কিন্তু মায়ের চোখের দিকে তাকাতেই অজিতের প্রথম এই কথাটাই মনে উদয় হল। 'কি গো খেয়ে নাও, কি ভাবছ অত?' পৌষালির কথায় চমকে ওঠে অজিত। টেবিলে ঢেকে রাখা মাংসটা সরিয়ে বলে, 'তোমার হাতে রান্না মাংস আজ অনেকদিন পরে খাব, আ, গন্ধটা খুব সুন্দর বেরিয়েছে। মনে আছে পৌষালি, বিয়ের পর প্রথমবার পুরীতে গিয়ে আমরা হলিডে হোম নিয়েছিলাম। সেখানে তুমি মাংস রেঁধেছিলে, আজও যেন সেই গন্ধটাই পাচ্ছি।'

রাতের খাওয়া হয়ে গেলে মায়ের ঘরে যায় অজিত। মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। বলে, 'যেন মা ইদানীং আমার সেই ছোটবেলায় চন্দননগরের বাড়িটার কথা খুব মনে পড়ে। গোন্দলপাড়ায় আমাদের যে একতলা বাড়িটা ছিল, সামনে ফুলের বাগান। কী সুন্দর! রোজ বিকেলে তুমি আমি স্ট্যান্ড রোডে গিয়ে বসতাম।' সুনন্দা দেবী অজিতের চুলে বিলি কেটে দিয়ে বলেন, 'তোর ইদানীং মনে পড়ে, আমি রোজ ভাবি সেই পুরনো দিনগুলোর কথা, ওগুলোই তো এখন আমার বেঁচে থাকার আশ্রয়।' খুট্ করে দরজার কড়ার শব্দে ফিরে তাকায় অজিত। দেখে পৌষালি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। পৌষালির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অজিত বলে, 'হ্যাঁ গো, রাতের ওষুধ খেয়েই এ ঘরে এসেছি তুমি তো সেজন্যেই এসেছ তাই না'! এবার পৌষালি হেসে ফেলে বলে, 'ব্যাপারটা কী, আজকাল সবার মনের কথা ধরে ফেলছ নাকি!' পৌষালি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেও অজিতের মাথায় কথাগুলো ঘুরপাক খেতে থাকে। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘটনাগুলো পর পর ভাবে। এসব আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে অজিত।

বাজারের থলি হাতে পৌষালি বেরোচ্ছিল। এই তিন বছরে সংসারের যাবতীয় ঘরের বাইরের কাজ ও-ই সামলেছে। পৌষালিকে দেখে অজিত খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে ওঠে আসে তারপর পৌষালির হাত থেকে থলিটা নিয়ে বলে, 'আজ আমিই বাজারে যাব।' পৌষালি বাধা দেয় না। ডাক্তার বলেছে স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে অজিতকে রাখা দরকার। অজিত বাজারের থলি হাতে নিয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রিট ধরে হাঁটতে থাকে। শ্যামবাজার সবজির মার্কেটে ঢুকে পুরনো দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে। পরিচিত দোকান থেকে আগের মতো মেজাজে বাজার করে। তারপর মাছের বাজারে গোপালের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। অজিতকে দেখে গোপাল বলে, 'অনেকদিন পর তোমায় দেখলাম গো দাদাবাবু, আমরা তোমার কথা কত বলাবলি করেছি, নাও নাও ভাল ইলিশ আছে।' অজিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইলিশ মাছগুলো ভাল করে দেখে। অজিতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গোপাল অজিতের দিকে মুখ তুলে তাকায়, আর অমনি অজিতের মনে হয় গোপাল ভাবছে ইলিশ মাছটায় ওজনে মেরে খানিকটা লাভ করা যাবে। অজিত বলে ওঠে, 'গোপাল, কথা বলতে বলতে তুমি আবার ওজনে ঠকিও না।' গোপালের মুখ শুকিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ইলিশ মাছটা ওজন করে অজিতের থলিতে পুরে দেয়। অজিত খুশি মনে বাজার থেকে বেরিয়ে আসে। থলি ভর্তি বাজার নিয়ে একটা টানা রিকশায় ওঠে। মনের মধ্যে নানাকথা কিলবিল করে। টানা রিকশায় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। পকেট

গোপালের মুখ শুকিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ইলিশ মাছটা ওজন করে অজিতের থলিতে পুরে দেয়। অজিত খুশি মনে বাজার থেকে বেরিয়ে আসে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

থেকে পনেরো টাকা বার করে রিকশাওয়ালার দিকে তাকাতেই অজিতের মনে হয় ও যেন আরেকটু বেশি টাকা আশা করছে। এই কাঠফাটা রোদে অজিত আর কিছু না ভেবে আরও পাঁচ টাকা বার করে রিকশাওয়ালার হাতে গুঁজে দেয়।

সকাল থেকেই আজ মেজাজটা ফুরফুরে। সত্যিই কি ও আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা? সামনের মানুষের মনের কথা বোঝার ক্ষমতা দেব-দেবী, মুনি-ঋষির থাকে। শরৎ চক্রবর্তীর লেখা 'স্বামী শিষ্য সংবাদ' বইটায় অনেকদিন আগে এরকমই এক ঘটনা পড়েছিল অজিত। স্বামী বিবেকানন্দের এই ক্ষমতা ছিল। তিনি সামনের মানুষ কী ভাবছে তা বলে দিতে পারতেন। তাহলে অজিত কী! কথাটা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। নিজের ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর খুব প্রয়োজন ছাড়া আয়নার সামনে দাঁড়াত না অজিত। তিনবছরে নিজের চেহারাটা যেভাবে ভেঙেছে তা মেনে নিতে বড় কষ্ট হত। কিন্তু আজ নিজের মধ্যে এক নতুন ক্ষমতা খুঁজে বেড়াবার চেষ্টা করে।

'কি গো স্নান করবে না?' পিছন থেকে পৌষালি জড়িয়ে ধরে অজিতকে। আয়নায় অজিত দেখে সেই আগের মতো পৌষালি জড়িয়ে আছে লতানো গাছের মতো যেন অজিতই পৌষালির একমাত্র আশ্রয়। অজিত পৌষালির দুটো হাত টেনে নিজের বুকে নেয়। তারপর পৌষালির মুখটা তুলে নিজের মুখের সামনে ধরে। পৌষালি চোখটা বুজে আছে। দু'চোখ ভরে পৌষালির বোজা চোখ দুটো দেখে অজিত। বিয়ের দিন পৌষালি অজিতের দিকে তাকাতে কি লজ্জাই না পাচ্ছিল। সেদিনের কথাটা মনে পড়তেই অজিতের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। পৌষালির থুতনিতে হাত দিয়ে অজিত আহ্লাদের সুরে বলে, 'এখনও এত লজ্জা!' পৌষালি পদ্মফুলের মতো বোজা চোখ দুটো আস্তে আস্তে খুলে তাকায় অজিতের দিকে। টানা টানা চোখের পাতা। অজিত দু'হাতে পৌষালির কোমরটা ধরে পৌষালিকে বুকের মধ্যে নেয়। নতুন করে যেন শুভদৃষ্টি হয় দু'জনের। বাইরে পৌষালির মোবাইলটা অনবরত বাজছে। পৌষালি এবার অজিতের হাতটা সরিয়ে ঘরের বাইরে যায়। অজিতের শরীরটা পাথরের মতো স্থির হয়ে গেছে। একলা ঘরটা যেন ওকে বিদ্রুপ করছে। পৌষালির মনের কথাগুলো অজিতের কানে বাজতে থাকে। বেশ তো ভাল চলছিল এতদিন। তিন বছরে জীবনটা একেবারে নতুন করে গুছিয়ে নিয়েছিলাম। তুমি ফিরে এসে আমার জীবনটা একেবারে উল্টেপাল্টে দিলে। এই ক'বছরে আমার জীবনটা যে পাল্টে গেছে অজিত। আমি দীপেনকে একটু একটু করে ভালোবাসতে শুরু করেছি। দীপেনও আমাকে ভালোবাসে। আর ক'দিন পর আমরা ভেবেছিলাম সব নতুন করে শুরু করব। এই তিনটে বছরে কাউকে যখন পাশে যায়নি, তখন একমাত্র দীপেন এসে আমার হাত ধরেছিল, তোমার তো ফেরার কোনও কথা ছিল না। ডাক্তার তো জবাব দিয়ে দিয়েছিল। এখন কি করব অজিত।

এই ক'বছরে আমার জীবনটা যে পাল্টে গেছে অজিত। আমি দীপেনকে একটু একটু করে ভালোবাসতে শুরু করেছি।

ঘরের বাইরে থেকে পৌষালির হাসির শব্দ ভেসে আসে। অজিত আর ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সামনের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। আকাশটা যেন আজ বড্ড বেশি পরিষ্কার লাগছে। কয়েক বছর আগে সামনের বাগানটায় একটা শিউলি গাছ পুঁতেছিল অজিত। এই শিউলি ফুলের গন্ধে এক সময় ঘুম ভাঙত ওদের। আজ খেয়াল করে শিউলি গাছটা শুঁয়োপোকায় ভরে গেছে। গাছের পাতাগুলো বিশ্রীভাবে খেয়ে ফেলেছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় অজিতের। হালকা শিউলি ফুলের গন্ধ নাকে ভেসে আসে। কি করবে এখন অজিত! শিউলি গাছটাকে কী ও বাঁচাতে পারবে!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গর্বের
১২৫
বছর
শারদ বরণ
বগলা চরণ কুণ্ডু®
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন
Shyambazar Five Point
1 R.G.KAR ROAD, Kolkata, West Bengal 700004
WE HAVE NO BRANCH
7980603470
www.bagalacharankundu.com
WHOLESALE & CORPORATE ORDERS : 8910369560

গল্প ৫

ভূপেদা জিন্দাবাদ

ভগীরথ মিশ্র

১

মানুষটির পোশাকি নাম বুঝি ভূপতি কিংবা ভূপেন। কিন্তু দুনিয়াশুদ্ধু মানুষ তাকে ভূপে নামেই চেনে। কারওর তিনি ভূপেদা, কারওর বা ভূপেকাকা, ভূপেমামা, কারওর কাছে তিনি শুধুই ভূপে। আমাদের মতো কচিকাঁচাদের কাছে তিনি ভূপেদা।

আমাদের চেয়ে বয়সে বেশ বড়ই ভূপেদা। কিন্তু আমরা সেটা ভুলেই গিয়েছি। ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার সময় মনে হয়, তিনি বুঝি আমাদের সহপাঠী, বুঝি একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়েন। ভূপতি মানে নাকি

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রাজা-গজা। আর, রাজা-গজা মানেই গম্ভীর, লালচোখো, রুক্ষ জাতের একটি লোক। কথাটা যে কতখানি ভুল, তা আমাদের ভূপেদাকে দেখলেই মালুম হয়। তিনি যে কতখানি মাই-ডিয়ার আর মজাদার, অন্য পাড়ার বাচ্চাদের কেবল মুখে বলে বোঝানো যাবে না তা। আমরা তো দু'দিনেই ওঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছি। কেবল হাসিখুশি আর মজাদারই নন, ওঁকে দেখতে দেখতে আমাদের একটু একটু করে বিশ্বাস হয়েছে, স্রেফ মজা করে ভূপেদা যা খুশি করতে পারে। বাস্তবিক, ভূপেদা আমাদের দেখা সেরা মজাদার মানুষ একজন।

সারাক্ষণ দুনিয়ার সবকিছু নিয়ে মজা করাটা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু ভূপেদা তা অবলীলায় পারে! হাসির কথা বলতে গিয়ে, কিংবা হাসির ঘটনা ঘটাবার সময় অনেকে নিজেরাই হেসে কুটিপাটি হয়। কিন্তু ভূপেদা ঠিক তার উলটো। ওর মুখে মজার কথা শুনে, কিংবা ওকে অন্যের সঙ্গে মজা করতে দেখে আমরা যখন হেসে কুটিপাটি, ভূপেদার মুখে কিন্তু হাসির লেশমাত্র থাকে না। এমন গম্ভীর মুখে মজা করতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

সেবার, আমরা তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র, মহকুমা স্তরে একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছিল। আমাদের স্কুলও নাম দিয়েছিল তাতে। ভূপেদা কবে জানি আমাদের স্কুলে পড়ত, কিন্তু আজ অবধি স্কুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক আগের মতোই রয়েছে। ফুটবলটা নাকি এককালে ভালোই খেলত ভূপেদা। সেই সুবাদে ছাত্রজীবনে সে ছিল আমাদের স্কুলের ফুটবল-টিমের কোচ-কাম-ক্যাপ্টেন-কাম-ম্যানেজার। আজও আমাদের স্কুলের ফুটবল-টিমটির ক্ষেত্রে ভূপেদা ওই পদেই রয়েছে। নিজে অবশ্য মাঠে নামে না এখন, তবে বাকি পদগুলো এখনও অবধি তাঁর জন্যই বাঁধা। ফলে, কোথাও আমাদের স্কুলের ম্যাচ থাকলে ভূপেদাই আমাদের দলের নেতা। মূলত তাঁরই অভিভাবকত্বে দূরদূরান্তে অবধি খেলতে যাই আমরা।

মহকুমা ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলাগুলো ফি-বছর নবীগঞ্জ হাইস্কুলের মাঠেই হয়। আমাদের বসন্তপুর থেকে গোটা পাঁচেক স্টেশন পরেই নবীগঞ্জ। আমরা ট্রেনে চড়েই খেলতে যাই। ট্রেনে চড়েই ফিরি। রওনা দেওয়ার আগে হেডস্যর আমাদের যাতায়াতের ট্রেনভাড়া ও যৎসামান্য টিফিন বাবদ কিছু টাকা গুঁজে দেন ভূপেদার হাতে। ওই টাকা এবং গুটি পনেরোর একটি দল নিয়ে রওনা হয় ভূপেদা। এবছরের টুর্নামেন্টেও প্রায় প্রতিটি রাউন্ডে জিতছি আমরা। কিন্তু তাও ফি-বারেই শুকনো মুখে বাড়ি ফিরি। কারণ, খেলা শেষ হলে পর যদিও টুর্নামেন্ট কমিটি পাউরুটি আর ঘুগনির একটা ছোট্ট জলখাবার দেয়, কিন্তু সেই কখন বাড়ি থেকে বেরোই আমরা, দেড় ঘণ্টা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করি, কাজেই, ওইটুকু জলখাবারে আমাদের পেটের এক কোণও ভরে না। ভূপেদা হেডস্যরের দেওয়া টিফিনের পয়সা দিয়ে আমাদের যা খাওয়ায়, তাও দু'গ্রাসেই শেষ করে ফেলি আমরা। কাজেই, বাড়ি যখন ফিরি, খিদের চোটে আমরা কাহিল।

কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে আমরা তাই ভূপেদার সামনে জোরালো দাবি পেশ করলুম, হেডস্যরকে বলে টিফিনের বরাদ্দ বাড়াও ভূপেদা। ফেরার পথে মাথা ঘুরতে থাকে আমাদের। ভূপেদা যথারীতি দাবিটা পেশ করল হেডস্যরের কাছে। কিন্তু হেডস্যর ছিলেন রাম চিপ্পু। একটি পয়সাও বাড়ালেন না। বাধ্য হয়ে বরাদ্দ গুটিকয়েক টাকা নিয়েই রওনা দিল ভূপেদা।

সেদিন বেশ গম্ভীর লাগছিল ওকে। বুঝলুম, এতগুলো ছেলেকে শেষবেলায় খালিপেটে ফিরিয়ে আনতে ওর বিবেকে খুবই লাগছে।

সেদিন বেশ গম্ভীর লাগছিল ওকে। বুঝলুম, এতগুলো ছেলেকে শেষবেলায় খালিপেটে ফিরিয়ে আনতে ওর বিবেকে খুবই লাগছে। অথচ হেডস্যরের কথার ওপর তো কথা চলে না।

বসন্তপুর স্টেশনে পৌঁছে টিকিটের লাইনে দাঁড়াল ভূপেদা। আমরা আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলুম। যথাসময়ে ভূপেদা কাউন্টারের মুখটাতে পৌঁছল। খুব স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করল, নবীগঞ্জ, একটা।

শুনেই আমাদের সবাইয়ের ভুরু একসঙ্গে কুঁচকে উঠল। দলে পনেরো জন রয়েছি, ভূপেদা কোন্ আক্কেলে মাত্র একখানা টিকিট কাটল?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

KHADI SILK EMPORIUM

Shop No. G-95 to 97, Dakshinapan Shopping Complex
2, Gariahat Road (South), Dhakuria, Kolkata 700068 **Phone: 033 40073809 / 9433245612**
A.C Market : Shop no. F-2/3, 1 no. Shakespeare Sarani, Kolkata-71, **Ph : 033 4004 7628**
Uttarapan Market- Shop no. F-24, **Ph : 2355 1188**

WOMENSWEAR : SILK SAREES, COTON SAREES, KURTIS, PALAZO, SALWAR KAMEEZ, DESIGNER BLOUSE, DRESS MATERIALS

MENSWEAR : SHIRT, PUNJABI, KURTA

টিকিটের লাইন থেকে বেরিয়ে আসতেই আমরা সবাই ভূপেদাকে ঘিরে ধরলুম, মাত্তর একখানা টিকিট কাটলে যে? আমরা কি তবে বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ব?

---চেকার যদি ধরে?

---ইদানীং খুব চেকিং হচ্ছে ভূপেদা।

---গতকালই জনাদশেককে জেলে পুরেছে।

---ওদের মধ্যে আমাদের স্কুলের পিয়ন পরেশও ছিল।

ভূপেদা খুব গম্ভীর মুখে শুনছিল আমাদের কথাগুলো। একসময় কটমট করে তাকায় আমাদের দিকে। খরখরে গলায় বলে, এই টিমের কোচ কে? আমি না তোরা?

---তুমিই তো।

---এই টিমের ম্যানেজার কে? আমি, নাকি তোরা?

---আ—হা, এসব কে অস্বীকার করছে? কিন্তু তাই বলে বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়লে চেকার যদি ধরে...?

ভূপেদা রাগী রাগী মুখে বলে, আদার ব্যাপারী তোরা, জাহাজের খোঁজ নিচ্ছিস কেন? চেকার ধরলে কী হবে, সে ভাবনা তো আমার। তোরা শুধু নিজেদের খেলাটা খ্যাল্ দেখি। নবীগঞ্জকে অন্তত পাঁচ গোল দেওয়া চাই। বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দে।

প্লাটফর্মে এসে একসময় ট্রেনে চড়লুম আমরা। ট্রেনের মধ্যে সারাক্ষণ বুক ধুকপুক করছিল আমাদের। মনে হচ্ছিল, যদি চেকার একটিবার চলে আসে আমাদের কামরায়, তো আমরা গেছি। সঙ্গেসঙ্গে লক-আপে ঢুকিয়ে দেবে। ফলে, নবীগঞ্জ আজকের খেলায় ওয়াকওভার পেয়ে যাবে। আর, খবরটা পাওয়া মাত্তর হেডস্যর আমাদের পিঠে দু-ডজন বেত ভাঙবেন।

কিন্তু আমাদের কপাল ভালো, সারাটা পথ চেকার আমাদের কামরায় এল না। একসময় ট্রেন থামল নবীগঞ্জ স্টেশনে।

সেদিনও গেটের মুখে খুব চেকিং চলছে। দূর থেকে দেখতে পেলুম আমরা। আচমকা বুকটা কেমন ঢিপঢিপ করতে লাগল। আজ একটা কেলেঙ্কারি না হয়ে যায় না।

গেটের মুখটাতে এসে ভূপেদা টিকিট-চেকারের পাশটিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। গম্ভীর গলায় বলল, সবাই এক-এক করে লাইন দিয়ে বেরোও। হুড়োহুড়ি কোরো না। বলতে বলতে তিনি মুখে মুখে গুনতি শুরু করে দিলেন। অ্যা—ক, দু—ই, তি—ন, আ—ট, ন—য়, বা—রো, তে—রো, চোদ্দো...।

আমরা সবাই গেটের বাইরে যাওয়ার পর চেকারের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল ভূপেদা। বলল, গেটের মুখে ভিড় বেড়ে গেলে আপনারা যে কী মুশকিলে পড়ে যান!

একগাল হেসে চেকার পুরোপুরি সমর্থন করলেন ভূপেদার কথাটা।

ভূপেদা ততক্ষণে পকেট থেকে একখানা টিকিট বের করে এগিয়ে দিয়েছে চেকারের দিকে। মিষ্টি হেসে বলল, তাহলে এবার আমি যা—ই?

ভূপেদার দিকে কটমট করে তাকালেন চেকার, এ কী! একটামাত্র যে?

আবারও মিষ্টি হেসে ভূপেদা বলল, আমি তো একাই।

ততক্ষণে আমরা সবাই স্টেশনের বাইরে। ভূপেদার কথা শুনে চেকার এমন দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে, সত্যযুগ হলে ভূপেদা নির্ঘাত ভস্ম হয়ে যেত।

---আর ওরা? ওই যাদের গুনেগুনে বের করলেন গেট দিয়ে?

---ওরা আমার লোক হতে যাবে কেন? ওদের তো আমি চিনিই না। ভূপেদা মিষ্টি হাসিতে ভরিয়ে ফেলল মুখ, ছেলেগুলো তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে আসছে দেখে আমার মনে হল, আপনাকে একটুখানি হেল্প করা দরকার। একসঙ্গে এত প্যাসেঞ্জারের ভিড় সামলাতে গিয়ে আপনার হিমশিম অবস্থা হবে, তা—ই---।

ততক্ষণে আমরা সবাই স্টেশনের বাইরে। ভূপেদার কথা শুনে চেকার এমন দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে, সত্যযুগ হলে ভূপেদা নির্ঘাত ভস্ম হয়ে যেত। কিন্তু ততক্ষণে আমরা তো চেকারের নাগালের বাইরে।

হাসিমুখে গেটের বাইরে বেরিয়ে এল ভূপেদা। চেকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে নমস্কার করল। বলল, চলি, অ্যাঁ। বাবা সেই ছেলেবেলাতেই শিখিয়েছিলেন, কেউ অসুবিধেয় পড়েছে দেখলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিস, খোকা। সেটা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আর ইহজীবনে ভুলতে পারলুম না।
বলতে বলতে একসময় আমাদের কাছে চলে এল ভূপেদা।
বলল, চল্, চল্, ম্যাচের সময় হয়ে এল।
নবীগঞ্জের সঙ্গে ম্যাচটাতে আমরা তিন গোলে জিতলুম। টুর্নামেন্ট-কমিটির দেওয়া যৎসামান্য টিফিন খেয়ে আমরা রওনা দিলুম স্টেশনের দিকে।
স্টেশনের কাছেই আদ্যাশক্তি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। থরে থরে সাজানো রয়েছে হরেক জাতের মিঠাই। কিন্তু আমরা তো জানি, টিফিন বাবদ হেডস্যারের দেওয়া যৎসামান্য পয়সায় আমাদের কপালে একটি দানাদারের বেশি জুটবে না। কিন্তু প্লেটে প্লেটে যখন খাবার এল, আমরা সবাই চোখ ছানাবড়া করে দেখলুম, দুটো করে ফুলকপির শিঙাড়া, একটা করে রসমালাই আর একটা করে চমচম। বুঝলুম, আমাদের চোদ্দোজনের রেলের টিকিট ফাঁকি দিয়ে ওই টাকায় এই বাড়তি ব্যবস্থা। আমরা সবাই একযোগে চেঁচিয়ে উঠলুম, ভূপেদা জিন্দাবাদ।
ঘোতনটা আবার রাম পাকা। খেতে খেতে বলে উঠল, কিন্তু বিনে টিকিটে রেলে চড়ে রেল-কোম্পানিকে ফাঁকি দেওয়াটা কি ভালো, ভূপেদা?
শিঙাড়ায় কামড় দিতে গিয়ে থেমে গেল ভূপেদা। ঘোতনের দিকে কটমট করে তাকাল। বলল, তাহলে তো বলতে হয়, দেশের স্বাধীনতার জন্য সাহেবকে মারতে গিয়ে ঘোরতর অন্যায় করেছিল শহিদ ক্ষুদিরাম। একটু থেমে বলল, ওরে, একটা বড় কাজের জন্য দু'একটা খুচরো অন্যায় করলে তাতে দোষ হয় না। এতগুলো কচি পেটে আগুন জ্বলছে, সেই আগুন নেভাবার জন্য...। কথাটা আর শেষ করল না ভূপেদা। একলপতে শিঙাড়ার আধখানাই পুরে ফেলল মুখে।

২

আমাদের জয়ের খবরে স্কুলসুদ্ধু সবাইয়ের আনন্দের সীমা নেই। হেডস্যার একদিন টিফিন-পিরিয়ডে স্কুলের সামনের মাঠে সবাইকে জড়ো করে একটা রিসেপশন দিয়ে দিলেন। স্যারেরা সবাই একে একে স্কুলের ফুটবল-টিমের খেলুড়েদের শতমুখে প্রশংসা করলেন।
পরের হপ্তাতেই আমাদের সেমিফাইন্যাল ম্যাচ হবিবপুরের সঙ্গে। ভূপেদাই আমাদের কোচ-কাম-ম্যানেজার। নবীগঞ্জের মাঠেই খেলা।
এবার দলে আমরা ষোলোজন, কিন্তু সেদিনও স্টেশনে এসে মাত্র একটা টিকিট কাটল ভূপেদা।
আমরা বলে উঠি, রোজ রোজ এক বুদ্ধি খাটবে না ভূপেদা। মাত্র গেল হপ্তাতেই চেকারকে বোকা বানিয়েছ তুমি। সে ভুলে গিয়েছে ভেবেছ? তোমাকে দেখেই চিনে ফেলবে।
কটমট করে আমাদের দিকে তাকাল ভূপেদা। বলল, তোদের কতবার বলেছি না, খেলার আগে শুধু খেলা নিয়েই ভাববি। একেবারে অর্জুনের পাখির চোখ দেখার কায়দায়। আমার ভাবনা আমাকে ভাবতে দে না।
ঠিক সময়ে নবীগঞ্জে নামলুম আমরা।
ওই পড়ন্ত দুপুরে ট্রেন থেকে বড় একটা কেউ নামেনি। আমাদের টিমের জনা ষোলো ছাড়া আর মাত্র দু'চারজনই ছিল।
আমাদের একটুখানি পিছনে থাকতে বলে ভূপেদা একাই হনহন করে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। আমরা দূর থেকে দেখলুম, সেই আগের দিনের গুঁফো চেকার পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে গেটের মুখে। এবং চেকারের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলুম, ভূপেদাকে বিলক্ষণ চিনতে পেরেছে সে। আর কারওর দিকে না তাকিয়ে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ভূপেদার দিকেই, যেমন করে ইঁদুরের দিকে তাকায় শিকারি বেড়াল।
ভূপেদা কোনও দিকে না তাকিয়ে আচমকা সুড়ুৎ করে পেরিয়ে গেল গেটটা। তারপর হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল। পেছন থেকে হাঁ-হাঁ করে উঠল চেকার। বলল, এই যে

পরের হপ্তাতেই আমাদের সেমিফাইন্যাল ম্যাচ হবিবপুরের সঙ্গে। ভূপেদাই আমাদের কোচ-কাম-ম্যানেজার। নবীগঞ্জের মাঠেই খেলা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

PIONEER IN BENGAL COTTON HANDLOOM SAREES

TANGAIL
BALUCHORI
DHONIAKHALI
SHANTIPURI
LILEN
MOTKA
BHAGALPURI
KOTKI
KANTHA
PRINT
BAHA

WHOLESELLER
ENQUIRY
033 22729030

Biswambhar Nag Das & Co:

67, Burtolla Street, Burrabazar, Kolkata 700007

মশাই, টিকিট না দিয়ে চলে যাচ্ছেন যে?
ভূপেদা কোনও জবাব না দিয়ে হাঁটতেই লাগল।
---তবে রে! টিকিট না দিয়ে কেটে পড়া? দাঁড়াও, দাঁড়াও বলছি। বলতে বলতে চেকারও হাঁটতে লাগল ভূপেদার পিছুপিছু। তাই দেখে ভূপেদা হাঁটার গতিটা বাড়িয়ে দিল। ওকে ধরবার জন্য চেকারও ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে। তাই দেখে ভূপেদাও ছুটতে শুরু করল। আমরা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলুম দৃশ্যটা। ভয়ে আমাদের দুরুদুরু করছিল বুক। আজ একটা কেলেঙ্কারি না ঘটে যায় না।
ওদিক থেকে একটা রেলের সেপাই হেলতে দুলতে আসছিল। চেকার ওর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই, ধরো ধরো। টিকিট না দিয়েই পালাচ্ছে।
সেপাইটা দৌড়ে গিয়ে ভূপেদাকে দু'হাতে জাপটে ধরল। পর মুহূর্তে চেকারও হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে হাজির হল ওর পাশটিতে।
---আমি ছুটলে আপনার কি মশাই? সহসা ভূপেদা খেপচুরিয়াস হয়ে ওঠে, এদেশে ছোটা কি বেআইনি? অলিম্পিকে যারা ছুটতে যায়, যারা কি বেআইনি কাজ করতে যায়?
---কিন্তু আমাকে দেখেই তো ছুটতে শুরু করলেন।
---যাব্বাবা, পকেটে টিকিট থাকা সত্ত্বেও খামোখা আপনাকে দেখে ছুটতে যাব কেন? বললুম না, আমার খুব জরুরি কাজ রয়েছে।
চেকারের তখন সসেমিরা অবস্থা। সেপাইটিও চেকারের দিকে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে।
ভূপেদার দিকে একঝলক তাকিয়ে চেকার বললেন, ঠিক আছে। যান।
---যান মানে? ভুপেদা আচমকা আগ্রাসী হয়ে ওঠে, আপনি অকারণে আমাকে অপমান করলেন, আর এখন বলছেন, যান! আমি যদি রেল কোম্পানির কাছে আপনার আর সেপাইজির নামে কমপ্লেন করি?

চেকার ততক্ষণে পুরোপুরি তোতলাত লেগেছে। বলল, এটা একটা ভুল বোঝাবুঝি। কিছু মনে করবেন না স্যর।

চোখ পাকিয়ে ভূপেদা শুধোল, এর মানে কি? এভাবে পাবলিককে হ্যারাস করছেন কেন?
---হ্যারাস করছি কেন? টিকিট না কেটে ট্রেনে চড়া? চালবাজি করবার জায়গা পাওনি?
---মুখ সামলে কথা বলবেন। বাঘের মতো গর্জে উঠল ভূপেদা। পরমুহূর্তে পকেট থেকে টিকিটখানা বের করে এগিয়ে দিল চেকারের দিকে, এটা তবে কি?
টিকিটটাকে একঝলক পরীক্ষা করে ভূপেদার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইল চেকার। তোতলাতে তোতলাতে বলল, তবে কেন টিকিট না দেখিয়ে চলে যাচ্ছিলেন?
---কী আশ্চর্য! গাঁটের পয়সা খরচ করে টিকিট কেটেছি, না-দেখাবার কী হয়েছে? তবে দেখলুম, আপনার টিকিট নেওয়ার কোনও গরজই নেই। আমারও খুব জরুরি কাজ রয়েছে। সময়মতো কাজের জায়গায় পৌঁছতে হবে...।
---টিকিটই যখন রয়েছে, তবে অমন মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটছিলেন কেন?
---আমার নামে কমপিলেন কেনো করবেন মোশাই?
সেপাইটি ততক্ষণে ভয় পেয়েছে।
---বাহ্, এত-এত মানুষের সামনে আমায় চোর ধরবার কায়দায় জাপটে ধরলেন, আমার অপমান হল না? ভূপেদা ফুঁসে ওঠে, আমি তো মানহানির মামলা করব আপনাদের নামে। করবই।
চেকার ততক্ষণে পুরোপুরি তোতলাত লেগেছে। বলল, এটা একটা ভুল বোঝাবুঝি। কিছু মনে করবেন না স্যর।
দু'চোখ দিয়ে চেকারের ওপর খানিকটা আগুন উগরে দিয়ে ভূপেদা একসময় হাঁটতে আরম্ভ করল।
বলাই বাহুল্য, গেট অরক্ষিত পেয়ে ততক্ষণে আমরা টিমের সবাই অনেক আগেই চলে এসেছি গেটের বাইরে। ততক্ষণে আনন্দে নেচে উঠেছে আমাদের বুক। আজ ম্যাচের পরে আবার আদ্যাশক্তি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ফুলকপির জোড়া-শিঙাড়া, চমচম, রসমালাই...।
স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়েই আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি, ভূপেদা জিন্দাবাদ!!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গল্প ৬

আশালতা

গৌতম মুখোপাধ্যায়

গাছগাছালি ঘেরা বাড়ির উঠানে টগর ফুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পাখিদের খাবার দিচ্ছিল তপন। সকালে উঠে পাখিদের খাবার দেওয়া তপনের ছোটবেলা থেকে অভ্যাস। অভ্যাসের অন্য স্বভাবের পরিবর্তন ঘটলেও এই ব্যাপারটির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

বৈশাখের এক সকালে উঠানে দাঁড়িয়ে অভ্যাসবশত পাখিদের উদ্দেশে খাবার দিচ্ছিল তপন। পরিচিত পাখিগুলো আশপাশের গাছের ডালে বসে ডাকাডাকি করলেও মাটিতে পড়ে থাকা খাবার কেউ খেতে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আসছিল না, এক গাছ থেকে অন্য গাছে আসা-যাওয়া করছিল, কিচিরমিচির আওয়াজে সকালের শান্ত প্রকৃতি চঞ্চল হয়ে উঠছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোনও পাখিই খাবার খেতে আসছিল না।

–কী হল রে বাবা! খাবারের চারপাশে ঘুরঘুর করছে, অথচ খাবার খাচ্ছে না! কী হল! এরকম তো কোনওদিন করে না। তবে আজ... ! বেশ চিন্তায় পড়ে যায় তপন।

চিন্তা তপনের জন্মগত অধিকার, বলতে গেলে চিন্তা আর তপন একে অপরের পরিপুরক, একেবারে ছোট থেকেই মামা-মামিমার কাছে মানুষ। বাবা-মায়ের ভালোবাসা সান্নিধ্য থেকে সে বঞ্চিত, অথচ এরকম হওয়ার কথা ছিল না। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! তখন কতইবা বয়স হবে বড় জোর বারো। আগের দুরাগত সঙ্গী হয় সে।

তোমায় অনেক করে বলেছিলাম- দেখ আপদ ঘরে এনো না, যাদের বাড়ির ছেলে তারা নিয়ে যাক্। যা পারে করুক, তুমি দায়িত্ব নিতে যেও না; পরে অনেক হ্যাপা হবে, তখন শুনেছিলে আমার কথা? এখন ঠেলা বোঝো?

–এই সাতসকালে কি শুরু করলে বল তো? আশপাশের লোকজন শুনলে কি বলবে?

–কি আবার বলবে? কারওর বাড়ি বুঝি ঝগড়া হয় না, সবাই নামগান করে?

–নাম-গান না হলেও তোমার মতো কেউ সাতসকালে ঝগড়া করে না—বুঝলে? ছেলেটা শুনলে কি মনে করবে বলত?

–কি আবার মনে করবে? যার বাপ-মা নেই-তার মনে করার কিছু থাকে না।

—এটা কথার মতো কথা হল?

-সব কথাই যে কথার মতো হবে, এটা তোমায় কে বলল?

দিন রাতে কালবৈশাখী হওয়াতে মামার বাড়ির লাগোয়া আমবাগানে যে আম পড়তে পারে -এটা তপনের জানা ছিল। যাতে অন্য ছেলেরা আম কুড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে না-পারে তার জন্য অন্ধকার থাকতে থাকতে আমবাগানে ছুটে গিয়েছিল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে অনেক আমও কুড়িয়ে ছিল সে। –আম তো কুড়ানো হল নিয়ে যাবে কি করে, ব্যাগ তো আনা হয়নি; এখন উপায়!

চট করে তপনের মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে যায়, পরনের জামাটা খুলে আমগুলোকে পুঁটলি করে বাঁধে। বেশ ভারী পুঁটুলি, তা সত্ত্বেও স্বচ্ছন্দে হেঁটে আসে বাড়ি তপন। আনন্দের কাছে কষ্ট পরাজয় স্বীকার করে। সদর দরজার কছে এসে মামিমাকে ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে মামিমার উচ্চ কণ্ঠে তপনের ডাক অব্যক্ত থেকে যায়। মাথা থেকে আমের পুঁটুলি নামিয়ে মামিমার উচ্চ কণ্ঠের এতক্ষণ পর তুমি একটা ঠিক কথা বলেছ, যার বাপ-মা নেই তার মন বলে আবার কিছু থাকে না কি! একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে রাজীবের। ঘরে ঠাঙানো দড়ি থেকে গামছাটা কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় রাজীব।—একটা কথা বলবে আমায়? কি এমন হল যে সাতসকালে উঠে বাসি মুখে চিৎকার শুরু করলে? একটা কারণ তো থাকা দরকার? অকারণে তো কেউ চিৎকার করে না?

-আমার মাথা গরম হয়ে গেছে তাই চিৎকার করেছি, বেশ করেছি।

—এটা কথার মতো কথা হল?

-সব কথাই যে কথার মতো হবে, এটা তোমায় কে বলল?

—ঠিক আছে বাবা, এবারের মতো ক্ষমা করে দাও; আমার বলাটা ভুল হয়েছে। রাগে গজগজ করতে করতে ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দেখে সদর

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

PUJO COLLECTIONS
সম্পদ®
PREMIUM BLOUSE COLLECTIONS
82/2A, BIDHAN SARANI, KOLKATA 700004
Opposite Hatibagan Town School
CALL : 9874171169 | 9831062477
WHATSAPP : 8017944072
sampad
...since 1969
A House of SUITING-SHIRTING
Raymond
VIMAL
Arvind

দরজার সামনে খালি গায়ে তপন দাঁড়িয়ে, নিচে জামায় বাঁধা আম। তপনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে সোজা কলতলায় চলে যায় তমালী।

বৈশাখের সকালে আম কুড়ানোর একরাশ স্নিগ্ধ আনন্দ অকস্মাৎ বৈশাখের তপ্ত মধ্যাহ্নে পরিণয় হয়। বালকের সারল্যের ইতি ভাবনা বাস্তবোচিত নেতি ভাবনার কাছে পরাজিত হয়। সদর দরজার সিঁড়িতে বসে মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে তপন।

—তুই এখানে বসে? আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ঘরের দরজা খোলা! কোথায় গেল ছেলেটা! কোথায় গিয়েছিলি?

কথার উত্তর না পেয়ে তপনকে হাত ধরে উঠে দাঁড় করায় রাজীব। মুখ নিচু করে থাকে তপন।

–কি হয়েছে? মুখ নিচু করে আছিস কেন?

তপন মুখ তুলছে না দেখে রাজীব জোর করে তপনের মাথাটা তুলে ধরে— দেখে তপনের নরম গাল বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। —তুই কাঁদছিস্ কেন? কি হয়েছে?

তপন নিরুত্তর।

রাজীব বুঝতে পারে তমালীর কথাগুলো তপন শুনেছে, তাই সে কাঁদছে। কিন্তু এখন সে কী করবে! কিছু একটা ভেবে —বোকা ছেলে কোথাকার, কেউ কাঁদে? চল্–দু'জনে মিলে হাত-মুখটা ধুয়ে আসি। একপ্রকার জোর করেই তপনকে টানতে টানতে নিয়ে যায় রাজীব।

রাজীব-মিতা ভাই-বোন। চাকুরিরত অবস্থায় মিতার বিয়ে দিয়ে গিয়েছিল অনিরুদ্ধ দত্ত। বনেদি, একান্নবর্তী পরিবার। টাকাকড়ি, জমিজমা যা আছে—সাতপুরুষ বসে খেলেও কমবে না। লক্ষ্মী ঘরে বাঁধা। মিতারও পছন্দ, বিভা দেবী না করেনি। বেশ ধুমধাম করে মিতার বিয়ে হয়েছিল। গ্রামের লোকজন বলেছিল —অনেকদিন পর একটা বিয়ে খেলাম বটে।

বোনের বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতে হঠাৎ-ই বাবা মারা যায়, বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, বাবা নেই; মা অসহায় হয়ে পড়ে। রাজীবের পক্ষেও সম্ভব হয় না দোকান বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকা, মাকে সান্নিধ্য দেওয়া। দোটানায় পড়ে রাজীব। একদিকে দোকান, অন্যদিকে বাড়িতে মা একা–। অনিরুদ্ধবাবুর মৃত্যুর একবছর পর ভালমন্দ-সুখ-দুঃখ, চিন্তা-ভাবনায় অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাজীবের বন্ধুরা একপ্রকার জোর করেই রাজীবের বিয়ে দেয়। প্রথমে রাজি না হলেও পরে বাস্তবকে মেনে নিয়ে তমালীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

দুটো গ্রাম পরেই শিলাবতীর ধারে মুলুটগ্রামে তমালীদের বাড়ি। বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। বাবা খেতমজুর। সুখ না থাকলেও শান্তি ছিল তমালীদের বাড়িতে, যেটা রাজীবের বড় বেশি প্রয়োজন। তার বাবা যা রেখে গেছে তাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও শান্তির অভাব ছিল। তমালীর বাড়িতে যার অভাব ছিল না। আর সেটাই একপ্রকার নিমরাজি রাজীবকে বিবাহে রাজি করতে পেরেছিল।

তমালীর বাড়িতে যার অভাব ছিল না। আর সেটাই একপ্রকার নিমরাজি রাজীবকে বিবাহে রাজি করতে পেরেছিল।

ছেলে-বউমাকে নিয়ে বিভা দেবীর ভালই দিন কাটছিল। স্বামী মারা যাওয়ার পর বিভা দেবী যতটা অসহায় বোধ করছিল তার চেয়ে এখন অনেকটাই স্থিতিশীল। বৌমার সেবাযত্নে বিভা দেবী পূর্বের তুলনায় সাংসারিক কাজে অনেকটাই সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত সংসারটা একাই সামলান। তমালী শুধু সাহায্যকারী হিসেবে পাশে থাকে। রাজীবেরও নিজেকে অনেকটাই হালকা লাগে। মন দিয়ে দোকানদারি করে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। তমালী অনেক করে রাজীবকে বলেছিল, আজ দোকানে যেতে হবে না, প্রতিদিন তো দোকানেই থাকো আজ একটু বাড়িতে একটু বিশ্রাম নাও। এই বৃষ্টি বাদলায় কোনও খদ্দের আসবে না।

রাজীব তমালীর কথা শুনেছিল কিন্তু কোনও মন্তব্য করেনি। কেবল বলেছিল —আরও এক কাপ চা করো দোকানে যেতে হবে।

তমালী বুঝে গেছে ও যখন দোকানে যাবে বলেছে তখন ওকে বাড়িতে রাখা যাবে না। আসলে ওভাবে—ওর ভাবাটাই ঠিক, অন্যরা ঠিক ভাবতে পারে না।

ছাতা থাকা সত্ত্বেও একপ্রকার কাকভেজা হয়ে দোকানে পৌঁছয় রাজীব। দোকানের ভিতর টাঙানো দড়ি থেকে তোয়ালেটা নিয়ে মাথা শরীর মুছে নেয়। লক্ষ্মী-গণেশকে দীপ দেখিয়ে দোকানের সিটে বসে। রাজীব ভেবেছিল বেলার দিকে বৃষ্টি কমতে পারে, দু'চারজন খদ্দের আসতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি রাজীবের ভাবনার উপর কলম চালাল—বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই।

মুষলধারে বৃষ্টি তার সঙ্গে জোলো হাওয়া-খদ্দের তো নেই-ই। দোকানে টাঙানো বাবা আর বোনের ফোটোর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলছিল -বাবা নয় বয়সে গেছে, কিন্তু তুই চলে গেলি কেন— একবারও ভাবলি না তোর সন্তানের কী হবে। অমল তো এলই না, এমন কি তোর শ্বশুরবাড়ির লোকজনও কেউ এল না। ওই সময় আমি না গেলে কী হত বলত! বাড়ির লোকজনের কথা নয় ছেড়েই দিলাম-- অমল? ও এটা করতে পারল? চোখে জল এসে যায়। আর ভাবতে পারে না রাজীব—কিন্তু ভাবনা তার পিছু ছাড়ে না—তমালীকে খুব ভাল বলতে হয়, —অন্য কোনও মেয়ে হলে বলত—যাদের বাচ্ছা তাদের বাড়িতে দিয়ে এসো। আমি দেখতে পারব না। আমাদের সন্তান হলে তখন কি করব—তুমি তো দায়িত্ব নিতে পারলেই বেঁচে যাও। প্রথম দিকে তমালী একটু না-না করেছিল, কিন্তু মা যখন বোঝায় তখন আর না করেনি তমালী। বুকে জড়িয়ে তপনকে বাড়ি নিয়ে আসে। সন্তানসম আদর-যত্নে বড় হতে থাকে তপন।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর অতিক্রান্ত। অসুবিধা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু ইদানীং কালে রাজীব দেখতে পাচ্ছে তমালী যেন একটু বেশি ক্ষিপ্ত তপনের উপর। খারাপ কাজ তো দুরের কথা— ভাল কাজেও মুখঝামটা দিতে দেরি করছে না। এখন সে আছে, মা আছে —এখনই যদি এই অবস্থা হয়-- পরবর্তী কালে কী হতে পারে! ভাবতে চেষ্টা করে কিন্তু তালগোল পাকিয়ে যায়। যাক্ গে—তখন যা হওয়ার তাই হবে। এখন থেকে অত ভেবে লাভ নেই।

রাজীব ভেবে রেখেছে আর কয়েক বছর যাক্ —ওকে দোকানে বসাতে হবে, শরীর আর আগের মতো সাপোর্ট করছে না।

দেখতে দেখতে সেই ছেলে আজ এত বড় হয়ে গেল। রাজীব ভেবে রেখেছে আর কয়েক বছর যাক্ —ওকে দোকানে বসাতে হবে, শরীর আর আগের মতো সাপোর্ট করছে না। একটা সাপোর্টার দরকার। মামার কথায় প্রথমে রাজি হয়নি তপন, পরে দিদা যখন বলেছিল —দেখ মামার তো বয়স হচ্ছে। সেই ছোট থেকে খাটাখাটুনি করছে; এবার মামাকে একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দে। সারাদিন বাউন্ডুলের মতো ঘুরলে হবে? এদিকটাও তো দেখতে হবে। তুই তো বড় হচ্ছিস বল?

তপন দিদার কথা রেখেছিল। সকালে মামার সঙ্গে দোকানে যেত, বিকালে যেত না। কিন্তু কয়েক বছর হল তপন দু'বেলাই দোকানে যায়। রাজীবের মন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আকাশ ৮

বাংলার নিজের চ্যানেল

সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

বাংলা টেলিভিশনের সবথেকে বেশি সময় ধরে চলা কুকিং শো 'রাঁধুনি' পা রাখলো ১৬ বছরে।

এতদিন ধরে আপনাদের রসনা ও হৃদয় জয় করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

'রাধুনি'-তে অংশগ্রহণ করতে চোখ রাখুন আকাশ আটের পর্দায়।

প্রতিদিন, দুপুর ১:৩০ ও বিকেল ৫:৩০

আকাশ আট দেখুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। দেখতে না পেলে আপনার কেবল বা ডি টি এইচ অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

চাইলে যায় —না চাইলে বাড়িতেই থাকে।
বিভা দেবীর কপালে সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয় না। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। এবার তাকেই চলে যেতে হল সংসারজীবন থেকে। মাত্র কয়েক দিনের জ্বর সর্দি —তার পরেই সব শেষ। বিছানায় পড়ে থাকতে হয়নি।
রাজীব একেবারে ভেঙে পড়ে, মৃত্যু তার পিছু ছাড়ে না। প্রথমে বাবা, পরে বোন— সবশেষে মা, স্ত্রী-ভাগনা থাকা সত্ত্বেও জীবন তার কাছে এখন শূন্যতার ওজনদাঁড়িতে। মনকে মোটে সান্ত্বনা দিতে পারে না, তমালীও বোঝায়— কিন্তু কোনওকিছুতেই রাজীব নিজেকে সামাল দিতে পারে না।
বছরখানেক হল রাজীব একেবারেই দোকান যায় না, তপন একাই দোকান সামলায়, বড় কোনও অসুবিধা হলে তখন মামার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়। তমালীর অনুরোধে রাজীবের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একপ্রকার জোর করেই তাদের দু'জনকে পুরী ঘুরে আসার জন্য রাজি করাতে পারে।
সকালে ট্রেন। আগের দিন রাতে তপনকে জিজ্ঞাসা করেছিল —হ্যাঁরে একা থাকতে তোর কোনও অসুবিধা হবে না তো? ঘর-বাড়ি-দোকান সব সামলাতে পারবি তো? এখনও সময় আছে, যদি বলিস্ তো টিকিট ক্যানসেল করব। কেন না তোকে একা বাড়িতে রেখে যেতে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।
-তোমার কোনও চিন্তা নেই মামা, তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুরে আসতে পারো। মাত্র তো দশ দিন-- আমি ঠিক সামলে নেব। তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুরে আসতে পারো।
মামা-মামিমা পুরী যাওয়ার পর দুদিন ভালই কাটছিল তপনের। সকালে স্নান সেরে জলখাবার খেয়ে দোকানে বেরিয়ে যেত। দুপুরে বাড়ি আসত না। কোনওদিন ছাতুর সরবত বা চিঁড়ে ভেজানো খেয়ে একেবারে রাতে বাড়ি ফিরত, সেদিন সকাল থেকেই তপনের শরীরটা খারাপ লাগছিল। আগের দিন সারারাত বুকে যন্ত্রণা হয়েছে, দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। মনস্থির করেছিল আজ সে দোকানে যাবে না। এবেলা বিশ্রাম নিয়ে যদি ওবেলা শরীর একটু ভাল থাকে তবে দোকানে যাবে।
দুপুরে একটু ভাতে-ভাত খেয়ে শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিয়েছিল। আগের দিন সারারাত ঘুমাতে পারেনি, বিছানায় শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ে। দুপুর গড়িয়ে বিকাল, বিকাল গড়িয়ে রাত; তবুও ঘুম ভাঙে না তপনের। ভোরের হাওয়া ঘরের খোলা জানালা দিয়ে প্রবেশ করে তপনের ঘুম ভাঙায়। তপন শুনতে পায় উঠানের গাছে পাখিগুলো খাবারের জন্য কিচিরমিচির করছে। বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না তপন। বিস্কুটের কৌটোটা হাতে নিয়ে অভ্যাসমতো টগর ফুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পাখিদের খাবার দিতে থাকে। পাখিগুলো আশপাশে ঘুরে কিচিরমিচির করলেও খাবার খেতে আসে না। গাছের নিচে মাটিতে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবেত থাকে। হঠাৎ-ই তার কানে আসে কে যেন বলছে—এই তো দু'দিন আগেও দোকানে যেতে দেখলাম। দিব্যি তো সুস্থ বলে মনে হল, হঠাৎ কি এমন হল যে রাতের মধ্যেই... ওর মামা-মামিমাকে খবর দেওয়া হয়েছে তো?
—হ্যাঁ খবর দেওয়া হয়েছে, আগামী কালই ওরা ফিরছে।
-এখন আমাদের করণীয় কি?
—সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে, দেখা যাক্ তারা কি বলে।
-তার মানে আমি নেই...!

হঠাৎ-ই তার কানে আসে কে যেন বলছে—এই তো দু'দিন আগেও দোকানে যেতে দেখলাম।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কবিতা

সন্ধের এনভেলাপে

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

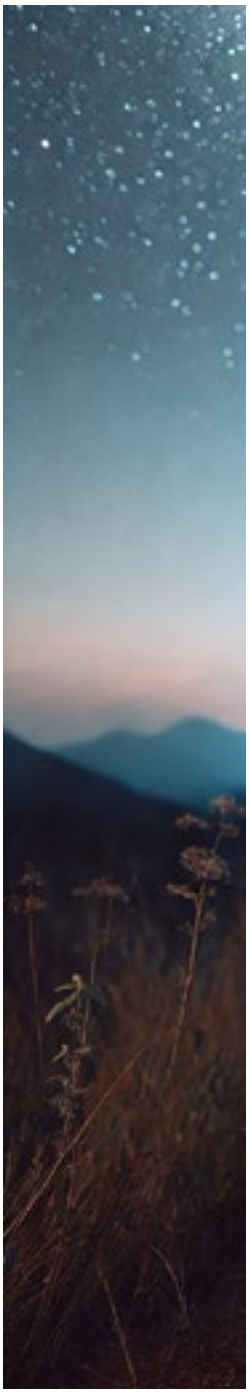

১
সহস্র নক্ষত্ররাজি সারা রাত চেয়ে দেখে
বিনিদ্র তোমাকে একাকী শয়ান
তুমি কি খেয়াল করো
আমার দু'চোখও দুটি নক্ষত্রের মতো
তোমার জন্যই জেগে থাকে অনির্বাণ।

২
তোমার দু'চোখ জুড়ে উতরোল সমুদ্রের ঢেউ
মিহি চুলে চিরচেনা
মেঘবর্ণ ব্রেকারের ফেনা
দুই ঠোঁটে তুলি দিয়ে লাল পাপড়ি এঁকে গেছে কেউ।

৩
পায়ের ছন্দে শরীর জুড়ে লাল-হলুদের নাচন
ঘাগরা ওড়ে দে দোল দে দোল
তরঙ্গ তোলে লাল কাঁচল
হাওয়ায় কাঁপন তুলছে নিটোল রক্তাম্বরী স্তন।

৪
শরীর আজ মউজমাতাল-- আয় বসন্ত, রং দিয়ে যা
কত রং দিয়ে সাজাবি আজ
আয় রে, দেখে যা রঙের কোলাজ
রঙে রঙে আজ তুমুল হর্ষে আমাকে সাজা।

৫
গালে হাত দিয়ে রাজহংসী এক বসে আছে অলস প্রহর
একা একা অন্য মনে
ভেবে চলে সঙ্গোপনে
যদি কেউ কড়া নেড়ে ভরে তোলে এই অবসর।

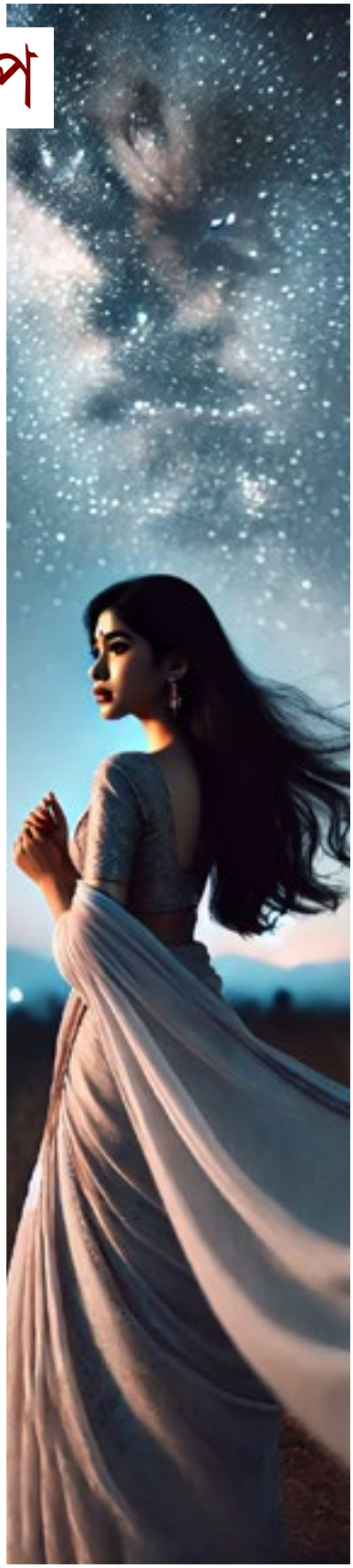

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ক্লোরোফিল

সপ্তক মুখার্জি

অনেকগুলো বসন্ত কেটে গেছে,
জন্মদাগের বয়স বেড়েছে আজ!
তবুও এক ইশারায় ছুটে যাই
জীবনের মুক্তিবেগ নিয়ে!
অভিকর্ষ আজ বড় টানে আমাকে!
আমার নীচে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির লাভা
বারবার জানাতে চাইছে তার অস্তিত্ব!
আমিও বসে আছি জল দিয়ে তাকে
নিভিয়ে ফেলার ব্যর্থ প্রচেষ্টায়!
মানুষ হয়ে ক্লোরোফিল খুঁজে মরি তবু,
সালোকসংশ্লেষের অন্তিম আশা নিয়ে!

অর্ধনারীশ্বর

তীর্থ মিত্র

পাগলা ঘণ্টি অস্তমিত, চোরাবালিতে
সমুদ্রের ফেনায় সুরার আতর,
স্নেহের পরশ শবের মাথায়,
অরুন্ধতীর দৃষ্টি, ধর্ষিতার দেহে,
তবু আজও চরাচর জাগে,
ধানের খেতে শিষের দোলায়,
গাংচিলের রুধিরে মেঘেরা রঙিন,
সহস্র পথ পেরোতে বাকি,
তবেই কি দর্শন পাবো? ক্রমশ,
জলের ভিতর জেগে ওঠে
অর্ধনারীশ্বর।

সময়ের সাতকাহন

রীতা পাকড়াশী

সময়ে সময়ে মেঠোপথের
দুধারে ঘুমিয়ে থাকা
স্মৃতির কাছে হাতড়ে বেড়াই
আগডুম বাগডুম কিছু
ফেলে আসা গল্প;
সময়ে সময়ে কল্পনায়
বুনে ফেলি ভালবাসার সাতকাহন,
সোনালি ধানের সুখ
ছড়িয়ে দিই
পৌষালি উঠোনের বুকে পিঠে;
সময়ে সময়ে শিশিরের
নরম গন্ধে ডুব দিই,
সুখ দু:খের আলপনা আঁকি
তোমার চোখের তারায়,
সময়ে সময়ে বসতে
ইচ্ছে করে খুব
তোমার অন্তরের কাছে,
সময়ে সময়ে ইচ্ছে করে
সখ্যয় মাতি তোমার
না জানা গল্পের সাথে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বন্ধু তুমি রহো সাথে

দেবযানী ঘোষ

যখনই ধুলি ধূসরিত এই পৃথিবীতে
ভয়ার্ত আমি, তখনি প্রসারিত উষ্ণ তোমার দুই বাহু দিয়েছে আশ্রয়। ঝড়েরআঘাতে দোদুল্যমাননৌকার মতো জীবন আমার: তবু তবুও নিশ্চিন্ত ভাসমান; প্রেমার্ত আলিঙ্গন তোমার দিয়েছে মাস্তুলের ভরসা।
বন্ধু আমার নিস্বার্থ দোসর
--পেয়েছি কত নক্ষত্রের আশিসে। আমার অর্থহীন প্রলাপ, অভিমানী অশ্রুর মানে তুমিই বোঝো।ক্ষণমাত্রবলয়চ্যুত হলেই তোমার উদ্বিগ্ন পরশ ঘিরেছে আমায়। স্মৃতির সকালে একসাথে ঘাসে পা ডোবানো আজো ধরা আছে নক্ষত্রের পাহারায়-- আজো তুমি পরম দোসর।

মেনকা আসে

বীরেশচন্দ্র ঘোষ

ঘাসের আগায় মুক্তা মুকুট,
কে পরালো আজ!
চারিদিক সবুজ ঘেরা,
কাহার এমন কাজ ?

কে ছড়াল পেঁজা তুলো,
নীল আকাশের গায়!
দিঘির জলে মাথা তুলে
পদ্ম শোভা পায় ।

দূর প্রবাসী আসছে ঘরে,
আনন্দিত মন,
বইছে কেন খুশির হাওয়া,
কাহার আগমন?

শিশির ভেজা শিউলি কাশে,
শরৎ যেন হাসে,
উষার কোলে সোনার রথে,
মেনকা বুঝি আসে ?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অনন্যা

॥ পুজোর পাঁচালী ॥

উৎসবের সূচিপত্র ২০২৪

শুরু হয়ে গিয়েছে পুজোর কাউন্টডাউন। আর তো হাতে গোনা দিনকয়েক। পুজো মানেই অনেক পরিকল্পনা, প্যান্ডেল হপিং, খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি কোন প্যান্ডেলে পুজোর কি থিম হচ্ছে জানার কৌতুহল। সাবেকি পুজো বাঙালির আবেগ হলে, থিম পুজো শিল্পীর ভাবনার নান্দনিকতায় অনন্য। থিম বনাম সাবেকি পুজোর লড়াই দীর্ঘদিনের। থিম দিয়ে থিম পুজোকে টেক্কা দেওয়ার বিষয়টিও নতুন নয়। প্রতি বছর থিমের বৈচিত্র্য, আলো ও কারুকার্যের সমারোহে দর্শনার্থীদের মন জয় করে আসছে বিভিন্ন পুজো কমিটি। কলকাতার সেরা পুজোগুলির সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে অনন্যা পরিবারের পক্ষ থেকে সবার জন্য উপহার ‘পুজোর পাঁচালী’।

*

নাকতলা উদয়ন সংঘ

থিমের ভাবনায় সবসময় একধাপ এগিয়ে থাকে এই পুজো কমিটি। ২০২১ এ চলচ্চিত্র, ২০২২ এ মোটা কাপড়, ২০২৩ এ হৃদয়পুর এর অবিস্মরণীয় সাফল্যের পর নাকতলা উদয়ন সংঘের এবারের ভাবনা একান্নবর্তী।

বর্তমানে বিজ্ঞান প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করেছি, সেভাবে হারিয়ে ও ফেলেছি বেশ কিছু মূল্যবান উপলব্ধি, ফলতঃ আমরা ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি আমাদের মূল শিকড়ের থেকে। কংক্রিটের জঙ্গলে এখন চারিদিকে বহুতল আর বহুতল। বাড়ি ভেঙে "ফ্ল্যাট কালচার" এসে যাওয়ায় আমরা হারিয়েছি একসাথে থাকার আনন্দ। মূলতঃ যৌথ পরিবার থেকে ছোট পরিবার হওয়ার ফলে একাকিত্ব গ্রাস করছে ক্রমশঃ। স্মার্ট ফোনের প্রভাব বিস্তারের ফলে এখন ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার যোগ্য দ্রব্য, সেখানে বাদ নেই খাদ্য ও। মায়ের হাতের রান্না এখন আর পাওয়া যায় না। অনলাইনে খাবার অর্ডার করা এখন দৈনন্দিন রুটিনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। পরিবারের সকল সদস্য একত্রিত হয়ে বসে মা ঠাকুমার হাতের রান্না খাওয়া বিরলতম দৃশ্য।

২০২৪ সালে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ৩৯ তম বর্ষে নাকতলা উদয়ন সংঘের দুর্গাপুজোর নিবেদন, শিল্পী শ্রী রিন্টু দাসের ভাবনায়- "একান্নবর্তী"।

*

CLICK HERE

TO LOCATE ON GOOGLE MAP

Estd. 1936
শিবমন্দির
Shibmandir

শিবমন্দির সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

কলকাতার সেরা পুজো গুলির মধ্যে অন্যতম শিবমন্দির পুজো কমিটি। এবছর তাদের থিমের নাম 'ব্রাত্য - আক্ষেপের আড়ালে'। ৮৮ তম বর্ষে এই রকম চিন্তা ভাবনাকেই বাস্তবায়িত করেছে এই পুজো মণ্ডপ।

"দেবদূত ভনে মাগো কৃপা দৃষ্টি দাও।
ব্রাত্য জেরে তব তারে বুকে টেনে নাও।"

শিল্পী পূর্ণেন্দু দে র ভাবনা অনুযায়ী, নামী-দামী স্থাপত্য থেকে শুরু করে ছোট বাড়ি, মন্দির, বিনোদন পার্ক, প্রেক্ষাগৃহ - সবই আমরা গড়ে তুলি। কিন্তু এই নির্মাণের আসল কারিগড়েরা অধিকাংশই প্রান্তিক গ্রামের মানুষ। শহরে আমাদের জন্য বড় বড় ঘর বানালেও, তাদের জীবন কাটে গ্রামের একচিলতে চালাবাড়িতে।

দুর্গাপূজার সময়ও তাদের ছাড়া আমরা অসহায়। ঢাকি, শোলাশিল্পী, অস্ত্র নির্মাতা, পুজোর ফুল বিক্রেতা, প্রতিমা গড়ার কারিগড়, এদের হাতেই গড়ে ওঠে মায়ের পুজোর মণ্ডপ। এরা সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ এবং বংশ পরম্পরায় এসব কাজ করে আসছেন। এমনকি শাস্ত্রমতে, প্রতিমা গড়ার সময় মাটি গ্রহণ করতে হয় পতিতালয় থেকে।

কিন্তু আমরা কি তাদের যোগ্য সম্মান দিয়ে থাকি? পুজো সাজিয়ে দিয়ে অর্থ উপার্জন করে তারা পুজোর আগেই বাড়ি ফিরে যায়। আমাদের সাথে থেকে পুজো উপভোগ করার সুযোগ তাদের হয়ে ওঠে না। আনন্দ উৎসবের রূপকার-রা আজও অবহেলিত, ব্রাত্য।

সৃজনে: পূর্ণেন্দু দে
প্রতিমা: অরূপ কর
আলো: প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী
আলো সহযোগী: সুশান্ত হালদার
আবহ: জয় সরকার
গ্রন্থনা: দেবদূত ঘোষ ঠাকুর

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

বাদামতলা আষাঢ় সংঘ

দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত পুজো বাদামতলা আষাঢ় সংঘের পুজো এবার পা রাখলো ৮৬ তম বর্ষে। তাদের এবারের থিমের নাম, 'উৎসবের চালচিত্রে'।

শিল্পী প্রদীপ্ত কর্মকারের ভাবনা অনুযায়ী, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুজো পরিনত হয়েছে উৎসবে। সমগ্র কর্মকাণ্ডের পেছনে থাকা মানুষ এবং তাদের সারাবছরের রোজগার, এই নিয়েই উৎসবের চালচিত্র। এমন এক অভূতপূর্ব ভাবনার বাস্তবায়িত রূপ দেখতে হলে আসতেই হবে বাদামতলা আষাঢ় সংঘের পুজো মন্ডপে।

পরিকল্পনায়: প্রদীপ্ত, পিন্টু, দীপময়, দীপঙ্কর

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP
www.rojkarananya.in

অনন্যা

পুজোর পাঁচালী

উৎসবের সূচিপত্র ২০২৪

সাবর্ণপাড়া বড়িশা সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি

বড়িশা সার্বজনীন দুর্গোৎসব

সাবর্ণপাড়া বড়িশা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির ৭৬ তম বর্ষে এবারের থিমের নাম 'রুদ্রাণী'। সৃজনে রয়েছেন অনিমেষ দাস। প্রতিমা শিল্পী সৌমেন পাল।

মায়ের রুদ্র রূপ 'রুদ্রানী'। তারই আহ্বানে, এবারের বিশেষ নিবেদন। পুজো কমিটির এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি হয়েছে পুজো মন্ডপ এবং মাতৃ মূর্তি। প্রকৃতির কোমল সৃষ্টি নারী, তারা এই বিশ্ব সংসারকে নিজেদের কাঁধে বহন করে নিয়ে চলে। আর সেই নারী জন্মই আজ অস্তিত্বের সীমানায় দাঁড়িয়ে, নিম্ন মানসিকতার পায়ের তলায় তাদের নিরাপত্তা আটকে আছে। ভ্রূণ হত্যা থেকে শুরু করে নানা রকম নির্যাতন এখন তাদের সারা জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তাদের লড়াই সম্ভ্রমের, অস্তিত্বের, অধিকারের, নিরাপত্তার। কিন্তু কার কাছে চাইবে? সমাজের কাছে? না প্রকৃতির কাছে? না সৃষ্টিকর্তার কাছে? তাই সময় এসেছে কোমল খোলস ছেড়ে গর্জে ওঠার। নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার। দেখাতে হবে নিজের ক্ষমতা। আর চোখে জল নয়, এবার চোখ দিয়ে আগুন ঝরবে। সেই আগুনে পুড়ে ছাড়খার হবে নিম্ন মানসিকতার কালিমা, নৃশংসতা, পাশবিকতা। রুদ্ররূপী নারী শক্তির হাতে হোক অশুভ শক্তির বিনাশ।

*CLICK HERE

TO LOCATE ON GOOGLE MAP

বেহালা নূতন দল

এবছর ৫৯ বর্ষে পা রাখলো বেহালা নূতন দলের পুজো। বাঙালি শিল্পী সঞ্জীব সাহার তত্ত্বাবধানে গত তিনমাস ধরে অপূর্ব এক সৃষ্টির প্রয়াসে দিনরাত্রি পরিশ্রম করে চলেছেন আয়ারল্যান্ডের দুই শিল্পী এবং একজন আর্কিটেক্ট।

শৈল্পিক ভাবনায়, কঠিন কংক্রিটের মাঝে একটুখানি সবুজের ছোঁয়া যেন অ্যালিস-এর মতো নিয়ে গেল খরগোশের গর্তের স্বপ্নরাজ্যের দেশে। তবে ও কোনো অলীক স্বপ্নের দেশ নয়। প্রকৃতির সাথে মিশে গিয়ে এক সৃষ্টিশীল শিল্পজগৎ। বাইরের সবুজ; কঠিন ধাতুর রূপ নিয়ে ঢুকে পড়েছে শিল্পীর সৃষ্টি কর্মে। তার বিভিন্ন আকৃতি রূপ ফুটে উঠেছে মন্ডপে, প্রতিমায়। ভেতর গিয়ে মিশেছে বাইরে। বাইরের জগৎ তার রূপ রস নিয়ে হাজির হতে চাইছে ভেতরে। এ যেন প্রকৃতির সাথে একাত্মতার মহাকাব্য এক। প্রকৃতিকে ধ্বংস নয়, সঙ্গে নিয়ে পথ চলার অঙ্গীকারে সেজে উঠেছে এইবারের "কল্পনা"।

সমগ্র পরিকল্পনা ও রূপায়ন: সঞ্জীব সাহা, অরিন্ন সাহা
শৈল্পিক সহযোগিতায়: ম্যাকনাস (আয়ারল্যান্ড-এর শিল্পীবৃন্দ)
আলোক নির্দেশনা: প্রবাল বসু

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP
www.rojkarananya.in

অনন্যা

॥ পুজোর পাঁচালী ॥

উৎসবের সূচিপত্র ২০২৪

বেলিয়াঘাটা ৩৩ নং পল্লীবাসী বৃন্দ

প্রাক রজত জয়ন্তী বর্ষে এবারের থিমের নাম ‘কোহিনুর’ অতীতের দিকে যাত্রা।

শিল্পীর ভাবনায়,
যে প্রদীপ যত আলো ছড়ায়, তার নীচে নাকি তত বেশি অন্ধকার জমাট বাঁধে। যে হীরক খন্ডের নাম কোহ ই নুর বা আলোর পর্বত তাকে ঘিরে যে অনেক অন্ধকার জমবেই তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

একটি হীরক খন্ডের প্রায় আটশত বছরের যাত্রাপথ কে কেন্দ্র করে কত শত রক্তক্ষয়, কত গুপ্তহত্যা, কত যুদ্ধ, কত লুঠতরাজ এর কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে তা ইতিহাস ও লিপিবদ্ধ করতে পারেনি। মানুষের লোভ লালসার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে ওই এক টুকরো হীরক খন্ড- কোহিনুর। যাকে অভিশপ্ত হীরক বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। যে এই কোহিনুর কে অধিকার করতে পারবে সেই নাকি হবে সমগ্র জগতের অধীশ্বর। এই ধারনার বশবর্তি হয়ে যুগের যুগের পর যুগ ধরে চলেছে বহু রক্ত পাত। কোহিনুর বার বার পার করেছে দেশ, মহাদেশ, সাম্রাজ্য আর ধর্মের সীমানা। বার বার বদলে গেছে তার অধীশ্বরের নাম।

কথিত আছে কাকাতিয়া সাম্রাজ্যের এক হিন্দু দেবীর মন্দিরে দেবী মুর্তির ত্রিনয়ন থেকে এই হীরে প্রথম বার হরন করেন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি। এর পর বহু হাত ঘুরে কোহিনুর এসে পৌঁছায় মোগল সম্রাট বাবরের হাতে। তার নাম হয় বাবর কা হীরা।

এরপর বাবর পুত্র হুমায়ুনের হাত ধরেই এই হীরা যাত্রা করে পারস্য দেশের উদ্দেশ্যে ও অনেক যুগ প রে তা ফিরে আসে ভারত উপমহাদেশের দাক্ষিনাত্য অঞ্চলে ও তার পর প্রায় একশো বছর এই হীরার কোনো সন্ধান মেলেনি।

ইতিহাস বলে ১৭৪৮ সালে মীর জুমলা বলে একজনের বণিকের হাত ধরে এই হীরা ফিরে আসে মোগল সম্রাট শাহজাহানের কাছে যা পরে শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসনে স্থান করে নেয়। বহুকাল পরে নাদির শাহ দিল্লী থেকে এই হীরা হরন করে নিয়ে যান পারস্য দেশে। নাদির শাহ ই এর নাম দেন কোহ ই নুর বা আলোর পর্বত।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পূজারীদের মতে এই কোহিনুর নাকি আসলে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের সামন্তক মণি। এর পর কাশ্মীরের পথ ধরে এই অভিশপ্ত হীরা এসে পৌঁছায় পাঞ্জাবের রঞ্জিত সিং এর কাছে। পরে এই কোহিনূর হীরা তদানীন্তন বড় লাট লর্ড ডালহৌসি তঞ্চকতা করে পাঞ্জাবের নাবালক রাজা দিলীপ সিং এর কাছ থেকে অধিগ্রহন করেন। ব্রিটিশ জাহাজে চেপে কোহিনুর যাত্রা করে লন্ডনে ও সেখানে কোহিনূর কে কেটে বাড়িয়ে তোলা হয় তার ঔজ্জ্বল্য। কমে যায় তার আয়তন।

মহারানী ভিক্টোরিয়া ও পরবর্তি কালে মহারানী এলিজাবেথ এর মুকুটে স্থান পাওয়া এই কোহিনুর আজ ও টাওয়ার অফ লন্ডনের শোভা বর্ধন করে চলেছে। কোহিনুর কে আবার ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচেস্টা আজ ও সরকারী স্তরে জারি আছে।

আশা করা যায় ভারত বর্ষ থেকে যাত্রা শুরু করা এই হীরক খন্ড একদিন আবার তার উৎস ভূমিতেই ফিরে আসবে। সম্পূর্ন হবে তার বৃত্তাকার পথ।

*

বেলেঘাটা ৩৩ পল্লী দুর্গা পুজো প্রাঙ্গণে এইবার আমাদের আয়জন কোহিনুর অতীতের দিকে যাত্রা। কোহিনুরের এই দীর্ঘ যাত্রাপথ ধরেই আমরা এইবার যাত্রা করবো ইতিহাসের গন্ধ মাখা অতীতে। আসুন যাত্রা শুরু করা যাক।

CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

www.rojkarananya.in

Abasar
অবসর সার্বজনীন

ভবানীপুর অবসর

রাজস্থানের এক গায়ের পুজোর আদলকেই থিম ও মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন ভবানীপুর 'অবসর'। তাদের এবারের থিমের নাম 'মহল্লা'।
ভাবনা ও সৃজনে রয়েছেন শিল্পী প্রশান্ত পাল।

স্থান, কাল, পাত্রের উর্ধ্বে গিয়ে মা সর্বভূতে বিরাজমান। ভক্তি করে মা-কে ডাকলে, মা অবশ্যই ভক্তদের দর্শন দেন। মা সার্বজনীন - তাই দেশ-দশের গণ্ডি পেরিয়ে, মা সর্বত্র পূজিতা।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তের এমনই এক কল্পিত জনপদে, এমনই এক অচেনা-অজানা পল্লীতে স্থানীয় বাসিন্দারা মায়ের পুজো-অর্চনা তে লিপ্ত হয়েছে। তারা তাদের অল্প সামর্থ্য দিয়ে, সবরকম চেষ্টা করেছে মায়ের মণ্ডপ কে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে। তাদের প্রচেষ্টায় তারা কোনো খামতি রাখেনি, সব দিক থেকে সর্বোচ্চ প্রয়াস করেছে। কিন্তু তাদের সর্বাধিক প্রচেষ্টার পরেও মণ্ডপ কে জাঁক-জমক, জৌলুস দিয়ে সাজিয়ে তুলতে পারেনি - আড়ম্বরের অভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়।

কিন্তু তাদের দৃঢ়-বিশ্বাস এই অন্তরের উদ্যোগ, দেবী মা-কে প্রসন্ন করেছে। তাই সামান্য কাঠের বাটাম দিয়ে সজ্জিত এই মণ্ডপের নির্মাণ, অসামান্য সব রঙিন চিত্রকলা দিয়ে সুসজ্জিত মন্ডপের অঙ্গসজ্জা। জগৎজননী মায়ের কৃপায়, খুব সাধারণ থেকে নিমেষেই অসাধারণ রূপে সেজে উঠেছে সমগ্র 'মহল্লা'। দেবীর আশীর্বাদে, তাদের সামান্য এক 'মহল্লা' হয়ে উঠেছে মাতৃ আরাধনার মায়া নগরী।

এক অতি সাধারণ মহল্লা-র, মাতৃ আশিসে অসাধারণ হয়ে ওঠার কাহিনীই ভবানীপুর অবসর পুজো কমিটির এবারের নিবেদন।
শিল্পী শ্রী প্রশান্ত পালের সমগ্র ভাবনায় ও সৃজনে দেবীর এই মায়া নগরী "মহল্লা" তে ফুটে উঠবে।

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

বেহালা ফ্রেন্ডস

বেহালার অন্যতম পুজোগুলির মধ্যে রয়েছে ‘বেহালা ফ্রেন্ডস’। প্রতি বছরই এই পুজো মণ্ডপ থিমের বিষয়ে বৈচিত্রের অভিনবত্বে নজর কাড়ে দর্শনার্থীদের। দূরদুরান্ত থেকে মানুষের আগমন ঘটে এই পুজো প্যাণ্ডেলে। গত বছর এই পুজো মণ্ডপের থিম ছিল ‘মার্গদর্শন’।
৫৯ তম বর্ষে তাদের এবারের থিমের নাম ‘মঙ্গলালোকে’।

“মহিমা তব উদ্ভাসিত, মহাগগন মাঝে,
বিশ্বজগত মনিভুষন,
বেষ্টিত ভরণে।”

সত্য ও সুন্দরের উপস্থাপনা, দিগন্তে উদ্ভাসিত যে সত্তা, বিশ্বাগত মুখর তারই কামনায়। কবিগুরুর এই সুরই এবারের দেবী আরাধনায় নৈবেদ্য। ধর্মীয় মৌলবাদ, ক্ষমতার আস্ফালন সকল অহেতুক বিভেদ-এর পরিখা ঘিরে রয়েছে চারপাশ- আনাচ কানাচ। অর্থহীন এই জীবনে শাশ্বত-সত্ত্বা চিরন্তন শান্তির দূত হয়ে আসুক, শব্দ আর সুর নিয়েই হোক আমাদের প্রার্থনা।

পরিকল্পনা ও নির্দেশনা: বিশ্বনাথ দে
আলো: প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী
প্রতিমা: নব কুমার পাল
আবহ: আশু চক্রবর্তী

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

বেহালা নূতন সংঘ

৬৫ তম বর্ষে শিল্পী তিমির ব্রক্ষের ভাবনায় এবারের থিমের নাম 'আবাহন'।

পুজো কমিটির তরফে জানানো হলো, এবছর মায়ের আগমন হোক নারী ক্ষমতায়নের মাধ্যমে। মাভৈঃ বাণীর মন্ত্রে এগিয়ে চলুক নারীরা, নারী শক্তি দিয়ে আবাহন হোক দুর্গার, নারীর কোমল সত্ত্বা জেগে উঠুক তেজস্বিনীরূপে। মহা তেজ আগুন রূপে জ্বলে উঠুক প্রতিটি নারীর মধ্যে।

শিল্পী: তিমির ব্রক্ষ
প্রতিমা: শিল্পী সৌমেন পাল

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP
www.rojkarananya.in

বেলেঘাটা সন্ধানী

বেলেঘাটার বুকে নামকরা পুজো গুলির মধ্যে অন্যতম এই পুজো। মাতৃ আরাধনার শুরু ১৯৭০ এ। প্রথমে সাবেকী পুজো হলেও গত ৭ বছর ধরে এরা থিম পুজো করেন। দুর্গোৎসবের ৫৫ তম বর্ষ এবারের থিমের নাম- "প্লাটফর্ম নং ১/৩'।

শিল্পী সোমনাথ দলুই এর ভাবনা অনুযায়ী, আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দৃশ্য বস্তু বা ঘটনা দেখি সেই সবকিছুই আমাদের অবচেতন মনে একটা কল্পনার সৃষ্টি করে। আমাদের অবচেতন মনে প্রশ্ন জাগে আচ্ছা বিষয়বস্তু বা চিত্রটা "যদি এইরকম হতো"। এই প্রশ্নচিহ্ন থেকেই শিল্পী বাস্তব চিত্রকে এক অন্য আঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্ঠা করে। শৈল্পিক ভাষায় যাকে SURREALISM বা অধিবাস্তব বলা যায়। এই বছর আমাদের সেইরূপ এক প্রচেষ্ঠার উপস্থাপনা হয়েছে, যেখানে একটি PLATFORM কে অধিবাস্তবতার মোড়কে তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে আমরা অনুভব করতে পারি PLATFORM কি এইরূপ হতে পারে? একটি স্টীম ইঞ্জিন কি উড়তে পারে? ট্রেনের মধ্যে লোক কোথায় ওখান থেকে তো জিরাফের মুখ দেখা যাচ্ছে। ট্রেনের কামরা গুলো উড়ে বেড়াচ্ছে! স্টেশনের টিকিট মাষ্টার, STD বুথ, গাড়ি, সিগন্যাল, টাইম টেবিল সবই যেন বড় অদ্ভুত সেই প্ল্যাটফর্মে আবার দেবী দূর্গার পূজা চলছে, যেখানে দেবী যেন কোন কল্পজগতের অধিষ্ঠাত্রী। সবকিছু নিয়েই এবারের প্রয়াস।

সৃজনে - সোমনাথ দলুই

মাতৃরূপ - পল্লব জানা

আলো - প্রবাল বোস

কীভাবে যাবেন: বেলেঘাটা থানার সামনেই মণ্ডপ। বেলেঘাটা থানার সামনে গেলেই দেখতে পাবেন পুজোর মণ্ডপ।

*

CLICK HERE

TO LOCATE ON GOOGLE MAP

বিবেকানন্দ পার্ক অ্যাথলেটিক হরিদেবপুর

এই বছর ৫৪ তম বর্ষে পা দেওয়া এই বিখ্যাত পুজোর ঠিকানা ১৩, বিবেকানন্দ পার্ক, হরিদেবপুর, কলকাতা ৮২। পুজোর থিমের নাম Barricade ‘obstacle’.

সময়ের অসহায়তা এবং বিশ্বাসঘাতকতা যখন বাতাসে ভরে যায় তখন সময় আসে বিদ্রোহের। প্রাণহীন কৃত্রিমতার পৃথিবীতে, কোনোরকম আবেগ ছাড়া, ক্রীড়নকসম চালচলনের সীমাবদ্ধতায় মানুষ হয়ে ওঠে প্রাণহীন যন্ত্রের মতো। মানুষ ই তো মানুষের প্রতিচ্ছবি।
একদিন এই সমস্ত সীমাবদ্ধতার সীমানা ভেঙ্গে বন্ধুত্বের জয়ধ্বনি বাজবে। হাতের মুঠোয় ঘনিষ্ঠতার বন্ধন আরো গাঢ় হবে। হাজার হাজার প্রশ্নের এই একটাই উত্তর।

সৃজনে শিব শংকর দাস
প্রতিমা সুব্রত মৃধা
থিম মিউজিক রাজীব, নম্রতা

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

দমদম পার্ক ভারতচক্র

প্রতিবার মণ্ডপ সজ্জায় বিশেষ ভাবনার সাক্ষর রাখে এই পুজো কমিটি। গত বছর এই পুজোর থিম ছিল ‘ভ্রান্তি’। শিল্পী অদিতি চক্রবর্তীর পরিকল্পনায় এই পুজো কমিটির এবারের থিমের নাম ‘উড়ান’।

পুজোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুজো কমিটির তরফে জানানো হলো, কিশোরগঞ্জের তাঁতিপাড়ার গলিগুলো এখন গুমরে মরে। আজ থেকে তিনশো সাড়ে তিনশো বছর আগে এখানেই জমে উঠতো রোজকার জামদানি বোনার গল্প। আগমন ঘটতো রাজা, বাদশার। কিশোরগঞ্জের তাঁতিদের নকশাকাটা জামদানি কাপড় উঠতো দিল্লির নবাব, বিলেতের সাহেব- সুবোদের অঙ্গে। কিন্তু সেইদিন হারিয়ে গেল দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে। রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেল। পরাধীন দেশে দেশীয় মানুষ তাঁতিদের দাম দিতো না। ধীরে ধীরে জামদানি হারিয়ে গেল কালের গহ্বরে।

দিন বদলেছে। বর্তমানে জামদানি তার হৃত গৌরব ফিরে পাচ্ছে। বর্তমান বাজারে জামদানির উচ্চমূল্য ও বিপুল চাহিদার কারণে বাংলাদেশের এই শিল্পে নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে। বাংলাদেশের সীমা পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও জামদানি বুনন উঠছে তাঁতে। বর্ধমান, ফুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। আবার সেই গঞ্জের হাট থেকে বিশ্বের বাজারে জামদানি ফিরে এসেছে স্বমহিমায়। তাঁতিদের আজ শিরদাঁড়া শক্ত হয়েছে। সেই শিরদাঁড়ায় ভর দিয়ে তারা আজ স্বপ্নের উড়ান ভরছে তাদের ডানায়।

তাঁতিরা মনে করে এমন আনন্দের দিন তারা ফিরে পেয়েছে একমাত্র মায়ের আশীর্বাদের গুনে। সব মায়ের মধ্যেই তো মা দুর্গা বিরাজ করেন। তিনিই তাদের এই দুর্গতি নাশ করেছেন। মা যেমন সন্তানের কষ্ট দেখতে পারেনা তেমনি মা দূর্গা তাঁর সন্তানের অন্তরের কান্না, অন্তরের ডাক শুনতে পান। তাই তো আজ তিনি তাঁতিদের সুখের দিন ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাদের শিরদাঁড়ায় পুরে দিয়েছেন অটল বিশ্বাস, নিজের প্রতি আস্থা। সেই জোরেই আজ তারা শক্ত ডানায় ভর করে উড়ান ভরতে তৈরি। তাঁতিদের কাছে আজ জামদানি শাড়ী মায়ের মাঝে বিরাজিত মা দুর্গার দেওয়া আশীর্বাদ বা মায়ের আঁচল। যার নিচে নিশ্চিন্তে আশ্রয় পাওয়া যায়। মায়ের ওই বরাভয় মুদ্রায় তাঁতিরা খুঁজে পাচ্ছে তাদের নির্ভরতা। সেই নির্ভরতাই তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

দমদম পার্ক তরুণ সংঘ

৩৯ তম বর্ষে এবারের নিবেদন ‘বান নয় প্রানের পক্ষে মুক্তধারা’। সৃজনে রয়েছেন শিল্পী অনির্বাণ দাস।

“আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে?
আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন,
সে কি অমনি হবে?”

‘মুক্তধারা’ নাটকে বৈরাগী ধনঞ্জয়ের মুখে এই গান দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বেজেছিল ‘ভৈরব’-এর তাণ্ডবধ্বনি। যে তাণ্ডবের সামনে যন্ত্ররাজ বিভূতির বাঁধ বিকল হয়ে পড়ে।

রূপকের আড়ালে ‘মুক্তধারা’ নাটক অনেক কথাই বলে যায়। তবে নদীবাঁধের যে সংকট, তা কি শুধুই রূপক? অন্তত গত একশো বছরের পৃথিবীর দিকে তাকালে সংশয় জাগে বৈকি! একের পর এক বাঁধ যখন বিকল হয়ে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে নদীর স্রোতের সামনে – তখন সেই তাণ্ডবের হাত থেকে রেহাই নেই কারোরই। এক একটি দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে ২০ হাজারেরও বেশি মানুষের। কোথাও আবার সংখ্যাটা কয়েক লক্ষ। তবে দুর্ঘটনা বললেই কি সবটুকু বলা হয়? নাকি প্রকৃতিকে বাঁধতে চাওয়ার অনিবার্য পরিণতি এমনই? কিছু বছর আগেই বিশ্বভ্রমণে জাপান, জার্মানি, ইতালিতে নগরসভ্যতার সেই অনিবার্য পরিণতিকেই হয়তো প্রত্যক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

‘একাকী, অখণ্ড সম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন’ প্রকৃতি, যার ‘অসীমনীল ললাটে বুদ্ধির রেখামাত্র নাই, কেবল প্রতিভার জ্যোতি চিরদীপ্যমান।’ তারই সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে আছে মানুষের অস্তিত্বও। পঞ্চভূতেই সৃষ্টি, পঞ্চভূতেই সমস্তকিছুর লয়। ‘মুক্তধারা’-র যুবরাজকেও তাই আমরা পাই ঝর্ণাতলে পরিত্যক্ত এক শিশুর রূপে। সেই ঝর্ণার স্রোতেই আবার মিলিয়ে যান তিনি। সেই ‘অক্ষিত, অচ্যুত’ প্রকৃতিকে বেঁধে রাখার সাধ্য কার আছে? রবি ঠাকুরের কথায়, “ভাঙনের যিনি দেবতা... তাঁর জন্য যেসব ছিদ্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না।”

ভাঙনের যে দেবতা, তিনিই তো সকল মুক্তির আধার। ভৈরবের তাণ্ডবের ধ্বনিতেই তাই বেজে ওঠে স্রোতের মুক্তির গান। বিস্মিত হন রাজা। প্রশ্ন করেন, ‘এ কী কাণ্ড!’ বৈরাগী ধনজয় জানান, ‘বাঁধ ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েছে।’ ধ্বংসলীলার মধ্যেও উৎসবের ডাক আসে, প্রকৃতির পথে সামিল হন প্রতিটা মানুষও।

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

অনন্যা

॥ পুজোর পাঁচালী ॥

উৎসবের সূচিপত্র ২০২৪

কেষ্টপুর প্রফুল্ল কানন পশ্চিম অধিবাসীবৃন্দ

কেষ্টপুর প্রফুল্ল কানন পশ্চিম অধিবাসীবৃন্দের এবছরের পুজোর থিমের নাম (৫০ + ১ = ৫১) ৫১ হোক জীবনের জয়গান।সমগ্র পরিকল্পনায় রূপচাঁদ কুন্ডু। একইসঙ্গে কলকাতায় প্রথমবার তৈরি হতে চলেছে সম্পূর্ণ কনক্রিটের তৈরি মন্ডপ।

শিল্পীর ভাবনা অনুযায়ী, আমাদের পঞ্চভূতের মানব শরীরে পঞ্চাশ টি প্রধান অংশ, বাকি একটি অংশ যা গোপনে রয়েছে তা হলো তৃতীয় নেত্র, তাকে জাগ্রত করতে হয়।
শিব সতীর শবদেহ নিয়ে তান্ডব শুরু করলে, বিষ্ণু জগৎকে রক্ষার জন্য সুদর্শন চক্রের সাহায্যে সতীর শরীরকে ৫১ টি টুকরো করে ফেলেন। যা কিনা ৫১ সতী পীঠ হিসেবে বিখ্যাত।
আবার অন্যদিক থেকে,
একান্ন কথার অর্থ, এক + অন্ন = একান্ন অর্থাৎ এক হাঁড়িতে অনেকের জন্য অন্ন। যা কিনা একসময় একান্নবর্তী পরিবার হিসেবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙ্গে যায়। একান্ন অথবা সংখ্যা ৫১ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চভূতের শরীর আর উন্নত মন নিয়ে এই প্রকৃতিতে সকলে একসাথে মিলেমিশে থাকাটাই জীবনের উৎসব বা প্রকৃতির উৎসব তথা প্রকৃতির দেবী দুর্গার উৎসব।

*

CLICK HERE

TO LOCATE ON GOOGLE MAP

AK BLOCK SALTLAKE

সল্টলেক এ কে ব্লক

১৯৮৮ সালে পুজোর শুরু সল্টলেক এ কে ব্লকের। ৩৬ তম বর্ষে এবারের পুজোর থিমের নাম বারি বিন্দু।

ভাবনা ও সৃজনে রয়েছেন শিল্পী ভবতোষ সুতার। বিশ্ব উষ্ণায়ন, জলস্তর কমে যাওয়ার সমস্যার একমাত্র সমাধান বৃষ্টির জল সংরক্ষণ। ঠিক এই দিকটাই ফুটে উঠছে সল্টলেকের এ কে ব্লক অ্যাসোসিয়েশনের পুজোর এবারের থিমে।

পুজোর কর্মকর্তাদের ভাবনা অনুযায়ী, পৃথিবীতে তিন ভাগ জল। এর মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ বিশুদ্ধ জল। বিশুদ্ধ জলের ৬৫ শতাংশ হিমবাহ। মাত্র ১ শতাংশ নদী, খাল, বিল, পুকুরে প্রবাহিত হয়। মাত্র ০.৩ শতাংশ জল মাটির তলায়। সেই টুকু জল ৮০২ কোটি মানুষের ভরসা। ভরসা আর কত দিন?

বিশ্ব উষ্ণায়নে প্রতিদিন বাড়ছে সমুদ্রের জলস্তর। একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর মাটি। মাটির উপরে সাগর, মাটির নিচে শূন্যতা ! শুধু লবন হ্রদেই প্রতিদিন ছোটো, বড়, মাঝারি ২১৭ টি নলকূপ থেকে ১৭৮৩২ কিউব মিটার জল উঠছে জীবনের প্রয়োজনে। এই উপনগরীর মাটির গভীরে প্রতি বছর গড়ে ৩৩০০৯ কিউব মিটার জল শূন্য হচ্ছে। সেই শূন্যতা দখল করছে বিদ্যাধরী, মাতলার নোনা জল। পানীয় জলের আকালে শুকিয়ে যাচ্ছে বসুন্ধরার আত্মা, সঙ্কুচিত হচ্ছে পরমা প্রকৃতির জঠর। মাটির তলায় লবণ জলের জোয়ার ভাটা, মাটির উপরে কংক্রিটের চাদর। একমাত্র ভরসা বারিবিন্দু। সংকল্প তাই জল সংরক্ষণ। আকাশের জলে মাটির অন্তরের তৃষ্ণা মেটানোই হোক অঞ্জলি। পরমা প্রকৃতির শূন্য কলসে বারিবিন্দু অর্পণ হয়ে উঠুক আগামীর উপাচার।

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

দমদম পার্ক সার্বজনীন

দমদম পার্ক সার্বজনীন

এবছরের পুজোর থিমের নাম ‘মানব জমিন’। শিল্পী দেবতোষ কর এর পরিকল্পনা এবং প্রতিমা রূপদানে ৭৩ তম বর্ষে দমদম পার্ক সার্বজনীন এর পূজা প্রাঙ্গণে উঠে আসবে প্রকৃতি এবং মানব জীবনের চিরন্তন সম্পর্কের নকশিকাঁথা।

তাদের এবারের ভাবনা, যে কোনো নান্দনিক এবং সুশৃঙ্খল নগরায়ন শহর বিন্যাসের সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ। নিসর্গ চিত্রের (ল্যান্ডস্কেপ) সঙ্গে রয়েছে এর নিবিড় সম্পর্ক।

নিসর্গ চিত্র প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য রচনার চিত্রকলা এর মাধ্যমে একটি অঞ্চল, দেশ বা পুরো জগতকেই বিরামহীন সৌন্দর্যে পরিণত করা যায়। ক্লান্তিকর নাগরিক কোলাহল এবং একঘেয়েমি দূর করতে নিসর্গ চিত্র সফল ভাবে কাজ করে থাকে। নান্দনিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচিত হয়ে, বিশেষ করে ঘরানার মধ্যে, শহরাঞ্চলের একটি চিত্রিত উপস্থাপনার মাধ্যমে আমাদের এবারের মাতৃবন্দনা। স্থাপত্য এবং নিসর্গ চিত্র একে অপরের পরিপূরক।

দেশ এগোচ্ছে, এর সাথে মানুষের রুচি বোধেরও পরিবর্তন ঘটেছে। যাপিত জীবনধারায় আসছে বদলের ছোঁয়া। তাই বসবাসের এলাকা হয়ে উঠছে পরিবেশ এবং প্রকৃতি বান্ধব। সাম্প্রতিক অতিমারী মানুষের চেতনায় নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে প্রাকৃতিক জীবনের তৃষ্ণা। শহর পরিকল্পনায় নিসর্গ চিত্র (ল্যান্ডস্কেপ) যোগ করবে সেই আকাঙ্খার বাস্তব রূপায়ণ, কারণ মানুষ প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সমগ্র পরিকল্পনা ও মাতৃ কল্পে: শ্রী দেবতোষ কর আবহ: শ্রী চক্রপানি দেব
আলোক সজ্জা: বিশ্বজিৎ ঘোষ

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP
www.rojkarananya.in

অনন্যা
॥ পুজোর পাঁচালী ॥
উৎসবের সূচিপত্র ২০২৪

দমদম পার্ক যুবকবৃন্দ

দমদম পার্ক যুবকবৃন্দ

"এই উৎসব ভিটে মাটির টান, এই উৎসব ঘরে ফেরার গান।"

অপূর্ব এই ভাবনা নিয়ে দমদম পার্ক যুবকবৃন্দ পুজো কমিটির এবারের থিমের নাম, 'ভিটে মাটির টান'।

পুজোয় কী শুধু উমা ফেরেন বাপের বাড়ি? সঙ্গে বাড়ি ফেরেন বহু মানুষজন। ঘরের টানে, ভিটে মাটির টানে। এ যেন এক অদৃশ্য শক্তি যা তার মায়াবী জাল বিস্তার করে এবং অদ্ভুত ভালোবাসার এক হাতছানিতে আমাদের বাধ্য করে ফিরে আসতে আমাদের সেই জন্মভূমিতে, সেই ভিটেতে।

কি এই ভিটের টান? যা অনুভব করে বিদেশে কর্মরত সেই ছেলেটি যে এককালে তার ভিটে ছেড়েছিলো, নিজের স্বপ্ন ছোঁয়ার উদ্দ্যেশে। সেই মেয়েটিও যেন সেই একই টানে চঞ্চল হয়ে ওঠে, যখন ক্রোশ মাইল দূরে শরতের আকাশে দেখা দেয় সাদা তুলোর মতো মেঘগুলি। এমনকি হয়তো দেবী দুর্গাও নিজেকে সমর্পন করেন এই টানের কাছে, তাই হয়তো বছরে একবারটি হলেও, কৈলাশ ছেড়ে তিনি ফিরে আসেন এই পৃথিবীতে, তাঁর ভিটে তে।

কি এই শক্তি? কি এই অদ্ভুত আকর্ষণ? যা কিনা সেই বাতানুকূল যন্ত্রের লোহার খাঁচা থেকে মুক্ত করে, উন্নতির উচ্চাকাঙ্খাকে , অত্যাধুনিক সিমেন্ট এর জঙ্গল কে পেছনে ফেলে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসে সেই সাধারণ, পুরাতন, অথচ প্রকৃতি ও মানুষের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এই ভালোবাসার অপরূপ মাটি তে?

এই টান কি শুধুই সেই মানুষগুলির যারা আমাদের অতি পরিচিত, পিতামাতার আশীর্বাদ ও ভালোবাসার কোমল ছোঁয়ার? নাকি আমাদের বাল্যকালের স্মৃতির , যা ছড়িয়ে আছে সেই মাটির দেয়ালের ঘরের প্রতিটি কোনায় এবং নিজের ব্যবহারের পুরোনো সেই সব বস্তুতে? নাকি এই টান সেই মাঠ, সেই পুকুর, সেই তেঁতুল গাছটির প্রতি?

অজানা এর উত্তর আজ ও, কিন্তু এইটুকু জানা, যে যখনই গাছের ডালে শিউলির দেখা মেলে, শরতের হাওয়াতে আত্মহারা হয়ে নেচে ওঠে কাশফুলগুলি, ঢাকে কাঠি পড়ে, উৎসবের সূচনা হয়, ঠিক তখন আমরা শুনতে পাই অদৃশ্য এক ডাক। এবং তাকে অবহেলা না করতে পেরে সেই শক্তির কাছেই ম্লান হয়ে আমরা সব্বাই যারা পেটের টানে ছড়িয়ে যাই চারিদিকে, ভিটের টানে -- মাটির টানে , ফিরে আসি বারবার এই ভিটে তে।

*

CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP
www.rojkarananya.in

মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ

প্রতিবছরই অভিনব থিমের পরিকল্পনা করে সকলের নজরে উঠে আসে শহরের নামজাদা দুর্গাপুজো কমিটি মাষ্টারদা স্মৃতি সংঘ। এবছর ও তার ব্যতিক্রম নয়। ৭২ তম বর্ষে এবারের থিমের নাম সভ্যতার রক্ষা কবচ। সম্পূর্ণ পরিকল্পনায় রয়েছেন মানস রায়।

এই বিশেষ থিম সম্পর্কে ক্লাব কর্তারা জানাচ্ছেন,বই সভ্যতার রক্ষাকবচ। একথা আমরা সবাই জানি। এবং মানি। এবারের দুর্গাপুজোয় কেষ্টপুরের মাস্টার দা স্মৃতি সংঘের ভাবনায় সভ্যতার রক্ষাকবচ নারী সুরক্ষা। রবিবার দুর্গাপুজোর থিম প্রকাশ করল কলকাতার এই দুর্গোৎসব কমিটি। চলতি বছরে তাদের থিম 'সভ্যতার রক্ষাকবচ'।

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

মিতালী ফাঁকুরগাছি

বাঙালির কাছে সকল শক্তির উৎস হল একদিকে জন্মদায়িনী মা, অন্যদিকে বরাভয়দায়িনী মা দুর্গা। মা দুর্গা আমাদের সমস্ত শক্তির উৎস, যাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের জীবনযুদ্ধে শামিল হতে হয়। কিন্তু মায়ের পুজোয় বাহ্যিক আড়ম্বরের কি প্রয়োজন? ভক্তিভরে উপাসনা টুকুই তো সব। এমনই পরিকল্পনা নিয়ে তাদের এবারের থিমের নাম 'উপাসনা'। সৃজনে রয়েছেন শিল্পী প্রশান্ত পাল।

বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গেলেও, মা এর বিকল্প আজও তৈরি করতে পারেনি। এক মা যে আমার জন্মদাত্রী, আমায় জগতের আলো দেখিয়েছেন। আরেকজন মা যে আমার সমস্ত শক্তির উৎস, যার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমার জীবন যুদ্ধ অতিবাহিত হয়। তাই, যে মা আমার সব সুখ- দুঃখের ভাগীদারি, যার কাছে আপনার সমস্ত আবদার, অভিযোগ তাকে কাছে কিসের আড়ম্বর, কিসের বাহ্যিকতা?

নাই বা থাকল জাঁকজমক, নাই বা থাকল আড়ম্বর তাই বলে কি আমার মা অন্যদের থেকে কোনো অংশে কম? আমার মায়ের গা-য়ে নাই বা থাকল দামী অলংকার, জমকালো পোশাক তাই বলে আমার জগৎ জননী মায়ের রূপ-তেজের কি আছে কোনো অভাব?

এই নীল আকাশের নিচে, বাঁশ বাগানের মাঝে আমার মায়ের নিবাস। আমার মনের যে প্রার্থনা, যে ভক্তি- তাই আমার একমাত্র শক্তি; সেই ভক্তির শক্তি দিয়েই মায়ের উপাসনা করি দিন-রাত। আমার মায়ের আরাধনায় লাগে না কোনো লোক দেখানো জাঁকজমক, দাম্ভিকতা; লাগে অন্তরের ভক্তি, হৃদয় থেকে উপাসনা করার বাসনা। এই উপাসনা-তেই আমার নির্বাণ, আমার মুক্তি।

*

CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

অনন্যা
পুজোর পাঁচালী
উৎসবের সুচিপত্র ২০২৪

হাতিবাগান সর্বজনীন

HATIBAGAN SARBOJANIN

৯০ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এবারে তাঁদের পুজো। বিষয় ভাবনা ‘প্রকরন’। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিল্পী নকশাকার সুশান্ত শিবানী পাল।

শিল্পীর ভাবনা অনুযায়ী, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ভৌগলিক অবস্থান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সেখানকার উপনিবেশিক স্থাপত্যে প্রতিফলিত হয়। বর্তমান সময়ে সামাজিক বিবর্তনে বিশ্বায়ন আর নগর উন্নয়নের প্রভাবে শহরের ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলি যেন একরকম হয়ে “যাচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে এই উন্নয়ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই নান্দনিক ভাবে ঐ সকল ঐতিহ্যবাহী গঠন শৈলীর সংস্করণ বা বিবর্তন অত্যন্ত আবশ্যিক। এখানকার উপস্থাপনা সেরকমই এক ‘প্রকরণ’ এর খসড়া চিত্রের বিন্যাস।

*

CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান ক্লাব

এবছর ৬২ তম বর্ষে পা দিল গড়িয়াহাটের হিন্দুস্তান ক্লাবের পুজো। দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত এই পুজো দেখতে ভিড় উপচে পড়ে প্রতি বছর। এই বছর তাদের পুজোর থিমের নাম "বন্ধনহীন গ্রন্থি"।

শিল্পী শিব শংকর দাসের ভাবনায়, রাজপথ থেকে গলিপথ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবলম্বন হিসেবে পথ এবং পথের যান সঙ্গী হয়ে আছে। যে বায়ু দূষণ মুক্ত যান রাজপথ থেকে গলিপথ ধরে আমাদের আঙিনায় পৌঁছে দেয় সেই মাধ্যম হল "রিক্সা", যা পৃথিবীর বহু দেশেই দেখা যায়। বাবা ঠাকুর্দার আমল থেকে আজ অবধি রিক্সা এবং রিক্সাওয়ালাদের জীবনযাত্রার হয়েছে অনেক বিবর্তন। রিক্সা, রিক্সাওয়ালা এবং ইতিহাস এই-ই গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান ক্লাবের এবছরের পুজোর গল্পগাঁথা।

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

জগৎ মুখার্জী পার্ক

৮৮ তম বর্ষে জগৎ মুখার্জি পার্ক পুজো কমিটির এবারের থিমের নাম' প্লাটফর্ম হাওড়া ময়দান'। দেশের প্রথম মেট্রোরেল কলকাতা মেট্রোর ৪০ তম বর্ষ উদযাপনের আবহে তৈরি হয়েছে এই মন্ডপ।

ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকদের মতে হরপ্পা সভ্যতার শেষভাগে, অর্থাৎ আনুমানিক ১৯০০ থেকে ১৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ভারতীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র সিন্ধু উপত্যকা থেকে সরে আসে গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে। বৈদিক যুগেও একমাত্র ঋগ্বেদ বাদে বাকি তিন বেদেই গঙ্গার ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তারপর মৌর্য থেকে মুঘল ইতিহাসের এই সুদীর্ঘ যাত্রার রঙ্গমঞ্চ ছিল গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল। গঙ্গার উৎস গোমুখের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে হলেও উত্তরাখন্ডের দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী ও অলকানন্দার মিলিত স্রোতধারাকেই ভারতীয় সংস্কৃতিতে গঙ্গার মূল প্রবাহ বলে মনে করা হয়। ভারতের পাঁচটি রাজ্য অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় দুভাগে বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ-পূর্বে পদ্মা নামে বাংলাদেশ ও দক্ষিণে ভাগীরথী নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রায় ২৫১০ কিলোমিটার যাত্রাপথে ভারতীয় সভ্যতাকে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা করে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। আজ ভারতের প্রায় ৪০ শতাংশ জনসংখ্যার জীবন-জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সুবৃহৎ এই গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় জনজীবনে, কৃষি, অর্থনীতি, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-ইতিহাস, সবই হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে এই গঙ্গার যাত্রাপথের দু- ধারে। যেন চলমান ভারতের এক নিখুঁত প্রতিরূপ।

কলকাতার মত বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন শহরের প্রাণ-প্রবাহও এই পতিতপাবনী গঙ্গা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য নাগরিক সভ্যতার ন্যূনতম দায়িত্বটুকুও আমরা সঠিকভাবে পালন করতে অপরাগ। তাই যে নদীকে আমরা মাতৃজ্ঞানে পুজো করি, তার শরীরের গভীর দূষণের ক্ষত নিয়ে আমরা দায় এড়িয়ে যাই। গঙ্গা গর্ভে আজ মেট্রোরেলের যাত্রাপথ তৈরি হয়েছে, যা এ শহরের জীবনধারায় নতুন রক্ত সঞ্চার করেছে। আর একই সাথে সভ্যতার বর্জ্য আর পরিত্যক্ত সামগ্রীর দুষণে ভরে উঠছে মাতৃরূপা গঙ্গা। নদীমাতৃক সভ্যতায় নদী বিপন্ন হওয়ার অর্থ শিয়রে শমন, অথচ সেদিকে আমরা ভ্রূক্ষেপও করি না। জনসচেতনতার এই বার্তা নিয়ে শিল্পী সুবল পালের পরিকল্পনা ও সার্থক রূপায়নে জগৎ মুখার্জ্জী পার্কের ৮৮ তম বর্ষে এবছরে যুক্ত হয়েছে দেশের প্রথম মেট্রোরেল কলকাতা মেট্রোর ৪০ তম বর্ষ উদযাপনের আবহ। ১৯৮৪ র ২৪ শে অক্টোবর যে পথচলা শুরু হয়েছিল সারা দেশের মধ্যে প্রথমবার এই কলকাতা শহরের মাটির তলা দিয়ে, আজ ৪০ বছর পার করে সেই মেট্রোরেল গঙ্গাগর্ভে পারি দিয়ে পৌঁছে গেছে হাওড়া ময়দান। গঙ্গার দুই তীরের দুই শহর আজ এক অনন্য ইতিহাসের শরিক।" প্ল্যাটফর্ম হাওড়া ময়দান" তাই নিছক একটা মেট্রোরেলের স্টেশন নয়। এ যেন এই ৪০ বছরের এক সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল যাত্রাপথের স্বাক্ষর, কলকাতা ও হাওড়ার বিকল্প প্রাণ-প্রবাহ। এবছর তাই আমাদের মাতৃ আরাধনায় রূপকল্প দূষণ রূপ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে গঙ্গা রূপী মাতৃশক্তি দুর্গার বিজয়গাথা।

কলকাতার থিম পুজোর পথিকৃৎ হিসেবে ইতিমধ্যেই স্বীকৃত জগৎ মুখার্জ্জী পার্ক তার সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে এবছর গঙ্গা দূষণের বিরুদ্ধে জনসচেতনতার বার্তা দিতে চায় এই শারদোৎসবের মঞ্চ থেকে। আমাদের ভাবনায় ও শিল্পী সুবল পালের উপস্থাপনায় এবার উঠে আসবে গঙ্গা গর্ভে দেশের প্রথম মেট্রোরেলের ঐতিহাসিক সূচনাকে কেন্দ্র করে কলকাতা মেট্রোর ৪০ তম বর্ষ উদযাপনের অনুষঙ্গে গঙ্গা দূষণ ও তার ভয়াবহতার মত জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনতার বার্তা। যার পোশাকি নাম- "প্ল্যাটফর্ম হাওড়া ময়দান "।

*CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

অনন্যা

॥ পুজোর পাঁচালী ॥

উৎসবের সূচিপত্র ২০২৪

খিদিরপুর পল্লী শারদীয়া

শিল্পী কৃশানু পালের পরিকল্পনায় এবারের থিমের নাম 'আকার'।

শিল্পীর ভাবনায় পুজো পুজো রব আসতেই হঠাৎ কেমন জেগে উঠলো আপাত হতাশ মানুষ গুলো। চারিদিকে দৈনন্দিন হাজারো লড়াই, কখনো স্বজন বিয়োগের যন্ত্রনা, কখনো কর্মজীবনে হঠাৎ এসে পড়া দুঃসময়। রাজা-রাষ্ট্র-রাজনীতির এক দুর্বিসহ সময়ে দাঁড়িয়ে ভোটের হার জিতের পর আস্তে আস্তে পুরো শহরটা এবার আচ্ছন্ন হবে পুজোর উৎসবে। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষগুলোর তো শুধু এটাই আছে। সাধ আর সামর্থ্যের লড়াইয়ের রোজনামচায় মোবাইল খুললেই সেলিব্রিটিদের বাড়াত নাচ ধনকুবেরের বিয়ের আসরে আর ঠিক তখনই মধ্যবিত্তের আসরে নামেন স্বয়ং দেবী দুর্গা।

দুর্গা আসলে দেবী নয়, সে তো আমাদেরই পরম আত্মীয়, তাই তো মা আসছে জানার পরেই মনটা অজান্তেই একটা খুশির আবেশে ভরে যায়। পুজো নিয়ে জরুরি মিটিং ডাকে কমিটি, সদস্যদের উপস্থিতিতে শিল্পী আসে, ঠাকুরের বায়না হয়। এবছরের ভাবনাও তৈরী, কিন্তু গোল টেবিলে না বসেও বাইরে রাস্তায় থেকেও সেই ভাবনার অংশ হয়ে গেলো আরো কিছু মানুষ। না না, ওরা পুজোর কেউ না, কারুর হয়তো ডিম সেদ্ধ আর রুটি বিক্রি হয় প্যান্ডেলের ঠিক গেটের জায়গাতেই। কারোর লন্ড্রি তো কারোর মুদির দোকান। কেউ বাজার নিয়ে বসে তো কোথাও চা এর দোকান। কারোর গাড়ির গ্যারেজ, আবার কারোর বাড়ির সামনেই প্যান্ডেলটা হবে। আগামী দুই মাসের জন্য বন্ধ থাকবে সামনের দিকের জানলা গুলো, নিজের সাধের গাড়িটা ও পার্ক করতে হবে দূরে কোথাও। কেউ কিছুদিন আগেই ফিরেছে হাসপাতাল থেকে, জোরে আওয়াজ হলে বুকের ব্যাথাটা বাড়ে, কারোর আবার পুজোর পরেই পরীক্ষা, এরকম অনেক গল্প দাড়িয়ে আছে পাড়ার দেওয়ালে দেওয়ালে। পাড়ার পুজো কি এই দেওয়াল ছাড়া হয়? পুজো কমিটিতে না থেকেও পুজোর প্রতি এদের সবার অকৃত্রিম ভালোবাসতেই তো বেরিয়ে পরে স্বগোতক্তি, "ধুত্তর দূর্গা" থেকে "দুন্না দুয়া"।

এবারের পুজো তাই এই মানুষগুলোকে নিয়ে, যেখানে দুর্গাপুজো ধর্মের বেড়া টপকে হয়ে ওঠে আপামর মানুষের মুক্তির উৎসব। আসলে দুর্গা মানেই তো লড়াই, দশ হাতের শক্তি ছড়িয়ে পরে সবার মন থেকে মননে, শুধু কমিটির নয়, এই পুজো পাড়ার, এই পুজো অঞ্চলের, এই পুজো গর্বের, আশিতিপর বৃদ্ধ বিকেলবেলা হাঁটতে বেরিয়ে বলে যায় পাড়ার পুজোর ইতিহাস, "তখন এত থিম ছিল না বাবা, আমরাই করতাম অফিস থেকে ফিরে" বলার সময় চিকচিক করা চোখ জানান দেয় হৃৎগৌরবের কথা, এই পুজো পল্লীর পুজো, আবেগের পুজো, পাড়ার প্রতিটা মানুষের সংযুক্তির পুজো, যোগদানের পুজো, এতগুলো মানুষের, বাড়ির, কাঠামোর, বৃত্তান্তের যোগদানে গড়ে ওঠে এক বৃহত্তর উদভাবনা, পুজোর রূপ আর শব্দের মিশ্রনে গড়ে ওঠে এলাকার এক নতুন "আকার" মুহূর্তেরা ফ্রেমবন্দি হয়, অনেকগুলো ফ্রেমের নিখুঁত বুননে আকারপ্রাপ্ত হয় সামগ্রিক অঞ্চল, এই গড়ে ওঠা আকারের মধ্যেই গথিত থাকে এলাকার ছোটোবড়ো দিনলিপির গল্পগুলো, পল্লীর সব মানুষের সমন্বয় আর যোগদান ছাড়া কখনোই গড়ে তোলা সম্ভব নয় উৎসবের এই "আকার", কালের গতিতে যা সার্বজনীন প্রয়াসে বিশ্বজনীনের বৃহৎ আকার ধারণ করেছে।

প্রতিমা নির্মাণ: জয়ন্ত পাল মন্ডপ নির্মাণ: সুজয় সাহা
আলোকচিত্র: অর্ণব মিত্র ও সোমনাথ নাইয়া
সহযোগিতা: অরিন্দম বেরা প্রচ্ছদ: প্রণয় ঘোষ
আলোক নির্মাণ: কাদের হুসেন
আবহ: আশু চক্রবর্তী

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

www.rojkarananya.in

অনন্যা
॥ পুজোর পাঁচালী ॥
উৎসবের সূচিপত্র ২০২৪

নবীন পল্লী

হাতিবাগান নবীনপল্লী

উত্তর কলকাতার হাতিবাগান এলাকায় ঘুরলে এখনও সারি সারি পুরনো বাড়ি, ব্রিটিশ-গথিক স্থাপত্য, অলিগলি, চিলেকোঠা এক অন্যরকম আবেশে ভরিয়ে তোলে। সেই প্রাচীন হাতিবাগান অঞ্চলে ১৯৩৪ সালে হাতিবাগান নবীন পল্লীর পুজোর সূত্রপাত।
৯১ তম বর্ষে এবারের পুজোর থিমের নাম থিয়েটার পাড়া। এমনই এক অভিনব পরিকল্পনা বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী রাজু সরকার।

পুজোর কর্মকর্তাদের কথায়,
হাতিবাগানের রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট আর থিয়েটার পাড়া এক সমার্থক শব্দ। যে রাস্তাটা আশির দশকে প্রতি শনি আর রবিবার দুপুর থেকে রাত অবধি পুলিশ দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হতো সেই রাস্তা আজ নিঝুম। কেনোনা হাতিবাগানের থিয়েটার পাড়া আজ অস্তমিত। স্বাধীনতার পরে সুস্থ বিনোদন যে মানুষের জীবনযাত্রায় কতটা কার্যকরী তা পেশাদারী থিয়েটার একটা সময় করে দেখিয়েছে। শ্যামলী, উল্কা, সেতু এইসব নাটকগুলি তার জলন্ত উদাহরণ। প্রাক স্বাধীনতা আমলে গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, শিশির ভাদুড়ী থেকে শুরু করে বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী ইত্যাদিরা যেভাবে বিভিন্ন সামাজিক ও পৌরাণিক নাটক দিয়ে মঞ্চ আলো করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করে গেছেন তা ভোলার নয়। ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের কথায় "থিয়েটারে লোকশিক্ষে হয়"। কিন্তু ৮০র দশকে বিশেষ করে টেলিভিশনের জনপ্রিয়তায় এই পেশাদারী থিয়েটারের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং তা ক্রমশ অবলুপ্ত হতে থাকে। বিশ্বরূপা আজ বহুতল, রঙমহল আজ শপিং মল, সারকারিনা ভগ্নপ্রায়, স্টারে আর থিয়েটার হয় না, রঙ্গনাও অস্তমিত। তাই মঞ্চের সাথে হাতিবাগানের পেশাদারী থিয়েটার পাড়াটাও আজ অবলুপ্ত। হাতে গোনা দু একটি বিক্ষিপ্ত প্রয়াস হচ্ছে কিন্তু তাই দিয়ে ইতিহাসের ধারাকে চালু করা যায় না।

তাই আসুন না, আবার আমরা সবাই একবার নতুন করে পেশাদারী থিয়েটারের ইতিহাস রচনা করি। চেষ্টা করি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ভগ্নপ্রায় মঞ্চগুলির পুনরুদ্ধার করতে। জনমানসে হাতিবাগানের এই থিয়েটার পাড়াকে আবার স্বমহিমায় পুনরুজ্জীবিত করতে।
তবেই তো সার্থক হবে আমাদের এই বছরের বিষয়ভাবনা।

সৃজনে: রাজু সরকার
আলোক নির্দেশনা: শ্যামল দাস
আবহ: শান্তি সরকার

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP
www.rojkarananya.in

অনন্যা
॥ পুজোর পাঁচালী ॥
উৎসবের সূচিপত্র ২০২৪

হিন্দুস্থান পার্ক সার্বজনীন

এবছর ৯৪ তম বর্ষে পদার্পণ করলো এই পুজো। এবছর থিমের নাম 'কল্প ঋতুর গল্প গাঁথা'। সৃজনে রয়েছেন, মলয়, শুভময়।

পুজো কমিটির ভাবনা অনুযায়ী,
ভালোবাসা, সৃজনশীলতা ও মানবিকতার পরিপন্থী। যুদ্ধ হলো এক বিষাক্ত ভাইরাস যা সুন্দর পৃথিবীটাকে করে অসুস্থ ও সর্ব অর্থে দুর্বল। সাম্রাজবাদী যুদ্ধবাজদের রক্তচোখ প্রতিনিয়ত সন্ত্রস্ত করছে শান্তিকামী মানুষের অন্তরাত্মাকে।

যদি এমন হতো? সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এসেছে এক নতুন ঋতু - যেখানে যুদ্ধ নেই, হানাহানি নেই, আছে শুধু আনন্দ উৎসব। সেই পৃথিবীতে নেই কোন কাঁটাতারের বেড়া, নেই পাসপোর্ট ভিসার নিয়মের দখলদারি। সৈন্যরা অস্ত্র ফেলে মাতছে উৎসবের খুশিতে আর রণক্লান্ত ধ্বস্ত মানুষ ধ্বংসের ছাই থেকে ফিনিক্স-এর মত ডানা মেলেছে নির্বাধ উড়ালে। পুরো পৃথিবী যেন রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও ব্যক্তিগত বিভেদ ভুলে হয়ে উঠেছে একপ্রাণ একাত্মা। এই নতুন কল্প ঋতুতে মায়ের আবাহনে সবাই খুশিতে মাতোয়ারা। মায়ের চরণে প্রার্থনা - বিশ্ব মানসে এই উৎসব ঋতু হোক অশেষ, অক্ষয়।

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

কালীঘাট মিলন সংঘ

কালীঘাট মিলন সংঘ মানেই থিমের চমক। প্রতিবছরই কোনও না কোনও সাম্প্রতিক বিষয়কে নিয়ে পুজোর থিম ভাবনা থাকে এই ক্লাবের। শারদোৎসবের ৮১ তম বর্ষে শিল্পী বিশ্বনাথ দে র ভাবনায় তাদের এবারের থিমের নাম ‘মানতপুরী’।

মানবজীবনের অভিলাষা সীমাহীন দিগন্তে প্রসারিত, আশা আকাঙ্খার দোলাচলে সর্বোচ্চ শিখর ছুঁতে চাওয়ার আকুতি আর মায়ের পা-এ সমর্পন, এই নিয়েই আমাদের এবারের নিবেদন ‘মানতপুরী’। উপাচারের নৈবেদ্যের ডালি সাজিয়ে পরম আরাধ্যার কাছে উৎসর্গীকৃত মানত, মনের অপার বিশ্বাস আর শুদ্ধ পবিত্রতাকে নিয়ে চিরায়ত সুতোর বন্ধনের অসংখ্য রূপ এক অভিনব শিল্প সুষমার মহিমান্বিত হবে, প্রদীপের আলোর প্রজ্জ্বলিত শিখায় সনাতনী মাতৃ প্রতিমার অবয়ব, আর কল্পনার পাখনা মেলে আকাশ ছুঁতে চাওয়ার আকুতি।

*

CLICK HERE

TO LOCATE ON GOOGLE MAP

কুমারটুলী পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

৩২তম বর্ষে এই পুজো কমিটির এবারের পুজোর থিমের নাম 'মহিষাসুরমর্দিনী'।

শিল্পীর ভাবনায়,
১ নং গারস্টিন প্লেস, আকাশবানীর পুরানো ঠিকানা, আর সেখানেই নির্মিত বাঙালীর দুর্গাপুজোর আগাম উন্মাদনা। মহিষাসুরমর্দিনী, শহরের বেতার কেন্দ্রের পত্তনের প্রেক্ষাপটে মিশে যাওয়া এই আলেখ্য জানিয়ে দেয় পুজো আসছে। বাণীকুমারের লেখা, পঙ্কজ কুমার মল্লিকের সুর এবং বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের পাঠ সম্বলিত এই ঐতিহাসিক প্রযোজনা আজও দুর্গাপুজোর সূচনায় উদ্‌যাপিত হয়। মহালয়ার ভোরের আকাশে-বাতাসে মুখরিত নষ্টালজিক রেডিও'র শব্দ আর তিন গুনীজনের প্রতি শ্রদ্ধা আর সম্মাননায় বিনম্র উপস্থাপনা।

প্রতিমাঃ নবকুমার পাল
পরিকল্পনা ও নির্দেশনা- বিশ্বনাথ দে

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

পল্লীমঙ্গল সমিতি

এবছর ৬৫তম বর্ষে পদার্পণ করলো এই পুজো কমিটি।

এবারের থিমের নাম ‘বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা’। শিল্পী রিন্টু কোনার ও মধুসূদন দাস। মাতৃকল্পে অর্ধেন্দু দে। আবহে রয়েছেন পন্ডিত দেবজ্যোতি বোস। আলোক শিল্পী দীনেশ পোদ্দার।

পুজো কমিটির ভাবনা অনুযায়ী, প্রকৃতি আমাদের মা। তাই তাকে আমরা বলি ‘ধরিত্রী’। প্রকৃতির রূপ, রস আর গন্ধ আমাদের এই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করায়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত - এই ছয় ঋতু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দোলা দেয় আমাদের। অবাক বিস্ময়ে আমরা তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে। মাটির দিকে। প্রকৃতির এই রূপ, রস, গন্ধের বৈচিত্র্য নিয়েই এবারের থিম ‘বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা’।

*

CLICK HERE

TO LOCATE ON GOOGLE MAP

অনন্যা

॥ পুজোর পাঁচালী ॥

উৎসবের সূচিপত্র ২০২৪

উন্নয়নী সংঘ কুঁদঘাটি

৭৫ তম বর্ষে এবারের পুজোর থিমের নাম ‘শহরে চাই শুধুই সবুজ’।

শিল্পীর পরিকল্পনায়, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে সুন্দর ও মানানসই, তাই তাদের নিজস্ব স্থান থেকে সরিয়ে, স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ব্যহত করা উচিৎ নয়, কেননা তাকে সরিয়ে দিলে তার আসল প্রাণচাঞ্চল্য সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা লোপ পায়। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই আপন পরিবেশে সৃষ্ট। সেই আপন পরিবেশ বিঘ্নিত হলে শুধু সৌন্দর্যায়ন নয় পরিবেশের ভারসাম্য ও নষ্ট হয়।

বর্তমানে পৃথিবী যত আধুনিকতার মোড়কে মুড়ছে সবুজ তত ধ্বংস হচ্ছে। ফলে পরিবেশ যেমন তার ভারসাম্য হারাচ্ছে, বন্য প্রাণীরাও তাদের বাসস্থান হারাচ্ছে। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে বন্য প্রাণী কুলের অস্তিত্ব বিপন্ন।

বন্যদের বনে সুন্দর রাখতে এবং পরিবেশ বাঁচাতে এবছরের শারদোৎসবে কুঁদঘাট উন্নয়নী সংঘ সবুজায়নে অঙ্গীকার বদ্ধ।

এই সবুজায়নের বার্তা সাধারনের কাছে শিল্পী গন্ড আর্ট এর মাধ্যমে তুলে ধরবে। গন্ড আর্ট মধ্যপ্রদেশে বসবাসকারী এক প্রাচীন জনগোষ্ঠীর লোক শিল্পকলা।

প্রাচীন লোকশিল্প কে তুলে ধরা ও পরিবেশ বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে একটা প্রশ্ন জনসমক্ষে তুলে ধরা ‘‘সত্যিই কি বন্যেরা বনে সুন্দর ও সুরক্ষিত’?

পরিকল্পনায় মানস রায়
প্রতিমা সনাতন পাল
আবহ সিধু (ক্যাকটাস)

*

CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

www.rojkarananya.in

সমাজসেবী সংঘ

৭৭ বছর আগে সমাজসেবার মূলমন্ত্রেই সমাজসেবী সংঘের জন্ম, দুর্গাপুজো তারই ফলশ্রুতি। কৃষির সঙ্গে আমাদের নাড়ির টান, এমনই এক অসাধারণ ভাবনার বাস্তবায়িত রূপ দেখতে চাইলে আসতে হবে সমাজসেবী সংঘের পুজো মন্ডপে। তাদের এবছরের পুজোর থিমের নাম 'কর্ষণ'।

শিল্পীর ভাবনা অনুযায়ী, মানুষ যখন ক্রমশ উন্নতির শিখরে ঠিক তখনই আমরা সরে এসেছি কৃষি থেকে দূরে। বিশ্বায়নের মায়া হরিণ আমাদের টেনে নিয়ে গেছে শপিংমলের শীতলতায়। আমরা হারিয়ে গেছি বস্তু সুখের বিভ্রমে, আর হারিয়ে ফেলেছি মাটির ঘ্রাণ, ঢেঁকির তাল, জলের গান এবং কৃষিসভ্যতার অসীম আশীর্বাদ।

"আর করবো না চাষ দেখি তোরা কি খাস।"
কর্ষণই মানুষের ঐক্যের পথ। একত্রে শ্রম দান, বীজ বপন, ফসল তোলা সব কিছুর মধ্য দিয়ে জীবনের বৃহত্তম ধর্ম পালনের কথা শিখিয়েছে কৃষি। কিন্তু আমাদের উন্নতির ধারনায় এসেছে বদল। চাষযোগ্য জমি হচ্ছে বাসযোগ্য। আরো উন্নততর বাসযোগ্য।

কিন্তু শস্য বিনা প্রাণ কি থাকে? শত অর্থ ব্যয়ে প্রাণ ধারণ সম্ভব নয়। এক একটি শস্যদানা মানুষের সভ্যতার অস্তিত্বকে বহন করে চলেছে।

বস্তুগত সুখ যখন চাষ আর বাসের দুরত্ব বাড়িয়েছে, মানুষকে কৃষি বিমুখ করে তুলেছে, ঠিক তখনই আর একবার ফিরে যাই শস্য শ্যামলা সেই সোনালীময় জীবনে। যা কর্ষণের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করবে। এবং এই কর্ষণের আঙ্গিকেই এবারের বিশ্বমাতা বিশ্বজননীর আরাধনা। কৃষি আর দুর্গাপূজোর মেলবন্ধনেই ফিরে আসুক শস্য আরাধনার সুন্দর রীতি। কংক্রিটের জীবন পেরিয়ে পৌঁছই কর্ষণে।

সৃজন ও প্রতিমা রাজু সরকার
আবহ লোপামুদ্রা মিত্র
আলো নির্দেশনা সাধন পারুই

*

CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP
www.rojkarananya.in

অনন্যা

॥ পুজোর পাঁচালী ॥

উৎসবের সূচিপত্র ২০২৪

সন্তোষপুর ত্রিকোণ পার্ক দুর্গোৎসব

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষে তাদের এবারের ভাবনা 'উদযাপন'।

সময়ের চড়াই-উৎরাই, ঘাত-প্রতিঘাত, ভাঙা-গড়ার সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে এবছর সন্তোষপুর ত্রিকোন পার্ক দুর্গোৎসব প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষে উপনীত হয়েছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথ অতিক্রম করে আজ ত্রিকোন পার্ক দুর্গোৎসব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে পুজোর সঙ্গে জনসংযোগ এবং শিল্পের সম্পর্ক। শিল্পীর ছোঁয়ায় মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তির চিন্ময়ী হয়ে ওঠার এই যাত্রাপথে থাকে নানান প্রতিবন্ধকতা; নিরন্তর পরিশ্রম আর প্রতিকূলতার সথে যুদ্ধ করে, সৃষ্টি-বিনাশের মেলবন্ধনে তৈরী হয় একটা প্রকৃত প্রাণের পুজো। সুস্থ সংস্কৃতির এই বাতাবরণে সন্তোষপুর ত্রিকোন পার্ক দুর্গোৎসব ফেলে আসা বছরগুলোতে তা প্রমান রেখেছে বারবার।

অপরদিকে প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সংবিধানও এবছর ৭৫ বছরে পদার্পন করেছে। এই সংবিধানের মূল গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে আমরা দেখতে পাই শিল্পের ছোঁয়া। ভারতীয় শিল্পধারার যে ঐতিহ্য, তা অলংকৃত হয়েছে সংবিধানের প্রতিটি পাতায়। এহেন অসংকরণ-সমৃদ্ধ সংবিধান গ্রন্থ আমাদের মননে, চিন্তনে এক ভিন্নতর নান্দনিক বোধ ও সৌন্দর্যানুভূতির আবেশ তৈরী করে। মূলত সংবিধান গ্রন্থের এই আলংকারিক দিকটিকেই তুলে ধরতে চেয়েছে সন্তোষপুর ত্রিকোন পার্ক দুর্গোৎসবের এবছরের 'থিম' হিসেবে। বাংলার ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ উৎসব আর ভারতের ঐতিহ্যময় সংবিধান গ্রন্থের নান্দনিক অলংকরণ এই দুটিকে এক সুত্রে মিলিয়ে এই প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষে 'উদযাপন' করা হবে অন্তর-অনুভূতির বৈচিত্রময় বহিঃপ্রকাশ, যে অনুভূতি ঐতিহাসিক অথচ সমসাময়িক। সৃষ্টি ও চিন্তাধারার স্বাধীনতা আমরা 'উদযাপন' করবো সর্বজনে।

পরিকল্পনায় অসীম পাল
প্রতিমা শিল্পী সুরজিৎ পাল
আলোক নির্দেশনা দেবব্রত মাইতি
আবহ দীপময় দাস

*

CLICK HERE

TO LOCATE ON GOOGLE MAP

অনন্যা
॥ পুজোর পাঁচালী ॥
উৎসবের সূচিপত্র ২০২৪

পল্লীউন্নয়ন সমিতি পশ্চিম পুঁটিয়ারি

৭০ তম বর্ষে এবারের থিমের নাম ‘কথা’। সৃজনে রয়েছেন সোমনাথ তামলী। গতবছর তাদের থিম ছিল ‘মিলন’।

এত শব্দ থাকতে কথা কেন?

পুজো কমিটির ভাবনা অনুযায়ী, আসলে এখানে মুখ নয়, কথা বলছে দশটা আঙুন, দুটো হাত আর দুটো পা। গাছগুলি কে দেখলে মনে হবে বুঝি মাঠ ভরা ধানের গাছ ফনফন করে বেড়ে উঠেছে। এ গাছ ফলের জন্য চাষ হয় না। ওই ধান জাতীয় গাছের চাষ হয় তার লম্বা লম্বা পাতার জন্য। এখানে আসলে মাদুর তৈরির কথা বলা হয়েছে। কাপড়ে নকশা তোলা তো নদীয়া জেলার ফুলিয়া, শান্তিপুর, হুগলির ধনেখালি কিংবা বর্ধমানের সমুদ্রগড়ের ঘরে ঘরে ঘরে দেখতে পাই। বাড়ির সামনে লুটোচ্ছে সুতো। বাড়ির ভিতরে তাঁত চলছে খটা-খট খটা-খট। মাকু ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে। আর নকশা উঠে যাচ্ছে কাপড়ে।

তবে আমাদের গন্তব্য ফুলিয়া কিংবা সমুদ্রগড় নয়। থিম শিল্পী সোমনাথ তামলী আমাদের নিয়ে গিয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং। আমরা গেলাম এক বৃদ্ধার বাড়িতে। চোখে চশমা সেই বৃদ্ধা তাঁতে মাদুর তৈরি করছেন। নকশা তোলা মাদুর। পুষ্পা রাণি জানার দুই হাতের দশ আংগুল, দুই হাত, দুই পা যেন কথা বলছে। আমাদের চোখের সামনে নকশার ছবি পরিষ্কার হয়ে এল। অবচেতন মন যেন কথা বলে উঠল, ‘সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে’।

ঠিক ধরেছেন ওটা দশভূজার অবয়ব। ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ হলেন মা। যেন কৈলাশ থেকে অবতীর্ণ হলেন বৃদ্ধা মাদুর শিল্পীর কুটিরে।

মাদুর শিল্পীর পুষ্পা রাত্রির ঘর থেকে সেই দেবী মূর্তি এল পশ্চিম পুঁটিয়ারিতে। পল্লি উন্নয়ন সমিতির মন্ডপে। সঙ্গে সেই অশীতিপর মাদুর শিল্পী। মাদুর শিল্পের জন্য প্রথম জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। সেই ১৯৮০ সালে। মাদুরের পাতার জায়গায় এখন বাড়বাড়ন্ত প্লাস্টিকের। দামে সস্তা, চটজলদি মাদুর তৈরি হওয়ার প্রকৌশল ক্রমেই পুষ্পারাণিদের একঘরে করে দিচ্ছে। কিন্তু নিজের শৈলী বিসর্জন দিতে চাননি ওই বৃদ্ধা। বাড়ির পাশের জমিতে ধান নয়, হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে মাদুর ঘাসের পাতা। তার উপরে পড়েছে বৃষ্টির ফোটা। যেন অশ্রু টলটল করছে ওই শিল্পীর চোখে। এটা আনন্দাশ্রু। নিজের এলাকার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার আনন্দে। মন্ডপে মাদুরে অর্বিভূতা মাতৃ প্রতিমার চোখের দিকে দেখুন। খুঁজে পেতে পারেন সেই আনন্দাশ্রু।

*

CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP
www.rojkarananya.in

পূর্বাচল শক্তি সংঘ

এবছর ১৬ তম বর্ষে পদার্পণ করলো এই পুজো কমিটি। তাদের এবারের সৃজন ভাবনা ‘কলকাতার মূর্তিকথা’।

গঙ্গার পূর্বপাড়ের এই শহরের জনপথের পাশে ছড়িয়ে থাকা মূর্তি, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চিহ্ন। প্রাক্ স্বাধীনতা কাল থেকে সমকালের শিল্প, সমাজ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষ্য। ঔপনিবেশিক পর্বের বিজয়ীর ভঙ্গি কিম্বা স্বাধীনতা পরবর্তীতে শিক্ষা, সংস্কৃতির গরিমা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল কলকাতার পথপ্রান্তের যাবতীয় মূর্তি।

সেই মূর্তিগুলোর নির্মাণ ইতিহাস এবং সামাজিক গুরুত্বের অন্বেষণই হল এই ২০২৪ এর পুজো সৃজণসূত্র- ‘কলকাতার মূর্তিকথা’। পথমূর্তি নিয়ে প্রায় এক দশকের দীর্ঘ গবেষণা বুঝতে শিখিয়েছে যে দিন কয়েকের পুজো উৎসবের জন্য নির্মিত বারোয়ারি দুর্গা মূর্তি, স্থায়িত্বের দাবি না করলেও রাজপথেরই মূর্তি। শহরের সংস্কৃতির মুখ। রাজপথের মূর্তি যেমন রাজনৈতিক গৌরবের প্রতীক, তেমনই মৃত্তিকা নির্ভর দুর্গা মূর্তিও শহরের শিল্প উৎসবের প্রতীক।

২০২৪ এ পূর্বাচল শক্তি সঙ্ঘের পুজো মাঠে একদল সমকালীন শিল্পী, গবেষক, শিল্প ঐতিহাসিক এবং কারিগর মিলে কলকাতার মূর্তি কেন্দ্রিক শিল্পচর্চা ও ইতিহাসকে এক সুতোয় গেঁথে দুর্গাপুজোর শিল্প প্রাঙ্গন রচনা করেছেন। কলকাতার মূর্তিকথা আসলে এক যৌথ শিল্পযাপনের আখ্যান, কীর্তিমানের মূর্তিমান হয়ে ওঠার সূত্রসন্ধান।

প্রধান নকশাকার: পার্থ দাশগুপ্ত
সংযুক্ত শিল্পীরা: আশীষ চৌধুরী, বিজয় চৌধুরী, সায়ন মুখার্জি, অভিষেক চক্রবর্তী, জয়ন্ত পাল, ছন্দক মজুমদার, অর্থজিৎ মজুমদার, সুনীল পাল, সায়ন দেবনাথ
প্রতিমা পরিকল্পনা ও রূপদান: পার্থ দাশগুপ্ত, সুরজিৎ বণিক
গবেষণা- দেবদত্ত গুপ্ত
আলোর নকশা- সৌমেন চক্রবর্তী

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

অনন্যা

॥ পুজোর পাঁচালী ॥

উৎসবের সূচিপত্র ২০২৪

সন্তোষপুর লেক পল্লী

৬৭ তম বর্ষে এবারের সন্তোষপুর লেক পল্লীর দুর্গাপুজো। নিজেদের থিমের নাম তাঁরা রেখেছেন "চালচিত্র"।

পুজো কমিটির ভাবনা অনুযায়ী, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে অজন্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে প্রায় ৪৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, দুটি আলাদা পর্যায়, প্রায় ৩০ টি বৌদ্ধ গুহা সাক্ষী হয়ে ওঠে এক বিশাল শৈল্পিক কর্মকান্ডের। অজন্তার ভিত্তিচিত্রগুলি বিশেষ করে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসের প্রথম পরিণত নিদর্শন, যা যুগ যুগ ধরে ভারতীয় শিল্পভাবনা এবং শৈলীকে সমৃদ্ধ করে গেছে। ভারতীয় শিল্পের আঙ্গিনায়, অজন্তা যেন এক বিশালকার চালচিত্র। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক চেতনা ও নন্দনতত্ত্বর ভিত্তিপ্রস্তর বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। কালের চক্রে জনস্মৃতি থেকে প্রায় ১২০০ বছরের বেশি অজন্তা আড়ালে চলে যায়। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে, এক জনৈক ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন জন স্মিথ, মৃগয়া করতে গিয়ে পুনরায় আবিষ্কার করেন এই শিল্পের স্বর্ণখনি। তার পরবর্তী সময় থেকেই শুরু হয় অজন্তার নুতন সময়ে মূল্যায়ন। ১৯ শতকের তৎকালীন সুবুদ্ধি সম্পন্ন কিছু ব্রিটিশ আমলা এবং প্রাচ্যবিদদের উদ্যোগে শুরু করা হয় প্রথম সংরক্ষণের কাজ। অজন্তা শিল্পের জগৎ এ নুতন আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৮৪৪-১৮৬৩ সাল অব্দি শিল্পী রবার্ট গিল বড়ো ক্যানভাসে প্রায় ২৭ টি ছবি নকল করেন, কিন্তু সেগুলি এক দুর্ঘটনায় নষ্ট হওয়ায় ১৮৭২ সালে জে জে কলেজ এর অধ্যক্ষ জন গ্রিফিথ নুতন ভাবে ভিত্তিচিত্র গুলি নকল করিতে উদ্যোগী হন। প্রায় দীর্ঘ ১৩ বছরে প্রায় ৩০০ টির উপরে কাজ তৈরী হলেও, লন্ডন এর জাদুঘরে আগুন লেগে আবার অনেক ছবি নষ্ট হয়। এর মধ্যে সংরক্ষণ করতে গিয়ে অনেক ছবি নষ্ট হয়ে খসে যায়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, যখন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় আধুনিক শিল্পে এক নিজস্ব ভাষা তৈরী হচ্ছে, সেই সময় সিস্টার নিবেদিতার উদ্যোগে ১৯০৯ সালে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ও অসিত কুমার হালদার পৌঁছে যান অজন্তায়, ব্রিটিশ শিল্পী খ্রীষ্টানা হেররিণঘাম এর সহকারী হিসেবে। এই অভিজ্ঞতা এক বিশাল শিল্পের রত্নের সমুদ্রে তাদের ভাসিয়ে দেয়। এর পর ১৯১০ সালে আবার অসিত কুমার হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ কর পৌঁছে যান অজন্তায়। এছাড়া মাধ্যপ্রদেশের বাঘ গুহা চিত্র গুলোর সংরক্ষণের তাগিদেও নন্দলাল ও অসিত কুমার হালদার, ভিত্তিচিত্র নকলের জন্য পরবর্তী সময়ে পৌঁছান। এই ১৯০৯ সালের পর থেকেই ভারতীয় আধুনিক শিল্পে অজন্তার যে প্রভাব ও চেতনার জোয়ার আসে, তাই নিয়েই এই বারের মণ্ডপ ভাবনা। অজন্তা র প্রভাব এতটাই সুদুরপ্রসারি ছিল, যে অভিভক্ত ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রায় সকল কোনা তেই তার নুতন করে জয়গান শুরু হয়। অজন্তা হয়ে উঠে শিল্পীদের একান্ত তীর্থক্ষেত্র, যা আজও সমান ভাবে এক বিস্ময় সৃষ্টি করে। প্রাক স্বাধীনতার শিল্পে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ অবনীন্দ্রনাথ ও তার শিষ্যরা রোপন করেছিলেন, তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল অজন্তা। বাংলার শিল্পে বিশেষ ভাবে এর প্রভাব আজও বহমান। বাংলার আল্পনা থেকে গহনা, প্রতিমা থেকে ফ্যাশন, জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই অজন্তা আমাদের অজান্তেই এখনো বর্তমান।

অজন্তার শিল্প সর্বস্তরের মানুষের কথা বলে। জীবন বোধের কথা বলে। শান্তির ও সাম্যর বার্তা বহন করে। আজকের এই চারিদিকের অশান্ত পরিবেশে তাই অজন্তার শিল্পের মাধ্যমে আমরাও নুতন এক সাম্যর বার্তা পৌঁছাতে চাই মানুষের কাছে। এছাড়া বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পীদের অজন্তা অনুপ্রাণিত কাজের মাধ্যম দিয়ে আরেকটা শিল্পের স্বর্ণযুগ কে ছোঁয়ার চেষ্টা আমরা করছি, যাতে আগামী প্রজন্ম এই শিল্প ও চেতনার সুযোগ্য ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে।

ভাবনা ও নির্দেশনা: শিল্পী অভিজিৎ ঘটক
গবেষণা : ড: সৌজিৎ দাস
আবহ: অনির্বান ব্যানার্জী

*

CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

www.rojkarananya.in

শ্যামা পল্লী শ্যামা সংঘ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

৯৮ তম বর্ষে এবারের থিমের নাম 'জননেপথ্যে (An Unseen Story)'।

সৃজনে, Thinkers। প্রতিমা শিল্পী, রাজেশ মন্ডল।

পুজো কমিটির থেকে যা জানা গেল সেই অনুযায়ী, 'সময়ের ধারাপাতে, মানুষের শ্রমকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলে সভ্যতা। এগিয়ে চলে অগ্রগতির অভিমুখে। অগ্রগতির সূচক নগরীর বুকে, একদল মানুষ নিজেদের শ্রম দিয়ে ত্বরান্বিত করে এই পথ। কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলে ইমারত। বিভিন্নভাবে পরিচর্যা করে নগরীর-নাগরিকদের। এরা শ্রমজীবী মানুষ। দৈনিক শ্রমের ভিত্তিতেই এদের দিনযাপন। এদের অনুপস্থিতি নিশ্চিতভাবে বিঘ্নিত করে নগরীর ভারসাম্য। অথচ নগরের বিরাট বিরাট প্রাসাদ-সম অট্টালিকার আড়ালে এদের অসুরক্ষিত জীবন অতিবাহিত হয়। মাথার উপর অস্থায়ী ছাদ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শিক্ষার সীমাবদ্ধতা, অন্নের অনিশ্চয়তায়- মোড়া এই জীবনগুলোকে নগরী যেন আড়াল করে রাখে সুকৌশলে। সমাজের চাকার ক্রমাগত গড়িয়ে চলায় যাদের নেপথ্য ভূমিকা, তাদের বাসস্থান হয় শহরের নেপথ্যের ঘনবসতি বা 'বস্তি'। সেখানেও অবস্থান করেন দেবী, মাতৃরূপে। পরিস্থিতি পরিবর্তনের এবং প্রতিদিনের লড়াইয়ের অনুপ্রেরণার উৎস রূপে। ভূমিকাগত ভাবে এবং বাসস্থানগতভাবে যে 'জন' আড়ালেই থেকে যায় সর্বদা, তাদের সম্মান জানিয়ে এবারের নিবেদন 'জননেপথ্যে'।

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

সিংহি পার্ক সার্বজনীন দুর্গা পুজা কমিটি

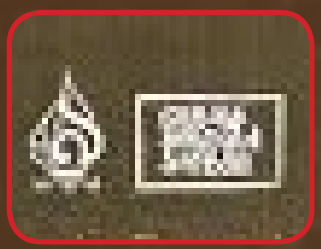

৮৩ তম বর্ষে এবারের থিমের নাম 'সাতমহলার অন্তঃপুরে'। গড়িয়াহাট থেকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির দিকে যাওয়ার পথে বাঁদিকের গলিতে পড়বে এই পুজো মন্ডপ। সমগ্র ভাবনার আবহ সংযোজনায় পন্ডিত সুভেন চট্টোপাধ্যায়। সাবেকি প্রতিমা রূপায়ণে ভাস্কর শ্রী প্রদীপ রুদ্রপাল।

ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে (তৎকালীন অবিভক্ত বাংলাদেশে) জমিদারদের দ্বারা দুর্গাপূজার উদযাপনের প্রথম উল্লেখ পাই। সেই সময় লক্ষ্মী পুজো, সরস্বতী পুজো প্রতিটি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে জায়গা করে নিলেও প্রধানত দুর্গাপূজার আয়োজন করতেন গ্রাম বাংলার বর্ধিষ্ণু পরিবারের মানুষজনই। এটা অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে পাঁচটি দেবদেবীর মূর্তি তৈরী এবং তদুপরি তিন চার দিন ব্যাপী তার পূজা ও ভোগের আয়োজন করতে স্বভাবতই আর্থিক সঙ্গতি ও স্বচ্ছলতার প্রয়োজন হতো। সুতরাং দুর্গাপূজা ধীরে ধীরে বনেদী বাড়ির চৌকাঠে আবদ্ধ হয়ে পরে।

আমাদের এই বছরের প্রয়াস "সাতমহলার অন্তঃপুরে" সেই জমিদার বাড়ির কিছু মুহূর্তকে দর্শকের সামনে তুলে ধরবে। বেত এবং বাঁশের কারুকার্যে প্রাণ পাবে সাতমহলার অন্তঃপুর। শিল্পী শ্রী সুদীপ্ত মাইতির কল্পনায় ধরা পড়বে সেই সব পরিবারের নানা উত্থান পতনের কাহিনীর দৃশ্যপট। সেই সব পরিবারের খিলানে খিলানে লুকোনো কত অব্যক্ত বেদনা, কত না বলা কথা। দেখা যাবে সেই আরাম কেদারা যেখানে বসে গরগড়ার নলে মুখ লাগিয়ে বাবু হুকুম দিতেন চাবুকের আঘাতে নিঃস্ব কৃষকের পিঠের চামড়া তুলে নেওয়ার, দেখা যাবে সেই ড্রেসিং টেবিল যার সামনে বসে সিঙ্গার শেষে অপমানিত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করতেন গৃহকর্ত্রী, কোথাও বা দেখা যাবে চোরা কুঠুরিতে প্রবেশের ঘোরানো সিঁড়ি, দেখা যাবে সেই চিক্ দিয়ে ঘেরা বারান্দা যার অলিন্দে হয়তো হারিয়ে গেছে কত নব যৌবনার স্বপ্নের পুরুষ। সিংহ দরজায় দেবীর আরাধনা আর অন্দরে আরেক দেবীকে প্রতারণা।
তবে সবটাই কি ব্যভিচার আর কলঙ্ক? না তা অবশ্যই না হয়ত সেই আরাম কেদারায় বসে জমিদার মশাই কত পিতৃ মাতৃহীন কন্যার সুপাত্রে সম্প্রদান করেছেন, সেই ড্রেসিং টেবিলে বসে রাণীমা তার গলার মুক্তাহার পরিয়ে দিয়েছেন কোনো দাসীকে, চিক ঘেরা বারান্দায় তৈরী হয়েছিল নতুন প্রেমের বন্ধন বা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে কেউ দেখেছিল শুকতারা।

পুরোটাই নির্ভর করবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির উপরে আপনি কি দেখতে চাইছেন? আর আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার পাবে এই শিল্পকর্ম, এই প্রয়াস।

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

তেলেঙ্গাবাগান

উত্তর কলকাতার সবচেয়ে পুরনো নাম করা পুজো কমিটিগুলির মধ্যে তেলেঙ্গাবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব অন্যতম। ৫৯তম বর্ষে পদার্পণ করে তেলেঙ্গাবাগানের এ বছরের ভাবনা ‘পৃথিবী গদ্যময়’। সৃজনে রয়েছেন পরিমল পাল।

‘মানুষ বাঁচার জন্য খায়, নাকি খাওয়ার জন্য বাঁচে?’

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ব জুড়ে বহাল বিভিন্ন দ্বিচারিতার মধ্যে হয় তো সব থেকে প্রাসঙ্গিক এটিই। যেখানে প্রতিনিয়ত জীবনের অস্তিত্ব ও ইন্ধনের পারস্পরিক যোগসূত্রের হিসাবে গরমিল লেগেই থাকে। সংখ্যার হিসাবে বলতে গেলে, ৭০০ কোটি মানুষের দুনিয়ায় দৈনিক অপচয় হয় ১০০ কোটিরও বেশী মানুষের আহারের। নানান লৌকিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে একদিকে উদযাপিত হয় খাবার অপচয়ের উৎসব আর তার পাশাপাশিই একদল মানুষ ভোজনের মিষ্টি ঘ্রাণ শুঁকেই অপেক্ষায় থাকে দু মুঠো আস্বাদনের। মানবতার কি নির্মম পরিহাস! বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে তথাকথিত আধুনিক স্মার্টনেস রক্ষা করতে গিয়ে প্লেটে অবশিষ্ট খাবার হেলায় ফেলে দেওয়ার ফলস্বরূপ আগামীতে পৃথিবী ডুবতে পারে খাদ্য সংকটে। ধর্মীয় আবেগে বশবর্তী হয়ে ভক্তরা যেমন প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য অবলীলায় অপব্যয় করে তেমনই এই ধর্মীয় উপাচার, উৎসব উপলক্ষেই ভোগ বিতরণে ক্ষুধা মেটে অগণিত অভুক্ত প্রাণের। তাই সিদ্ধান্ত আমাদেরই হাতে। মায়ের সকল সন্তানই যাতে দুধে না হলেও অন্তত ভাতে থাকতে পারে। আর রাতের আকাশে যেন পূর্ণিমার চাঁদের সৌন্দর্য নির্দ্বিধায় উপভোগ্য হয়ে ওঠে। কেননা পেটে পর্যাপ্ত পরিমাণে রুটি মজুত থাকলে ‘গদ্যময় পৃথিবী’তেও মানুষ খুঁজে পায় ছন্দ।

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP
www.rojkarananya.in

খিদিরপুর সার্বজনীন

আজ বাঙালির উৎসব সার্বজনীন থেকে বিশ্বজনীন এ রূপ নিয়েছে। ঠিক তেমনি খিদিরপুর সার্বজনীন সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি সাবেকিয়ানার এই উৎসবকে নিয়ে শতবর্ষের পথে অগ্রণী।

বাঙালি আজীবন ভ্রমণপিপাসু একটু ছুটি পেলেই বেড়িয়ে পরে লোটা কম্বল নিয়ে ভ্রমণের নেশায়। সেই আপামর বাঙালির অতি পরিচিত তারাপীঠ ই উপস্থিত হতে চলেছে খিদিরপুর সর্বজনীনের আঙিনায়। বীরভূমের তারাপীঠ কেই এক অন্য রূপের মাধ্যমে উপস্থিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য যাতে বাঙালি দুর্গা পুজোতে ও মা তারার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ কে উপভোগ করতে পারে। সাথে থাকবে তারা মায়ের প্রসাদ ও বীরভূমের প্রান্তিক বাউলের লোকগান। কলকাতায় দুর্গোৎসবের আঙিনায় তারাপীঠের আনন্দ উৎসব উপভোগ করতে চাইলে এ বছর আপনার ঠিকানা ও খিদিরপুর সার্বজনীন।

CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

লালাবাগান নবাঙ্কুর

‘চেতনা ফিরুক,
রেখোনা নিজেকে অবুঝ।
বিপ্লব ফিরুক,
তার রং টা হোক সবুজ।’

বিশ্বজুড়ে থাবা ছড়াচ্ছে দূষণের ভয়াল অসুর। গাছকে দেবী দুর্গা রূপে কল্পনা করলে তার নিধন সম্ভব। এই ভাবনা থেকেই ৬৫তম বর্ষে লালাবাগান নবাঙ্কুরের এ বছরের প্রয়াস “লালাবাগানে নবাঙ্কুর”। সমগ্র পরিকল্পনায় রয়েছেন শিল্পী প্রশান্ত পাল।

তাঁর ভাবনায় মূর্তি পুজোর প্রচলন যখন হয়নি তখন পুজো হতো নবপত্রিকার। নবপত্রিকা অর্থাৎ নয়টি গাছের সম্মেলিত রূপকে পূজা করা হতো। দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতো গাছের মাধ্যমেই। দূষনরূপী অসুরকে পরাস্ত করতেও সবুজায়নের কোনো বিকল্প নেই। এমনই এক ভাবনাকে মাথায় রেখে প্রায় সাড়ে সাতশো গাছ নার্সারিতে বড় করে অবশেষে তাদের দিয়েই মণ্ডপসজ্জা করেছেন লালাবাগান নবাঙ্কুর এর অধিবাসীবৃন্দ। মা দুর্গার মূর্তিটিও গড়া হচ্ছে কাঠ দিয়েই।

প্রতিমা ও উপস্থাপনা: প্রশান্ত পাল
আবহ: গায়েত্রী পান্ডা
আলো: ঋজু সাহা

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

অনন্যা

॥ পুজোর পাঁচালী ॥

উৎসবের সূচিপত্র ২০২৪

টালা বারোয়ারি

২০২৪ এর শারদোৎসবে, ১০৪ এর টালা বারোয়ারির শ্রদ্ধার্ঘ্য তাদের প্রিয় ১০৪ এর ‘মানিক’-কে। তাঁর রচিত এবং পরিচালিত অমর চলচিত্র ‘হীরক রাজার দেশে’ র অনুকরণে, যা কালজয়ী এবং আজও এই সমাজে প্রতিটা মুহূর্তে সমান ভাবেই প্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্রের মগজ-ধোলাই যন্ত্রে নিয়মিত পিষতে থাকা সাধারণ মানুষ, যে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজের সমস্ত দূষণকে সংগঠিত হয়ে এক লহমায় মুছে দিতে পারে, এই চলচিত্র ছিল তারই অমর উপাখ্যান। গল্পের দুই যুযুধান প্রধান চরিত্র হীরক রাজা আর উদয়ন পণ্ডিতের চিরন্তন সত্ত্বার লড়াই আজও সমাজে সমান ভাবেই বিদ্যমান। সেই অর্থে বাংলা চলচিত্র তথা বাংলা সাহিত্যে এই রচনা সত্যিই হীরার মতই মহামূল্যবান, যা কাল, যুগ, পরম্পরা, ঐতিহ্য, সময়ের সাথে সাথে চির উজ্জ্বল। আর এর রচয়িতা যিনি, তিনিই আমাদের প্রিয় মানিক। তাই এই অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে আগামীর উদ্দেশে এবারের উত্তরের উত্তর ‘হীরা-মানিক জ্বলে’...

‘সত্যজিৎ রায়’, বাংলা তথা বাঙালীর আবেগ হলেও একসময়ে ছিলেন এই এলাকার ঘরের ছেলে। অপু ট্রিলজির শেষ ছবি ‘অপুর সংসার’ পুজো মণ্ডপের পাশের বাড়িতেই শুটিং হয়েছিল। আবার প্রবাদ প্রতিম নাট্য ও চলচিত্র অভিনেতা ‘কানু বন্দ্যোপাধ্যায়’ এই পাড়ার বাসিন্দা তথা এই পুজোর মুখ ছিলেন একসময়। তিনিই ছিলেন সত্যজিতের অপু ট্রিলজির প্রথম দুটি ছবির ‘হরিহর’। শোনা যায় সত্তরের দশকে কানু-বাবুর কাছে তামিল নিতে এই পাড়াতে তার আদরের মানিকের সাথে বহু প্রবাদপ্রতিম চলচিত্র শিল্পীদের আড্ডা জমত নিয়মিত। আবার কাকতালীয় ভাবেই সত্যজিৎ আর টালা বারোয়ারির জন্মও একই বছরে।

রম্য রচনা- সত্যজিৎ রায়
অতুলপ্রসাদের গান- লোপামুদ্রা মিত্র
দেবীরূপদান- দেবায়ন প্রামাণিক
আলো- দীপঙ্কর দে
নাট্যরূপ- যাদবপুর মন্থন
আবহ- সমীরণ জানা
প্রচ্ছদ- দীপকুমার দেব
সমগ্র পরিকল্পনা ও রূপায়নে- সোমনাথ তামলী

*CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

উল্টোডাঙ্গা বিধান সংঘ

৫৬তম বর্ষে উল্টোডাঙ্গা বিধান সংঘের এবারের ভাবনা ‘বানিজ্য বসতে লক্ষ্মী’। সৃজনে রয়েছেন মলয়, শুভময়।

তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, অতীত কাল থেকে সমাজের চোখে বাংলায় ব্যবসার তুলনায় কৃষি ছিল গৌরবজনক বৃত্তি বাণিজ্য মানেই ঝুঁকি অর্থাৎ অনেক মূলধনের প্রয়োজন তাই বাঙালির এক বৃহৎ অংশ চিরকাল বাণিজ্য বিমুখ তবুও বাণিজ্য লক্ষ্মী লাভের আশায় বরাবরই অগ্রগামী হয়েছে একদল বাঙালি। প্রাচীন যুগ থেকে এ যাবত তারাই বাণিজ্যের কৃতিত্বের অধিকারী পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কলকাতা ক্রমে হয়ে ওঠে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু হুগলি নদীর তীরবর্তী ঘাট গুলি ক্রমে বন্দরে পরিণত হয় সাহসী মানুষকে মাতিয়ে তুলে লক্ষ্মীর সাধনায়। কিন্তু উনিশ শতকের শুরুর দিকে ইংরেজ প্রণোদিত কিছু আইনের জন্য কিছু বৃত্তবান বাঙালি পানির চেয়ে তুলনায় জমিদারিতে টাকা লগ্নী নিরাপদ বলে মনে করে ফলে বাঙালি দুয়ার থেকে ফিরে গেলেন ব্যবসা লক্ষ্মী।

পরবর্তীকালে কিছু বাঙালি পুনরায় ব্যবসায় আগ্রহী ও উন্নতি লাভ করলেও তা পশ্চিম ভারতীয় বণিকদের তুলনায় নগণ্য। বংশপরম্পরায় তারা আজও কলকাতায় বসে সাফল্যের সাথে বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বজায় রেখেছে। কিন্তু বর্তমান বাংলার বাণিজ্য ভারতের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখনই সঠিক সময়, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে নিজের দেশের জাতীয় আয় বাড়ানো ও বাণিজ্য লক্ষ্মীকে নিজ ঘরে থিতু করা। তাই এ বছর উল্টোডাঙ্গা বিধান সংঘের ভাবনা ‘বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী’।

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP
www.rojkarananya.in

অনন্যা
পুজোর পাঁচালী
উৎসবের সুচিপত্র ২০২৪

আলীপুর ৭৮ পল্লী

দুর্গোৎসব ২০২৪ এ আলিপুর ৭৮ পল্লী দেবী দশভূজা-র আরাধনার মধ্যে দিয়ে সমগ্র নারীশক্তি-র বন্দনায় ব্রতী হয়েছে। ৬৫ তম বর্ষে তাদের এবারের ভাবনা "ফেরিকথা" - যা উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর শহর কলকাতার ফেরিওয়ালাদের জীবন এবং জীবিকা নিয়ে সমৃদ্ধ।

শিল্পী অভিজিৎ ঘটকের পরিকল্পনা অনুযায়ী, তিনটি গ্রাম নিয়ে তৎকালীন কলকাতা শহরের জন্ম হয় (সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কালিকট)। এই শহরের জন্মলগ্ন থেকেই এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শহরের গলি থেকে রাজপথে শোনা যেতো বিভিন্ন রকম পেশাভিত্তিক ফেরিওয়ালাদের ডাক, যা কালের নিয়মে আজও কিছু কিছু চোখে পরে, যদিও বেশীর ভাগ পেশাই আজ লুপ্তপ্রায়। এটি আলিপুর এবং কালিঘাট সংলগ্ন অঞ্চলের পুজো। সেই সূত্রে এই অঞ্চলটি মূলত গোবিন্দপুর নামক অঞ্চলকেই নির্ধারন করে, যেখান থেকে আদি গঙ্গা বয়ে গেছে। এই অঞ্চলের কালিঘাট পট তৎকালীন কালিঘাট সংলগ্ন রাস্তায় ফেরি করা হতো যা দর্শনার্থীদের মূল আকর্ষণ ছিলো এবং এখনো বেশ কিছু ফেরিওয়ালাদের ডাক শোনা যায় এই অঞ্চলে যা ভীষন দুর্লভ।

ভাবনা ও নির্দেশক: অভিজিৎ ঘটক
সহযোগিতায় : অরূপ, বাবলু, সৌরভ, সুভাষ, দুলাল, সন্দীপ
আলোকসজ্জায় : বাবু
শব্দ রূপায়ণ : অভিজিৎ চক্রবর্তী
কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর : বাবুল বোস

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

www.rojkarananya.in

জয়রামপুর সার্বজনীন দুর্গা পুজা কমিটি

৭৭তম বর্ষে এবারের নিবেদন 'যাত্রা কথা' -গল্প হবে তাদের ঘিরে।

পুজোর থিম সম্পর্কে পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হলো, পাড়ার চেনা দশভূজাদের জীবন যুদ্ধের ইতিকথা। আমাদের ঘরের উমারা ও এই সময় শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি ফেরেন, এটাই আমাদের সমাজ রীতি। বাংলার ঘরে দশভূজার বন্দনা মানেই ঘরের উমা বন্দনা। পুরান মতে আশ্বিনেই কৈলাস থেকে বাপের বাড়ি ফেরেন ঘরের মেয়ে উমা, ঠিক একইভাবে আমাদের ঘরের উমারাও ফিরে আসেন বাপের বাড়িতে। আমাদের চেনা উমাদের জীবনেও অনেক অদৃশ্য লড়াই থাকে, দুঃখ, যন্ত্রণা, নিরব সহবাস থাকে। থাকে অজানা আতঙ্ক। এইসব নিয়েই নারীর লড়াই চলে আসছে আজন্ম।

এবার ও উমা আসছেন। ঘরের মেয়ে উমা বরণের প্রস্তুতি শুরু বাংলায়। এবছর চেনা দুর্গাদের অচেনা লড়াইকে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এই পুজো মন্ডপে। ঘরের দুর্গার সুখ দুঃখের ইতিকথা স্বীকৃতি খুঁজছে জীবনের লড়াই। অশুভশক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির চিরন্তন যুদ্ধ এই গল্প গাঁথার কোলাজ নিয়ে, জয়রামপুর সর্বজনীনের যাত্রাপথ।

সমগ্র ভাবনা ও প্রতিমা নির্মাণে: উপাসনা চ্যাটার্জি সহযোগিতায়:সৌরভ বিশ্বাস, কেয়া কর্মকার ও রঞ্জিত দাস

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

বাঘাযতীন তরুণ সংঘ

১৯৫০ সালে পুজো শুরু করে বাঘাযতীন তরুণ সঙ্ঘ। এই বারে তাঁদের পুজো ৭৫ তম বর্ষে পদার্পণ করলো। এবছর বাঘাযতীন তরুন সংঘের নিবেদন "ইচ্ছে ডানা" আমরা নারী, আমরাই পারি।

শিল্পী সুব্রত ব্যানার্জির ভাবনায়, হয়তো কখনো হারিয়ে দিয়েছি নয় তো গিয়েছি হেরে লড়াই ছাড়িনি শত আঘাতেও শিরদাঁড়া সোজা করে লড়াই ছিল আছে থাকবেই হবে না সুগম পথ অধিকার নেবো ছিনিয়ে মোরা মা দুর্গার শপথ।

হয়তো কখনো পিছিয়ে ছিলাম এখন দিচ্ছি পিছিয়ে আমরা নারী আমরাই পারি বলছি শোনো চেঁচিয়ে।

সতির চিতায় জ্বলতে জ্বলতে মেপেছি আকাশ খানা, লড়াই ছাড়িনি তবুও মোরা মেলেছি ইচ্ছে ডানা।

তফাৎ ছিল যোজন খানেক এখন উনিস বিস এই অগ্নিপথের সহযোগী যাঁরা সকলকে কুর্নিশ।

মানবসভ্যতার শুরু থেকেই নারী হল সমাজের চালিকাশক্তি। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সৃষ্টির নিয়ন্তা নারী। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন সময়ে নারীসমাজ পিছিয়ে পরে, হতে থাকে বঞ্চিতা, লাঞ্ছিতা। কিন্তু বাংলাই তো পথ দেখায়, তাই এই নবজগরনের বাংলায় নারীরা ফিরে আসেন শক্তিস্বরূপা হয়ে। দেশের তথা সমাজের উন্নয়নের অন্যতম পরিমাণ সূচক হল নারীর ক্ষমতায়ন, যার জন্য প্রয়োজন নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

এই সবের হাত ধরেই আমরা স্বপ্ন দেখি সেই সমাজের যেখানে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ না থেকে, পৃথিবীটা হবে মানুষের।

*

CLICK HERE

TO LOCATE ON GOOGLE MAP

বাঘাযতীন বি ও সি ব্লক

৭৫ তম বর্ষে দুর্গোৎসবের বিশেষ ভাবনা ‘ভালোবাসা আলাদিন...’

শিল্পী অনির্বাণ দাসের পরিকল্পনায় এমনই এক অসাধারণ ভাবনার বাস্তবায়িত রূপ প্রকাশ পেয়েছে এই পুজো মন্ডপে। ‘ভাঙা সংসার, ভাঙা দেশ,
ভাঙা সম্প্রীতি, ভাঙা মনকে জোড়া লাগাবে কে?’

যুগে যুগে যুদ্ধবাজদের দাপটে বিধ্বস্ত হয়েছে বিশ্ব। মুছে গেছে হাজার হাজার জনপদ। রাজনীতির কারবারিদের কলমের আঁচড়ে ভেঙেছে ভূখণ্ড। দেশের বড় হয়ে ওঠে দ্বেষ। যেমনভাবে পারমাণবিক বোমার আঘাতে হিরোশিমা পরিণত হয় মৃত্যুনগরীতে। র‍্যাডক্লিফ লাইন ভাগ করে দেয় সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি। ভিটেমাটি ছেড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ পাড়ি দেন ভিন্ন ভূখণ্ডে। সামান্য ফুলকি অচিরেই আগুন ধরায় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে। জমতে থাকে ক্ষত...

তবুও কোন শক্তিতে ভর করে বেঁচে থাকে মানুষ? কোন বিশ্বাসে বাড়িয়ে দেয় হাত? কীভাবে, কোন জাদুবলে আবার গড়ে ওঠে হিরোশিমা, নাগাসাকি? আমাদের কাছে উত্তর হয়তো একটাই ভালোবাসা। সার্জারি-ওষুধ ছাড়াই যা জোড়া লাগায় ভাঙা সম্পর্ক, ভাঙা মন। আলাদিনের মতোই। ভালবাসার এই জাদুকে ঘিরেই এমন ভাবনা।

*
CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP

বাঘাযতীন বিবেকানন্দ মিলন সংঘ

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষে ২০২৪ এর শারদোৎসবে শিল্পী স্বরূপ নন্দীর পরিকল্পনা অনুযায়ী এই পুজো কমিটির থিমের নাম "সব চরিত্রই কাল্পনিক"।

শিল্পীর ভাবনায়,
"রূপের এই প্রদীপ জ্বেলে কি হবে তোমার" এহ লাইনটি শুনে আমার মনে হয় যে কবি অভিমানে, স্বপ্নে বা রূপ-কল্পে নারীকে রূপের অহংকার থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছেন। আসলে ঈশ্বরের সৃষ্টি বা বায়োলজিক্যাল কারণে রূপের তারতম্য। মানুষের রূপ তো অন্তরের প্রকাশ। আমরা সবসময় নিজের মা'কে সুন্দব রূপে ভাবতে পারি। সবার মা তার নিজের সন্তানের কাছেই শ্রেষ্ঠ সুন্দর। সেই মাতৃত্বের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না। সেই মাতৃত্বের কোন অনুরূপ হয় না এটাই চিরন্তন। সর্বকালের জীবজগতে তার ব্যক্তিক্রম নেই। বাঙালি সেইরকমই তার শ্রেষ্ঠ উৎসবে তার মুখ্য চরিত্রের দেবী দুর্গাকে কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অন্য কোন রূপে দেখতে চায় না। পুজোর অঙ্গনে শিল্পীর নান্দনিক উপলব্ধি নিয়ে দেবীর উপস্থিতি। আমাদের চাওয়া-পাওয়া, সব দুঃখ-কষ্ট, দৈন দশার মুক্তির জন্য প্রার্থনা এই দেবীর কাছে। সাবেকি হোক বা আধুনিক শিল্পীর প্রকল্পের মাতৃ রূপ তা সত্যিই আনন্দে আত্মহারা করে আমাদের। সাধারণত আমরা বিচার করি বাহ্যিক পোশাকের পরিচিত থেকে। কর্মের ভেদাভেদ বা ধর্মীয় ভেদাভেদ দূর্বিসহ করে তোলে সামাজিক পরিস্থিতিকে। আমরা কি মানুষের প্রতি একটু সহনশীল হতে পারি না? আসুন আমরা নারী মানবীর রূপের দেবী রূপের অবস্থান উপলব্ধি করি, একটু সম্মান দেখিয়ে সব নারী চরিত্রকেই কাল্পনিকভাবে দেবীর রূপে রূপান্তরিত করে নারীকে সুরক্ষিত রাখি।

এই নারীই আমাদের দেবী রূপে আমাদের মঙ্গল করুক, সমাজের মায়েদের সুসংগঠিত করুক তাদের সন্তানদের সঠিক পথে চালিত করতে ও মানুষ মানুষকে সম্মান করুক। তার শুধু রূপের নয় অন্তরের অন্তস্থল থেকে জায়গা করে দিক কর্ম এবং সকলে সেই কর্মের সম্মান করি।

সমাজের কাছে এইটুকুই বার্তা দিয়ে যাই একটু সম্মান, একটু শ্রদ্ধা মানুষ মানুষকে আরো সমৃদ্ধ করবে। সমাজকে সুস্থ রাখবে। স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসবে। মানুষ মানুষের পাশে থাকবে। এই অঙ্গীকার নিয়ে দুর্গাপুজোয় ব্রতী হয়েছে বাঘাযতীন বিবেকানন্দ মিলন সংঘ।

এই উপস্থাপনায় নান্দনিকতার উপলব্ধি শুধু নয়, বার্তা দিক শ্রদ্ধা, সম্মান, স্নেহ, ভালোবাসা, অনুভূতি ও নিশ্চিত জীবনের। এই মানব জীবনের জন্ম সার্থক হোক।

"তুমি দেখো নারী পুরুষ, আমি দেখি শুধুই মানুষ।
ভালোবাসার জীবন গড়ে, সুখী আমার এই বিধাতা।"

*

CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP
www.rojkarananya.in

সোনারপুর রিক্রিয়েশন ক্লাব

রজত জয়ন্তী বর্ষে সোনারপুর রিক্রিয়েশন ক্লাবের এবারের ভাবনা ‘লোক শিল্প ও আন্তরিক শপথ’।

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে শিল্প বিপ্লবের আগে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প বা লোকশিল্প ই ছিল শিল্পের প্রধান উৎস। আমাদের দেশ তথা রাজ্যেও বহমান নদীর ধারার মতো বয়ে আসছে লোক শিল্পের সংস্কৃতি। বংশ পরম্পরায় সেই প্রাচীন যুগ থেকে এক একটি অঞ্চল,তথা এক একটি গ্রাম কোথাও বা এক একটি পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একই লোকশিল্পকে ধারন ও বহন করে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ নদীয়ার কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প যা নানান রকমের মাটির পুতুল, আবার কলকাতার কুমারটুলির মাটির প্রতিমা বিশ্ব বিখ্যাত; শরৎ আসার আগে থেকেই কুমারটুলিতে প্রতিমা গড়ার ধুম পড়ে যায়, শুধু তিলোত্তমা কিংবা ভারত নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কুমার টুলির দুর্গা প্রতিমা পূজিত হয়। তেমনি পটে আঁকা ছবিও অন্যতম ঐতিহ্যপূর্ণ লোকশিল্প। নানাধরনের প্রাকৃতিক রং ব্যাবহার করে কখনো পৌরাণিক, কখনো সামাজিক নানা কাহিনীকে ফুটিয়ে তুলেন এই পট শিল্পিরা, যা সমসাময়িক সমাজের অন্যতম প্রামাণ্য তথ্যস্বরূপ। এছাড়াও বলা যায় মেদিনীপুরের বিখ্যাত মাদুর শিল্প, দাঁতানের কামারদের রকমারি লোহার কারিগরি অন্যতম, যা আজও প্রচুর মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহের আধার স্বরূপ।

তবে শিল্প বিপ্লবের পরে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে তৈরি স্বল্পমূল্যের জিনিসপত্রের প্রতি মানুষের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় লোকশিল্প বা কুটির শিল্প মার খায়, ফলস্বরূপ অনেকেই পরিবারিক জীবিকা থেকে সরে গিয়ে অন্যভাবে জীবন নির্বাহ করেন।
যদিও বর্তমানে অত্যাধুনিক সমাজব্যবস্থা এবং প্রগতিশীল মানুষদের কাছে নতুন করে সাড়া ফেলেছে হ্যান্ডিক্রাফট বা হস্তশিল্প তথা লোকশিল্প। চাহিদার সাথে সাথে বেড়েছে লোকশিল্পের প্রতি উৎসাহও।

সেই প্রেক্ষাপটেই সোনারপুর রিক্রিয়েশন ক্লাবের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বেঁচে থাক লোক শিল্প, লোক সংস্কৃতি, বেঁচে থাকুক লোক শিল্পিরা। আমরা যেন তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দিতে কখনোই ভুলে না যাই।

*

CLICK HERE
TO LOCATE ON GOOGLE MAP